পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩১ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 30, Issue 1540, Saturday, 26 August 2023 FREE www.parichoy.com

বাংলাদেশকে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করার স্বপ্ন দেখি - শেখ হাসিনা

বিস্তারিত ১০ পাতায়

আরো আছে...

- বাংলাদেশকে ৫০ মিলিয়ন ডলার শোধ, শ্রীলংকা কীভাবে দেড় বছরে ঘুরে দাঁড়ালো -৫ম পাতায়
- ইকোনমিস্টের দৃষ্টিতে ইউনূসের বিচার এবং..-৫ম পাতায়
- রবীন্দ্রনাথকে 'অশিক্ষিত' বললেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য -৫ম পাতায়
- এ বছর মাল্টায় পৌঁছানো শরণার্থীদের ৬৫ শতাংশই বাংলাদেশি-৫ম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রে মশাবাহিত বিরল রোগের সন্ধান, আক্রমণ করে মস্তিষ্কে-৬ষ্ঠ পাতায়
- রিপাবলিকান ডিবেটে কে জিতলো আর কে হারলো?-৭ম পাতায়
- বাংলাদেশের নির্বাচনে 'ভারত ফ্যাক্টর': যা বলছে আ'লীগ-বিএনপি-জাপা-৮ম পাতায়
- বাংলাদেশে বাইরের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে চীন : শেখ হাসিনা-শি জিনপিং বৈঠক-৯ম পাতায়
- ভারত কিছু বললে এই অঞ্চলের উপকারে আসবে বললেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন-৯ম পাতায়
- বাংলাদেশের জনশক্তি রফতানি বেড়েছে ৬৭%, রেমিট্যান্স কমেছে ৬%-১০ম পাতায়
- দারিদ্র্য বিমোচনে চীনা কৌশলে বাংলাদেশের আগ্রহ -১০ম পাতায়

আটলান্টার জেলে ঐতিহাসিক 'মাগশটের' পর ট্রাম্পের জামিন

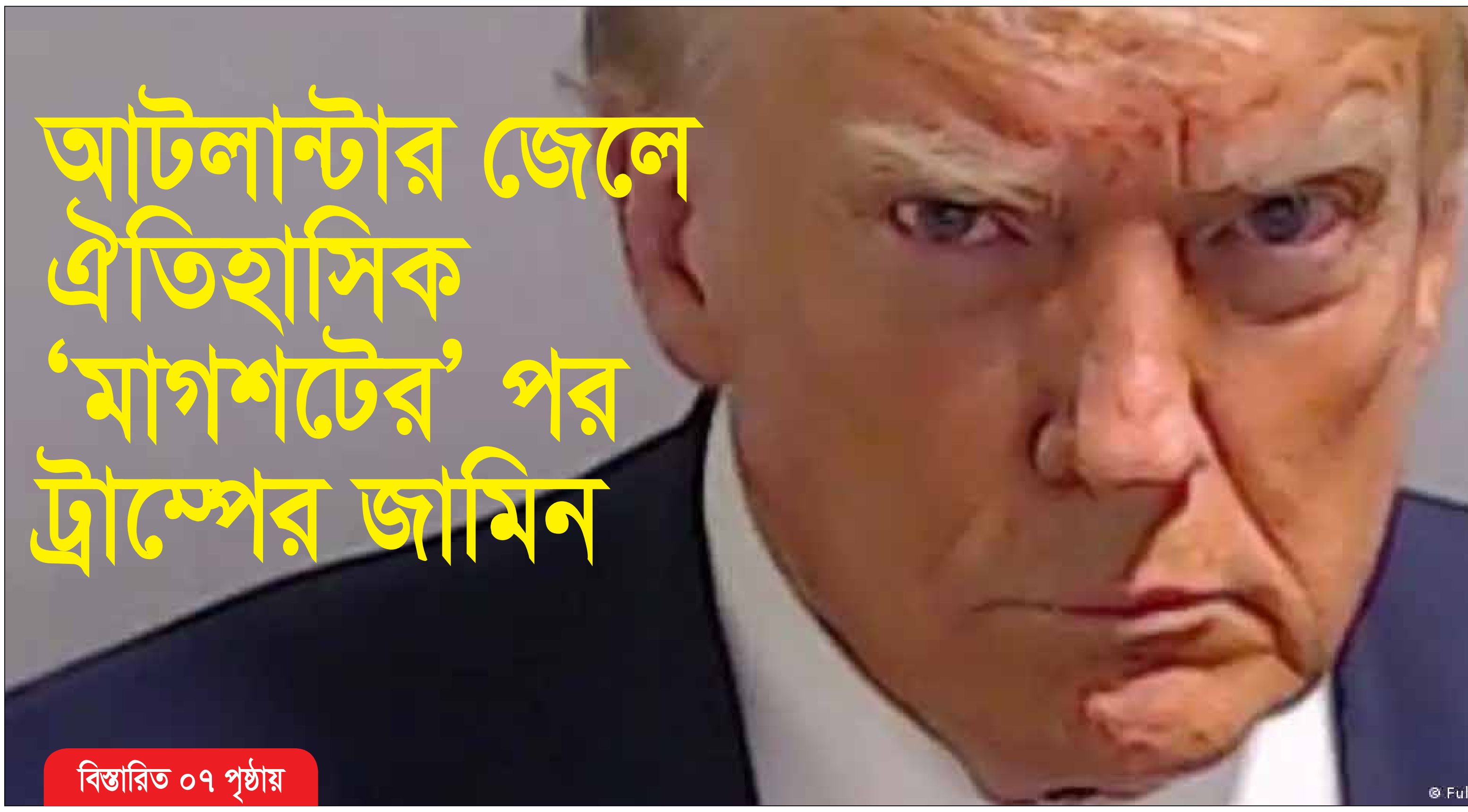

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

ব্রিকস কি ডলারের আধিপত্য কমাতে পারবে

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

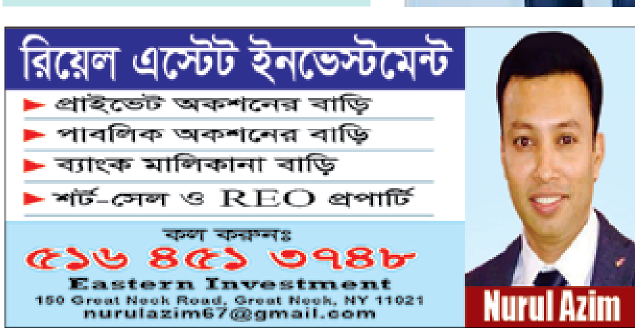

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

NYS Education Department Proprietary School Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্ক.

917-282-9256

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury, Esq

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

ব্রিকসের সম্প্রসারণ পশ্চিমাদের জন্য কতটা উদ্বেগের

নিষেধাজ্ঞায় পড়তে পারে এমন দেশকে ব্রিকস জোটে চান না মোদি

ব্রিকস কি ডলারের আধিপত্য কমাতে পারবে

পরিচয় ডেস্ক: আট দশকের বেশি সময় ধরে বিশ্বে আধিপত্য করছে মার্কিন ডলার। কিন্তু এই আধিপত্য কমাতে বদ্ধপরিকর উন্নয়নশীল পাঁচ দেশের জোট ব্রিকস। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে বসেছে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার এ জোটের শীর্ষ সম্মেলন। এতে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, ডলারের আধিপত্য কমানোর প্রক্রিয়া জোরেশোরে চলছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বে ডলার হলো প্রধান রিজার্ভ মুদ্রা। বলা হয়, বিশ্ববাণিজ্যের ৮০ শতাংশের বেশি ডলারে লেনদেন হয়। চলতি বছরের শুরুতে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভা প্রশ্ন তোলেন, কেন সব দেশ ডলারে লেনদেন করবে। এর পরপর রাশিয়ার একজন

শীর্ষ কর্মকর্তা জানান, ব্রিকস নিজস্ব মুদ্রা চালুর কথা ভাবছে।

ডলারের আধিপত্য কমানোর চেষ্টা নতুন নয়। তবে বিশ্লেষকদের অনেকের মতে, বিশ্বরাজনীতির মেরুকরণ এখন ভিন্ন রূপ নিয়েছে। রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে পশ্চিমাদের উত্তেজনা বেড়েছে। এই পরিস্থিতি ব্রিকসকে ডলারের আধিপত্য নিয়ে ভাবাচ্ছে; বিশেষত চীন ও রাশিয়ার ওপর একের পর এক পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার পর।

যুক্তরাজ্যের লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের জ্যেষ্ঠ ভিজিটিং ফেলো শিরলে জে উ বলেন, রাশিয়া ও ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের সময় ডলারকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এ কারণে উন্নয়নশীল অন্য দেশগুলো বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

The Economist

ইকোনমিস্টের দৃষ্টিতে ইউনূসের বিচার এবং..

পরিচয় ডেস্ক: বিদেশী দাতা, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং বিশ্বের অনেক দরিদ্র মানুষের কাছে মুহাম্মদ ইউনূস একজন নায়কের নাম। অতি প্রান্তিক স্তরের মানুষ যেনো প্রচলিত ব্যাঙ্কিং সুবিধাগুলো পায় সেজন্য এই বাংলাদেশি অর্থনীতিবিদ, সামাজিক উদ্যোক্তা, গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ক্ষুদ্রঋণ এবং অন্যান্য পরিষেবাগুলোর ব্যবহারে অগ্রণী ভূমিকা পালন *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশকে ৫০ মিলিয়ন ডলার শোধ, শ্রীলংকা কীভাবে দেড় বছরে ঘুরে দাঁড়ালো

পরিচয় ডেস্ক: কারেন্সি সোয়াপ পদ্ধতির আওতায় ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বাংলাদেশের কাছ থেকে এক বছর মেয়াদের জন্য ২০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছিলো শ্রীলংকা। চার কিস্তিতে নেয়া সে ঋণের ৫০ মিলিয়ন ডলার চলতি সপ্তাহে বাংলাদেশকে ফেরত দিয়েছে দেশটি।এবং এ মাসের শেষ নাগাদ আরও ৫০ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করার কথা রয়েছে।

বৈদেশিক ঋণে জর্জরিত হয়ে সেসময় এমন অবস্থা হয়েছিলো যে দেশটি আর আমদানি ব্যয় মেটাতে পারছিলো না। এর জের ধরে খাদ্য, ঔষধসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছিলো। তেলের স্টেশনে দীর্ঘ লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিলো মানুষকে।

অথচ মাত্র দেড় বছর আগেই ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে প্রায় দেউলিয়া হবার জেরে দেশটিতে ব্যাপক রাজনৈতিক সহিংসতা হয়েছিলো, যার পরিণতিতে শ্রীলংকার সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়েছিলো। দেশ ছাড়তে হয়েছিলো দেশটির তৎকালীন রাষ্ট্রপতি গোটাভায়া রাজাপাকশাকেও।

সে পরিস্থিতি এখন অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছে দেশটি এবং জমে উঠতে শুরু করেছে শ্রীলংকার অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি পর্যটন খাত এবং জ্যামিতিক হারে বাড়ছে দেশটির রেমিট্যান্স।

এবং এ ধারা অব্যাহত রাখতে পারলে শিগগিরই দেশটির অর্থনীতি আরও শক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে বলে মনে করছে *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

রবীন্দ্রনাথকে ‘অশিক্ষিত’ বললেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য

পরিচয় ডেস্ক : বিতর্কিত মন্তব্য করে আলোড়ন ফেললেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। কারণ এবার তিনি সরাসরি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ‘অশিক্ষিত’ বললেন। বিশ্বভারতীর যে জমিতে দাঁড়িয়ে তিনি এমন মন্তব্য করলেন সেটিও কবিগুরুরই। বুধবার (২৩ আগষ্ট) বিশেষ উপাসনায় শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যবাহী উপাসনা মন্দিরে ভাষণ দিতে গিয়েই এমন বিতর্কিত মন্তব্য করেন তিনি।

এমনটিই অভিযোগ বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই সেই বিতর্কিত মন্তব্যের ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে (ভিডিওটি যাচাই করতে পারেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা)।

এই মন্তব্যের জেরে সর্বস্তরে সমালোচনা তুঙ্গে উঠেছে।

ঠিক কী বলেছেন উপাচার্য? শান্তিনিকেতনে দাঁড়িয়ে কেউ এমন কথা বলতে পারেন, তা ভাবতে পারছেন না রবীন্দ্র অনুরাগীরা।

সেখানে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বলেন, রবীন্দ্রনাথের নাম নিয়ে শান্তিনিকেতন এখন স্বার্থসিদ্ধির সোপান হয়েছে। যারা অন্যায় কাজ করেন, তারা নিজেদের বলে ওঠেন রাবীন্দ্রিক। রবীন্দ্রনাথ নিজেই অশিক্ষিত। প্রথাগত শিক্ষা তিনি নেননি। বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থাকেই তিনি প্রাধান্য দিতেন।

উপাচার্য বলেন, শিক্ষা দুই রকমের হয়। এক ধরনের শিক্ষা, কেজি থেকে পিজি পড়াশোনা করলাম, ডিগ্রি লাভ করলাম আর চাকরি করলাম। আর *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

এ বছর মাল্টায় পৌঁছানো শরণার্থীদের ৬৫ শতাংশই বাংলাদেশি

পরিচয় ডেস্ক : জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআরের তথ্যমতে, চলতি বছর ১৩ আগস্ট পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র মাল্টায় অন্তত ২৩১ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী পৌঁছেছেন। এর মধ্যে শুধু বাংলাদেশেরই রয়েছেন ১৪৯ জন।

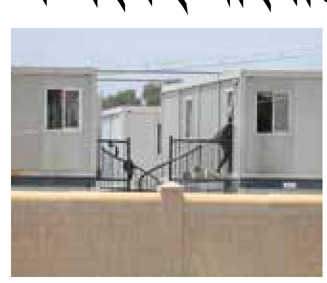

এ বিষয়ে আজ শুক্রবার টাইমস অব মাল্টার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছর মাল্টায় ৭৫ জন শরণার্থী গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। আর ২০২১ সালে ৪৫৮ জন এবং ২০২০ সালে ২ হাজার ৪৫ সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

এসব শরণার্থীর ৮৪ শতাংশই লিবিয়া থেকে ভূমধ্যসাগরে যাত্রা শুরু করেছিলেন। বাকিরা তিউনিসিয়া থেকে।

হিসাব করে দেখা গেছে, চলতি বছর মাল্টায় পা রাখা শরণার্থীদের মধ্যে ৬৫ শতাংশই বাংলাদেশি (১৪৯ জন)। এ ছাড়া অন্যদের মধ্যে সিরিয়ান ছিল ২১ জন, গিনি থেকে গেছেন ১৯, ক্যামেরুন থেকে ১৭, মিসরীয় ১৩, সুদান থেকে ৫ জন এবং ফিলিস্তিন ও দক্ষিণ সুদান থেকে গেছেন তিনজন করে। এ ছাড়া মারাত্মক অসুস্থ হওয়ার কারণে নিবন্ধন বইয়ে একজন *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

‘কে কি বললেন’

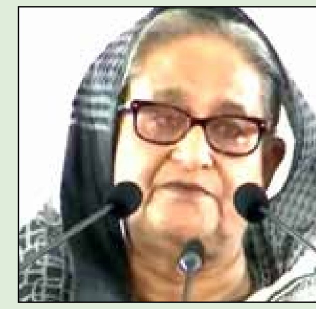

সেদিন যে বেঁচে গেলাম সেটাই বিস্ময় - ২১ আগষ্টের হত্যাকান্ড প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকার প্রবেশপথ বন্ধ করে অবস্থান নেয়ায় বিএনপি’র বিরুদ্ধে ভিসানীতি আসে না কেন?-আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

নির্বাচন হবে বাংলাদেশে, ভোট চাইছে দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়ে - বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী

কী আলোচনা হয়েছে, ভারতের অনুমতি ছাড়া বলতে পারব না- ভারত থেকে ফিরেজাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান জি এম কাদের

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

যুক্তরাষ্ট্রে মশাবাহিত বিরল রোগের সন্ধান, আক্রমণ করে মস্তিষ্কে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের অঙ্গরাজ্য আলাবামায় সম্প্রতি ইস্টার্ন ইকুইন এনসেফালাইটিস (ইইই) ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার দুটি ঘটনার খবর সামনে এসেছে। বিরল এ মশাবাহিত ভাইরাসটি মানব মস্তিস্কে প্রদাহ সৃষ্টি করে। সম্প্রতি আলাবামায় এ রোগে দুইজন আক্রান্ত হন। তাদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি) জানিয়েছে, এ ভাইরাসে মানুষ আক্রান্ত হবার মাত্রা চার থেকে পাঁচ শতাংশ। ঘোড়ার জন্য ইইই ভ্যাকসিন থাকলেও, মানুষের জন্য এ ভাইরাসের কোনো ভ্যাকসিন নেই।

লাইভসাইন্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিরল এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার দুটি ঘটনাই যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার প্যানহ্যান্ডলে ঘটেছে।সোমবার (২১ আগষ্ট) এ বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে আলাবামার জনস্বাস্থ্য বিভাগ।

স্থানীয়দের সতর্ক করে জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তারা ফেসবুক পোস্টে জানিয়েছেন, মশা নিধনের জন্য রাস্তাঘাটে ওষুধ স্প্রে করা হয়েছে। তবুও তারা (স্থানীয় বাসিন্দারা) যেন সতর্কতা অবলম্বন করে। দেশটির কাউন্টি ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ওই অঞ্চলের শহরগুলোতে মশা ধরার ফাঁদ স্থাপনে

একযোগে কাজ করছে।

সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (সিডিসি) জানিয়েছে, এ ভাইরাসে মানুষ আক্রান্ত হবার মাত্রা চার থেকে পাঁচ শতাংশ। ঘোড়ার জন্য ইইই ভ্যাকসিন থাকলেও, মানুষের জন্য এ ভাইরাসের কোনো ভ্যাকসিন নেই।

এ ভাইরাস দ্বারা আক্রান্তদের জন্য এখন পর্যন্ত কোনো চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি। তবে সিডিসি জানিয়েছে, বিশ্রাম, তরল খাবার ও ওভার দ্য কাউন্টার ওষুধ এ ভাইরাসের প্রাথমিক লক্ষণগুলো থেকে মুক্তি দিতে সহায়তা করতে পারে। মশা কামড়ানোর পর চার থেকে ১০ দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে। সংক্রামিত বেশিরভাগ লোকের ক্ষেত্রে অল্প কিছু লক্ষণ দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে কোনো লক্ষণই দেখা যায় না।

গুরুতর ক্ষেত্রে সাধারণত এনসেফালাইটিস প্রখর হওয়ার আগে জ্বর, মাথাব্যথা, ঠাণ্ডা লাগা ও বমি শুরু হয়।

এ ভাইরাস মূলত মস্তিস্কে প্রদাহ ও মেরুদণ্ডকে ঘিরে থাকা টিস্যুতে প্রদাহ সৃষ্টি করে।

যুক্তরাষ্ট্রের দুটি অঙ্গরাজ্যের সম্প্রতি মশাবাহিত ইস্টার্ন ইকুইন এনসেফালাইটিসের (ইইই) বিষয়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষার জন্য কানাডার ভিসা কমছে

পরিচয় ডেস্ক: উচ্চশিক্ষার জন্য সামনের দিনে কানাডায় যাওয়ার সুযোগ কমছে। বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভিসা দেওয়া কমানোর পরিকল্পনা করছে দেশটি। আবাসনের ব্যয় বাড়ার কারণে কানাডা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে রয়টার্স জানিয়েছে।

গত মঙ্গলবার (২২ আগষ্ট) কানাডার আবাসনমন্ত্রী সিন ফ্রেজার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, আবাসন ব্যয় বাড়ায় সরকার চাপের মধ্যে রয়েছে। এ জন্য বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভিসা কমানোর পরিকল্পনা করছেন তাঁরা।

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য কানাডা জনপ্রিয় গন্তব্যস্থল। কারণ কানাডায় সহজে ওয়ার্ক পারমিট পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিদেশি শিক্ষার্থীদের ব্যাপক হারে ভিসা দিয়েছে কানাডা।

কানাডার সরকারি তথ্য মতে, ২০২২ সালে প্রায় ৮০ লাখ বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভিসা দেওয়া হয়। এই সংখ্যা ২০১২ সাল থেকে প্রায় ২ লাখ ৭৫ হাজার বেশি।

গত মাসে ফ্রেজার এই পদে যোগদানের আগে অভিবাসনমন্ত্রী ছিলেন। তখন থেকেই তিনি বলছেন, শিক্ষার্থীদের চাপের কারণে কানাডার আবাসন বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে।

সরকার ভিসা নিষেধাজ্ঞার পরিকল্পনা নিয়েছে কিনা সাংবাদিকরা জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, সরকার এ বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। কিন্তু এই পরিকল্পনাই সবচেয়ে বেশি কার্যকর হবে বলে তিনি মনে করেন।

তিনি আরও বলেন, তাদের অভিবাসন কর্মসূচি স্বল্প সময়ে এত বিশাল সংখ্যায় অভিবাসী আনবে, তাঁরা কখনও ভাবেন নি।

বিরোধী দল কনজারভেটিভ পার্টির অভিযোগ, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সরকার আবাসন সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না।

মাইকেল জ্যাকসনের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের মামলা আবার চালু

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে মাইকেল জ্যাকসনের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ আনা দুজন ভুক্তভোগীর মামলার শুনানি শুরু হয়েছে। গত শুক্রবার (১৮ আগষ্ট) ক্যালিফোর্নিয়ার দ্বিতীয় ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট অফ আপিলের তিন বিচারকের একটি প্যানেল ওই দুজনের মামলা শুনানি শুরু করে। ইউএনবির খবরে বলা হয়, এ দুই ভুক্তভোগীর নাম ওয়েড রবসন ও জেমস সেফচাক।

মামলার বিচারকদের মতে, এই দুজনের মামলা নিম্ন আদালতের খারিজ করা উচিত নয়। তারা জ্যাকসনের মালিকানাধীন দুটি কর্পোরেশনের সঙ্গে আইনগত লড়াই চালানোর বৈধতা দাবি করতে পারে।

ক্যালিফোর্নিয়ার নতুন একটি আইনের পরিপ্রেক্ষিতে আপিল আদালত যৌন নির্যাতনের ঘটনাগুলো পুনরায় বিচার শুরু করেছে।

এর আগে ২০১৩ সালে রবসন এবং পরের বছর সেফচাক এই অভিযোগ উত্থাপন করেন।

তবে ২০১৯ সালে এইচবিও ডকুমেন্টারি 'লিভিং নেভারল্যান্ড'-এ তাদের গল্প বলার জন্য দুই তরুণ ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করে।

একজন বিচারক ২০২১ সালের মামলাগুলো খারিজ করে দিয়েছিলেন।

তিনি তখন বলেছিলেন, 'এমজেজে প্রোডাকশন ইনকরপোরেশন ও এমজেজে ভেনচারস ইনকরপোরেশন বয় স্কাউট বা চার্চের মতো কাজ করবে তা আশা করা যায় না। অভিযোগকারীরা আশা করছে প্রতিষ্ঠান দুটি *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

বেশি আয়ের জন্য সাংবাদিকদের যে প্রস্তাব দিলেন ইলন মাস্ক

পরিচয় ডেস্ক: 'এক্স' (সাবেক টুইটার) প্ল্যাটফর্মে সরাসরি আধেয় (কনটেন্ট) প্রকাশ করতে সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন খুদে ব্লগ লেখার সাইটটির মালিক ইলন মাস্ক।

গত বছরের অক্টোবরে টুইটার কিনে নেন মাস্ক। সম্প্রতি তিনি সামাজিক মাধ্যমটির নাম পরিবর্তন করে 'এক্স' রাখেন। এর মধ্য দিয়ে মাধ্যমটির বিখ্যাত লোগো 'নীল পাখি' বাদ যায়। এর স্থলে আসে কালো রঙের ওপর সাদা রঙে লেখা 'এক্স' অক্ষর।

সামাজিক মাধ্যমটি অধিগ্রহণের পর থেকে নানা কিছু করছেন মাস্ক। এবার তিনি সাংবাদিকদের জন্য একটি নতুন 'প্রস্তাব' দিলেন। সাংবাদিকেরা যদি সরাসরি এক্সে কনটেন্ট প্রকাশ করেন, তাহলে তাঁদের অধিক অর্থ উপার্জন ও লেখার স্বাধীনতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

নিজের মালিকানাধীন এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আজ মঙ্গলবার দেওয়া এক পোস্টে মাস্ক বলেন, 'আপনি যদি একজন সাংবাদিক হন, যিনি লেখার স্বাধীনতা ও উচ্চ আয় চান, তাহলে এই প্ল্যাটফর্মে সরাসরি লেখা প্রকাশ করুন।'

মাস্ক আগে তাঁর এক পরিকল্পনায় বলেছিলেন, এই প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদন বা নিবন্ধ পড়ার জন্য ব্যবহারকারীদের অর্থ গুনতে হবে। প্রতিবেদন বা নিবন্ধ পড়তে এই মাধ্যমের ব্যবহারকারীর কাছ থেকে অর্থ আদায়ের সুযোগ তাঁরা গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেবেন। তবে এক্সের এমন কোনো নীতিমালা এখন পর্যন্ত দেখা যায়নি।এনডিটিভি

রাশিয়ার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নিষেধাজ্ঞা

পরিচয় ডেস্ক: রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকে হাজারো ইউক্রেনীয় শিশুকে 'জোরপূর্বক স্থানান্তর' করায় রাশিয়ার ১৩ ব্যক্তি ও দুই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে তাঁদের সম্পদ জব্দ হবে এবং তাঁদের সঙ্গে লেনদেন অপরাধ বলে গণ্য হবে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বৃহস্পতিবার (২৪ আগষ্ট) এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতির বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে, ইউক্রেনীয় শিশুদের মানবাধিকার লঙ্ঘনে জড়িত থাকার দায়ে রাশিয়া সমর্থিত তিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

ইউক্রেনের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মধ্যে নিষেধাজ্ঞার এই ঘোষণা আসে।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত লিন্ডা থমাস গ্রিনফিল্ড বলেন, 'রাশিয়ার নিষ্ঠুরতার অভিযান আজও চলছে। রাশিয়ার যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ যুক্তরাষ্ট্র মেনে নেবে না।'

যুক্তরাষ্ট্র বলছে, 'শিশু অধিকার' সংস্থার আঞ্চলিক কমিশনারসহ ১১ রুশ ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে যাচ্ছে। এই ব্যক্তিরা ছাড়াও ক্রিমিয়ার আর্টেক 'সামার ক্যাম্প' ও চেচনিয়ার আরেকটি ক্যাম্পও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়েছে। ২০১৪ সালে রাশিয়া ইউক্রেনের কাছ থেকে 'সামার ক্যাম্প' দখল করে। তবে এ দখল আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পায়নি। এছাড়া চেচনিয়ায় ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে শিশুদের জোর করে রুশ ভাষা ও সংস্কৃতি শেখানোর অভিযোগ রয়েছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে।

গত মাসে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির সময় হেগভিত্তিক আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

আটলান্টার জেলে ঐতিহাসিক ‘মাগশটের’ পর ট্রাম্পের জামিন

পরিচয় ডেস্ক: ২০২০ সালে নির্বাচনে বেনিয়মের অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার ২৪ আগষ্ট আটলান্টায় গ্রেপ্তার হলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট। প্রায় কুড়ি মিনিটের মধ্যেই অবশ্য তাঁকে পূর্ব নির্ধারিত ২ লক্ষ ডলারের বন্ডের বিনিময়ে ছাড়া হয়।

আটলান্টার ফুলটন কাউন্টি জেলে ঐদিন বিকেলে আত্মসমর্পন করেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। অভিযোগ, তিনি ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বেনিয়ম এবং কারচুপি করার চেষ্টা করেছিলেন। জেলে পৌঁছানোর পর গ্রেপ্তারের সমস্ত নিয়ম পালন করা হয়। ট্রাম্পের মাগ শট অর্থাৎ, মুখের ছবি তোলা হয়েছে। যা মার্কিন ইতিহাসে সাবেক কোনো প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে প্রথম ঘটনা। অবশ্য যে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করলেই এই ছবি নেওয়া হয়। তার আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়েছে। রেকর্ডে লেখা হয়েছে, ৭৭ বছরের সাবেক প্রেসিডেন্টের

উচ্চতা ছয় দশমিক তিন ইঞ্চি। ওজন ২১৫ পাউন্ড অর্থাৎ, ৯৭ কেজি। তার চুলের রংয়েরও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লেখা হয়েছে জেলের রেকর্ডে।

সব মিলিয়ে ২০ মিনিট আটলান্টা জেলে ছিলেন ট্রাম্প। দুই লাখ ডলারের বন্ডে সই করে পরে জামিন নেন তিনি। এর আগেও তিনবার গ্রেপ্তার হয়েছেন ট্রাম্প। কিন্তু এই প্রথম জেলে গিয়ে আত্মসমর্পন করলেন তিনি। তার বিরুদ্ধে ওঠা প্রতিটি অভিযোগই ফৌজদারি অপরাধের। ফলে গ্রেপ্তারের সময় একজন সাধারণ অপরাধীর মতোই দেখা হয়েছে তাকে।

সব কিছু হয়ে যাওয়ার পর নিজের প্রাইভেট জেটে ফের নিউ জার্সির দিকে রওনা হন ট্রাম্প। তার আগে রিপোর্টারদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। সেখানে তিনি বলেছেন, তার সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে। তার বক্তব্য কোনো ব্যক্তির একটি নির্বাচন প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পকে গ্রেপ্তারের সময় কী করছিলেন বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে গ্রেপ্তার নিয়ে শুক্রবার পর্যন্ত মুখ খোলেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ট্রাম্পকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, তখন বাইডেন লেক তাহোয়েতে অবকাশ যাপন করছিলেন। জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আটলান্টা শহরে ট্রাম্পের উড়োজাহাজ যখন অবতরণ করে তখন বাইডেন ফোনে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে কথা বলেন। আর সেই ফোনালাপের ঘোষণা দেয় হোয়াইট হাউস। ট্রাম্পকে গ্রেপ্তারের সময় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ২০২৪ সালে পুনর্নির্বাচনের প্রচার নিয়ে কথা বলেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (টুইটার) বাইডেন তাঁর প্রেসিডেন্টের অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্টও দেন। করেন। তিনি ওই পোস্টে লেখেন, ‘আজ একটি বিষয় মনে রাখার মতো। আর সেটা হলো অন্ধকার ও আধিপত্য কখনো মানুষের হৃদয়ের স্বাধীনতার চেতনাকে দমাতে পারে না।’

২০২৪ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে ট্রাম্প যে আইনি সমস্যার মুখে পড়বেন সে বিষয়েও কোনো মন্তব্য করেননি বাইডেন। ট্রাম্প যে সময়ে ফুলটন কাউন্টি কারাগারে যাচ্ছিলেন সে সময়েই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পুনর্নিবাচনের প্রচারে তহবিলের জন্য আহ্বান জানান বাইডেন।

বাইডেন এক্সে আরও লেখেন, ‘আমি মনে করি নির্বাচনী প্রচারে তহবিল দেওয়ার জন্য আজকের দিনটি ভালো’।

গত ১ আগস্ট আলাদা একটি মামলায় ট্রাম্পকে যখন অভিযুক্ত করা হয় তখনো বাইডেন ডেলাওয়্যার অঙ্গরাজ্যে সৈকতে অবকাশযাপন করছিলেন।

হোয়াইট হাউস *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্প রিপাবলিকান প্রার্থীদের বিতর্ক এড়াতে চান যে কারণে

পরিচয় ডেস্ক: সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দলীয় প্রাথমিক বাছাইয়ে রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে নির্ধারিত বিতর্কে তিনি অংশ নেবেন না। তাঁর দাবি, মার্কিন নাগরিকেরা তাঁকে খুব ভালো করে চেনেন। এ কারণে বিতর্কে অংশ নিয়ে জনগণের কাছে তাঁর নিজেকে নতুন করে পরিচয় করানোর কিছু নেই।

২০২৪ সালের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। গত বছরের নভেম্বরে ট্রাম্প ঘোষণা করেন, তিনি এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। নির্বাচনে রিপাবলিকান দল থেকে মনোনয়ন পাওয়ার দৌড়ে নামা নেতাদের মধ্যে প্রাথমিক বাছাইপর্বের বিতর্ক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

গত বুধবার (২৩ আগষ্ট) উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যের মিলওয়াকিতে প্রথম বিতর্কটির আয়োজন করা হয়। ট্রাম্প ওই বিতর্কে অংশ নেননি।

নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে সাবেক এই প্রেসিডেন্ট দাবি করেছেন, তিনি সফল প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রে জনগণের কাছে তিনি খুব জনপ্রিয়। ট্রাম্প মনে করেন, জনগণ যখন তাঁকে ভালোভাবে চেনে, তখন তাঁর আর মনোনয়ন পাওয়ার আশায় বিতর্কে অংশ নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

ট্রাম্প লিখেছেন, ‘আমি বিতর্কে অংশ নেব না।’ তিনি আরও লিখেছেন, ‘মানুষ জানে আমি কে, আমি কতটা সফল প্রেসিডেন্ট ছিলাম।’

ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া পোস্টে ট্রাম্প সম্প্রতি পরিচালিত বিভিন্ন জনমত জরিপের প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন। বলেন, গতকাল রোববার সিবিএস নিউজের জরিপটিসহ বিভিন্ন জরিপে রিপাবলিকান অন্যান্য মনোনয়নপ্রত্যাশীর চেয়ে তিনি অনেক বেশি ব্যবধানে এগিয়ে আছেন।

সিবিএসের জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৬২ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা ট্রাম্পকে ভোট দিতে চান। ট্রাম্পের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এবং ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যান্টিসকে ভোট দিতে চান ১৬ শতাংশ মানুষ। জরিপে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্ভাব্য ভোট পাওয়ার হার এক অঙ্কের ঘর পেরোতে পারেনি।

ডোনাল্ড ট্রাম্প লিখেছেন, ডিস্যান্টিস দুর্বল পাখির মতো নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছেন।

রিপাবলিকান পার্টি থেকে প্রার্থী হয়ে ২০১৬ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নিয়ে জয়ী হয়েছিলেন ট্রাম্প। তাঁর এই জয় বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল। ২০২০ সালের নির্বাচনেও ট্রাম্প প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

এই নির্বাচনে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী জো বাইডেন। এ নির্বাচনে বাইডেনের কাছে হেরে যান ট্রাম্প। কিন্তু পরাজয় স্বীকার না করে ট্রাম্প নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তোলেন। তিনি এখন পর্যন্ত তাঁর পরাজয় স্বীকার করেননি।এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে ইচ্ছুক ভারতীয় বংশোদ্ভূত রামাস্বামী যেভাবে ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে চান

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থিতার লড়াইয়ে নামতে যাওয়া নেতারা এরই মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিশ্রুতির কথা বলছেন। তবে তাঁদের চেয়ে অনেকটাই ব্যতিক্রমী প্রচার চালাচ্ছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বিবেক রামাস্বামী। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট হলে তিনি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে চান। তিনি চান, দরকার হলে এ অঞ্চলের কিছু অংশ মস্কোর নিয়ন্ত্রণে থাকুক। ইউক্রেন ন্যাটোতে যোগ দিক, সেটা তিনি চান না।

যুক্তরাষ্ট্রে আগামী বছরের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এরই মধ্যে এ নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির হয়ে প্রার্থিতার লড়াইয়ে নামার ঘোষণা দিয়েছেন রামাস্বামী। সিএনএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাশিয়া-চীন সামরিক জোটকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে বড় সামরিক হুমকি বলে উল্লেখ করেন রামাস্বামী।

রামাস্বামী বলেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হলে তিনি মস্কো সফরে যাবেন এবং রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলবেন। তিনি মনে করেন, সংঘাত থামাতে চাইলে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে অবশ্যই চীনের সঙ্গে গড়া সামরিক জোট থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে রামাস্বামী লিখেছেন, ‘আমি ইউক্রেন যুদ্ধ থামাব। এর জন্য চীনের সঙ্গে করা সামরিক জোট থেকে পুতিনকে বের করে আনতে হবে। রাশিয়াকে হারানোটা লক্ষ্য হবে না, যুক্তরাষ্ট্রের বিজয় অর্জনকেই লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে।’ সিএনএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রামাস্বামী বলেন, ‘ভ্লাদিমির পুতিনের পতন ঘটাতে সি চিন পিংকে কাছে টানার একরোখা সিদ্ধান্তে অটল বাইডেন প্রশাসন। আমি মনে করি, সি চিন পিংয়ের পতনের জন্য ভ্লাদিমির পুতিনকে কাছে টানতে হবে। ঠিক যেমন ১৯৭২ সালে নিক্সন চীনে গিয়েছিলেন। আমি মনে করি, পুতিন নতুন যুগের মাও। আমি মস্কো সফর করব এবং চীনের সঙ্গে *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

রিপাবলিকান ডিবেটে কে জিতলো আর কে হারলো?

পরিচয় ডেস্ক: ধারণা করা হচ্ছিল যে, ডনাল্ড ট্রাম্পকে ছাড়া রিপাবলিকান দলের প্রথম প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেট অনেকটাই ম্যাড়মেড়ে লাগবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেলো একদম উল্টো চিত্র। ট্রাম্প না থাকার পরেও পুরো ডিবেট জুড়েই ছিল চরম উত্তেজনা। প্রার্থীরা তীব্র ভাষায় একজন আরেক জনকে আক্রমণ করেছেন। পুরোটা সময় ধরেই নিজেদের মধ্যে রীতিমতো আগুনের গোলা ছুঁড়াছুঁড়ি চলেছে। তবে আট জনের এই ডিবেটে জয়ী হলো কে? আর সবথেকে খারাপই বা করলো কে?

বিজয়ী বিবেক রামাস্বামী

এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের নির্বাচনেই লড়েননি এই রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী। এমনকি ২০০৪ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত কোনো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও ভোট দেননি তিনি। অথচ ডিবেটের মাঠে দেখা গেলো, রামাস্বামীই একমাত্র প্রার্থী যিনি তার নিজেদের পারফর্মেন্সে উপভোগ করছিলেন। নতুন খেলতে নেমেই বাজিমাত করলেন তিনি। *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের নির্বাচনে ‘ভারত ফ্যাক্টর’: যা বলছে আ’লীগ-বিএনপি-জাপা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে ভারতের ভূমিকা কী হবে? এ নিয়ে রাজনীতিতে চলছে নানা অনুমান ও বিশ্লেষণ। ভরত কি বরাবরের মতোই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পক্ষ নেবে নাকি ‘নিরপেক্ষ’ ভূমিকা পালন করবে? বিষয়টি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে রাজনৈতিক দলগুলো।

আগামী নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার জন্য সরকারকে বারবার তাগাদা দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র একটি ভিসানীতি ঘোষণা করেছে। যেখানে বলা হয়েছে - বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে যারা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে তাদের ও পরিবারের সদস্যদের আমেরিকার ভিসা মিলবে না।

এমন প্রেক্ষাপটে ভারতের অবস্থানের বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। কারণ, ভারত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র। শেখ হাসিনার সরকারের ওপর চাপ কমাতে ভারত কী ধরনের ভূমিকা নেয়- সেটির দিকে অনেকের দৃষ্টি রয়েছে।

নির্বাচন বাংলাদেশের একটি অভ্যন্তরীণ বিষয় হলেও এক্ষেত্রে পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রতিবেশী দেশ ভারত কী ভূমিকা নেয়- সেটি প্রভাব ফেলে তাতে সন্দেহ নেই। বিগত দুটি জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে বিতর্ক থাকায় ভারতের অবস্থান কী হয়- সেটিকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

২০১৪ এবং ২০১৮ সালের বিতর্কিত নির্বাচনের পরও ভারত আওয়ামী লীগ সরকারকে জোরালে সমর্থন দিয়ে গেছে। ভারতের সমর্থনের কারণেই যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা বিশ্ব বিগত দুটি নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে প্রকাশ্যে জোরালো আপত্তি তোলেনি।

‘ভারত একটা দলের বন্ধু’

সম্প্রতি ভারতের একটি পত্রিকায় খবর এসছে যে শেখ হাসিনা সরকারের পক্ষ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে কূটনীতিক বার্তা দিয়েছে ভারত। ভারত সত্যিই এ ধরনের বার্তা দিয়েছে কিনা সেটি দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে নিশ্চিত করা যায়নি। কিন্তু এ খবর প্রকাশের পর বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পরস্পরবিরোধী প্রতিক্রিয়া এসেছে।

নির্বাচনকে ঘিরে যখন মার্কিন ভিসানীতিসহ বিভিন্ন তৎপরতাকে স্বাগত জানালেও ভারতের অবস্থান নিয়ে খবর *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

কোনো লুটেরা যাতে আবার ক্ষমতায় আসতে না পারে, প্রবাসীদের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দেশের অব্যাহত উন্নয়নে বিদেশে কমর্রত প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছে আগামী সাধারণ নির্বাচনে তার দলের নির্বাচনী প্রতীক ‘নৌকা’র পক্ষে ভোট চেয়েছেন। এ সময় তিনি কোনো লুটেরা যাতে দেশকে ধ্বংস করার জন্য আবার ক্ষমতায় আসতে না পারে, সেজন্য বাংলাদেশের জনগণকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান।

বৃহস্পতিবার (২৪ আগষ্ট) দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেয়া এক নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে নৌকায় ভোট চাওয়ার পাশাপাশি আমরা আপনাদের সবার সহযোগিতা চাই।’

প্রধানমন্ত্রী দেশের উন্নয়নের অদম্য গতি যাতে কোনোক্রমেই ব্যাহত না হয়, সেজন্য প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিষয়টি খতিয়ে দেখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ‘দেশকে লুটেরাদের হাতে ছেড়ে দেবেন না, অন্যথায় দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং নিশ্চিত করুন যে, দেশের উন্নয়নের যাত্রা কোনো বাধা-বিপত্তি ছাড়াই অব্যাহত থাকবে।’ সরকারপ্রধান বলেন, দেশবাসী নৌকায় ভোট দিয়ে দেশের স্বাধীনতা পেয়েছে এবং অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হয়েছে অথচ বিএনপিকে ভোট দিয়ে লুটপাট, দুর্নীতি ও হত্যা করেছে। শেখ হাসিনা বলেন, *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

‘আ’লীগের চাইতে বড় জঙ্গী, সন্ত্রাসী দল বিশ্বের কোথাও নেই’ -বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী

পরিচয় ডেস্ক: সরকার নতুন নাটক করছে জঙ্গী নাটক। আরে জঙ্গী নাটক তো অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে- এমন মন্তব্য করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ওই জঙ্গী খেলা চলবে না। আওয়ামী লীগের চাইতে বড় জঙ্গী, সন্ত্রাসী দল বিশ্বের কোথাও নেই।

শুক্রবার ২৫ আগস্ট বিকেলে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি আয়োজিত কালো পতাকা মিছিল পূর্ব সংক্ষিপ্ত সমাবেশ তিনি এ মন্তব্য করেন।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের মানুষ যখনই সিদ্ধান্ত নেন, তখন তারা আর পিছপা হন না। স্বাধীনতা যুদ্ধে পিছপা হযননি, ভাষা আন্দোলনের পিছপা হননি। যে বারেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সে বারেই তার প্রতিপক্ষ পরাজিত হয়েছে।

সরকারকে বাংলাদেশের মানুষের প্রতিপক্ষ না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিএনপির এই নেতা বলেন,পুলিশ, র‌্যাব, বিজিবি, আনসার, সরকারি কর্মকর্তারা, বিচারক ভাইয়েরা জনগণের প্রতিপক্ষ হবেন না।

সবার উদ্দেশে তিনি বার্তা দিয়ে বলেন, দেয়ালের লিখন পড়তে শিখুন। দেখুন কি লেখা আছে? সিদ্ধান্ত নেন। জনগণের প্রতিপক্ষ হয়ে অবস্থান নিবেন না আর নিলে সে দায় আপনাদের ওপর বর্তাবে।

প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী পরিবার সহকারে দলবল নিয়ে জনগণের ট্যাক্সের টাকা খরচ করে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়েছেন। কিসের জন্য? গিয়েছেন ব্রিকসের সদস্য হবেন। কিন্তু কী হয়েছে? তখন নেতাকর্মীরা বলেন, ভুয়া ভুয়া ভুয়া।

সরকার প্রধানকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, প্রত্যেক জায়গায় আপনি প্রত্যাখিত হবেন। সবাই অবৈধকে *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

ভাগ্য নির্ধারণী ১২৫ দিন, কী ঘটবে রাজনীতিতে

পরিচয় ডেস্ক:বহুদিন পর রাজনীতি ড্রাইভিং সিটে। এটা সত্য তবে সমস্যার শেষ নেই। বাজারে হাসিমুখ মানুষের খোঁজ মেলা ভার। চাকরিজীবীদের মাস কিছুতেই শেষ হয় না। দ্রব্যমূল্য আর জীবন-যাপনের খরচ শেষ করে দিয়েছে বহু স্বপ্ন। হিসাব মেলাতে না পেরে কতো মানুষ যে এই শহর ছেড়ে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই। ডেঙ্গু দেখা দিয়েছে ভয়ঙ্কর রূপে। মৃত্যুর খাতায় প্রতিদিন উঠছে নতুন নতুন নাম। এ নিয়ে কথা হচ্ছে খুবই কম। যদিও কেউ কেউ মশকরাও করছেন। এই পরিস্থিতিতেও রাজনীতি নিয়েই আলাপ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি।

বাংলাদেশে অবশ্য এটা কোনো বিস্ময়কর ঘটনা নয়। এটা বলা হতো, এদেশের মানুষ রাজনীতি খায়, পান করে। কিন্তু গেল ক’বছর পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে অনেক। রাজনীতির ওপর আমজনতার নিয়ন্ত্রণ হারানোই এর প্রধান কারণ। জিজ্ঞেস করতে পারেন, তাদের নিয়ন্ত্রণ ছিলই বা কবে! তবুও এরশাদের পতনের পর অন্তত চারটি নির্বাচনে তাদের কেন্দ্র থেকে ফিরিয়ে দেয়া হয়নি। খুব বেশি মৃত মানুষ ভোট দেয়নি। গেল দু’টি নির্বাচন কেমন হয়েছে তা সবারই জানা। জাতীয় বা স্থানীয় কোনো নির্বাচনেই পরিস্থিতি খুব একটা পাল্টায়নি। এই অবস্থায় মানুষ রাজনীতি নিয়ে আগ্রহ হারালে অবাক হওয়ার কিছু নেই। দরজায় কড়া নাড়ছে আরেকটি নির্বাচন। এই সময়ে গ্রামের চায়ের দোকান থেকে গুলশানের কূটনৈতিক পাড়া প্রধান প্রশ্ন একটাই-কী হচ্ছে? কী হবে? আগামী ১২৫ দিনকে মনে করা হচ্ছে ভাগ্য নির্ধারণী সময়। এ সময়ে প্রতিটি দিনই হতে পারে ঘটনাবহুল। শাসক বনাম বিরোধী শিবির, আমেরিকা বনাম রাশিয়া-চীন, দৃশ্যপটে ভারত। খেলাতো আসলে বহুমুখী।

শাসক দল কোনো ছাড় দিতে রাজি নয়। তাদের সাফ কথা সংবিধানের বাইরে কিছুই হবে না। অর্থাৎ বর্তমান সরকারকে ক্ষমতায় রেখেই আরেকটি নির্বাচনের জোর প্রস্তুতি চলছে। আওয়ামী লীগ এরইমধ্যে দলীয় প্রার্থীদের জনপ্রিয়তা যাচাই শুরু করেছে। হয়েছে একাধিক জরিপ। নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রশাসনে এবং পুলিশে এক ধরনের রদবদল হয়েছে। নানা পর্যায় থেকে সরকারের প্রতি সমর্থন সূচক বক্তব্য এসেছে সম্প্রতি। সংলাপ নিয়ে দৃশ্যত আগ্রহী নয় সরকার। তবে বিরোধী দল প্রস্তাব করলে কিংবা পরিস্থিতি পরিবর্তন হলে আওয়ামী লীগ সংলাপে আগ্রহী হতে পারে। নির্বাচনকালীন সরকারে মন্ত্রী অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রেও কিছুটা ছাড় দেয়া হতে পারে। এর বাইরে দৃশ্যত সরকারি দলের ছাড় দেয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। কিছুদিন আগে একজন বিশ্লেষক প্রকাশ্যেই মন্তব্য করেছিলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে জরুরি অবস্থা জারি করা হতে পারে।

ভারতীয় বিশ্লেষক ড. শ্রীরাধা দত্ত ঢাকার একটি পত্রিকাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘বর্তমান সরকারের সময়ে বাংলাদেশে অনেক দারুণ কাজ হয়েছে। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেলসহ অনেক ভালো ভালো কাজ হয়েছে। তাই সুষ্ঠু *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

ব্রিকসকে বিশ্বশান্তি ও স্থিতিশীলতার দায়িত্ব নিতে হবে -জোহানেসবার্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বশান্তি, ন্যায়বিচার ও স্থিতিশীলতার দায়িত্ব নিতে ব্রিকসকে বিশ্বের বাতিঘর হিসেবে গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, 'বহু-মেরুর এ বিশ্বে ব্রিকসকে আমাদের বাতিঘর হিসেবে প্রয়োজন। আমরা আশা করি ব্রিকস বর্তমান সময়ের প্রয়োজনে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্লাটফর্ম হিসেবে আবির্ভূত হবে। অবশ্যই আমাদের শিশু ও তরুণদের কাছে প্রমাণ করতে হবে, আমরা কষ্ট ভোগ করতে পারি, কিন্তু আমরা পরাজিত হই না।'

গত ২৪ আগষ্ট বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জোহানেসবার্গের স্যান্ডটন কনভেনশন সেন্টারে ৭০টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে ফ্রেন্ডস অব ব্রিকস লিডারস ডায়ালগ (ব্রিকস-আফ্রিকা আউটরিচ অ্যান্ড দ্য ব্রিকস প্লাস ডায়ালগ) 'নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব ব্রিকস'-এর সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষে ভাষণ প্রদানকালে এসব কথা বলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত গতকাল ব্রিকস সম্মেলন মঞ্চে ৭০ দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছবি: পিএমও

গ্লোবাল সাউথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া তথাকথিত পছন্দ ও বিভাজনকে "না" বলা উচিত। সর্বজনীন নিয়ম ও মূল্যবোধকে অস্ত্রে পরিণত করার প্রচেষ্টাকে আমাদের অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আমাদের নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা নিষেধাজ্ঞার চক্র বন্ধ করতে হবে। আমাদের সবাইকে সব ধরনের হুমকি, উসকানি ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে।'

তিনি আরো বলেন, 'আমি বিপজ্জনক অস্ত্র প্রতিযোগিতা থেকে পিছিয়ে এসে বিশ্বব্যাপী জনগণের প্রয়োজনীয় পণ্যগুলোর প্রতি মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। বিশ্বজুড়ে শান্তি, ন্যায়বিচার ও স্থিতিশীলতার জন্য আমাদের দায়িত্ব নিতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সবাইকে একসঙ্গে অবশ্যই আন্তর্জাতিক অর্থায়ন ও প্রযুক্তির জন্য প্রত্যেকের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং জলবায়ু, ন্যায়বিচার, অভিবাসীদের অধিকার, ডিজিটাল ইকুইটি এবং ঋণ স্থায়িত্বের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমাদের নিজস্ব মুদ্রা ব্যবহারের সুযোগসহ নিয়মভিত্তিক বহুপক্ষীয় বাণিজ্য ব্যবস্থা সংরক্ষণ করতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমান ব্রিকস চেয়ারম্যান ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার আমন্ত্রণে ১৫তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ২২ আগস্ট জোহানেসবার্গে পৌঁছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ব্রিকস দেশগুলোর ঐতিহাসিক ১৫তম শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করেছে। এর সদস্য দেশগুলো হচ্ছে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইস ইনাসিও লুলা দা সিলভা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ইউএনজিএতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের উদ্ধৃতি দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'বঙ্গবন্ধু ৫০ বছর আগে যে বার্তা দিয়েছিলেন, তিনি এখনো তা সত্য বলে মনে করেন। উদীয়মান বিশ্বে আমাদের জন্য, আমাদের ভাগ্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে নিজেদের সামর্থ্যের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী রামাফোসাকে তার আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ম্যান্ডেলার *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে বাইরের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে চীন : শেখ হাসিনা-শি জিনপিং বৈঠক

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে বাইরের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে চীন। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে ব্রিকস সম্মেলনের বাইরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে চীনা প্রেসিডেন্ট এই মন্তব্য করেন। হোটেল হিলটন স্যান্ডটনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন, প্রধানমন্ত্রী কন্যা ও ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের বিষয়ভিত্তিক অ্যাম্বাসেডর এবং অটিজম ও নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপারসন সায়মা ওয়াজেদ, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন শি'র *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

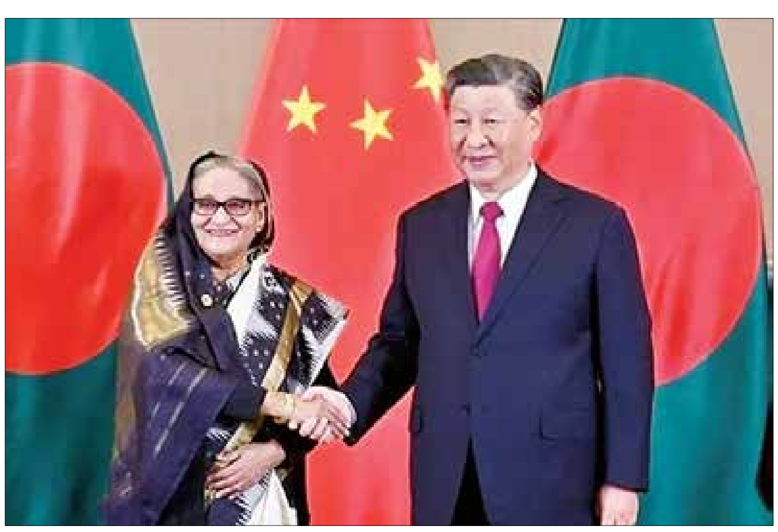

ভারত কিছু বললে এই অঞ্চলের উপকারে আসবে বললেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন

পরিচয় ডেস্ক: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভারত যুক্তরাষ্ট্রকে একটি বার্তা দিয়েছে বলে দিল্লি ও কলকাতা থেকে যে খবর বেরিয়েছে, সে বিষয়ে নিজের পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন।

গত ২০ আগষ্ট রোববার ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, ভারত যদি নিজের স্বার্থ এবং আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য কিছু বলে, তা অবশ্যই এই অঞ্চলের উপকারে আসবে।

ডয়চে ভেলে দিল্লি থেকে শুক্রবার করা এক প্রতিবেদনে বলেছে, বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকার দুর্বল হয়ে পড়লে ভূরাজনৈতিক দিক থেকে তা ভারত ও আমেরিকা কারও জন্য সুখবর হবে না।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী অবশ্য ভারতের কূটনৈতিক বার্তার বিষয়বস্তু নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। তিনি বলেন, ভারত সরকার অত্যন্ত পরিপক্ব। তারা একটি গণতান্ত্রিক দেশ। তারা যেটা ভালো মনে করে সেটাই করেছে। এ সম্পর্কে কোনো কিছু বলার নেই।

বিরোধী দল বিএনপি ভারতের ওই কূটনৈতিক বার্তার খবরের প্রতিক্রিয়ায় বলেছে, বাংলাদেশের মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি ভারত কোনো পদক্ষেপ নেয়, সেটা হবে অত্যন্ত দুঃখজনক।

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছে দলটি। এ-সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দেশের সর্বোচ্চ চিকিৎসা তাঁকে *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরে যাওয়া বর্তমানে অনিরাপদ, বলেছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজ দেশে ফিরে যাওয়া অনিরাপদ বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। শুক্রবার, ২৫ আগষ্ট ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস থেকে এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানানো হয়।

'গণহত্যার ষষ্ঠ বার্ষিকী' শীর্ষক বিবৃতিতে বলা হয়, রোহিঙ্গা নারী, পুরুষ ও শিশুদের ওপর মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সহিংসতা, ধর্ষণ ও নৃশংস হত্যাভিযানের ছয় বছর পূর্ণ হচ্ছে আজ।

সাড়ে সাত লাখ রোহিঙ্গাকে বহনযোগ্য অল্প কিছু জিনিস নিয়ে পালাতে বাধ্য করেছিল শাসকদের এই গণহত্যা। বাংলাদেশের জনগণ সহানুভূতি এবং মানবতার হাত বাড়িয়ে তাদের স্বাগত জানিয়েছিল। প্রায় এক মিলিয়ন উদ্বাস্তুর প্রতি আতিথেয়তা অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশের জনগণ। আমরা এই উদারতার প্রশংসা করি।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ ও এ অঞ্চলের অন্য দেশে আশ্রয় খুঁজে ফেরা রোহিঙ্গারা দীর্ঘকাল ধরে ভুগছে। মর্যাদার সাথে, নিরাপদে বাড়ি ফিরে যাওয়া, সপরিবারে শান্তিতে বাস করা এবং অর্থ ও উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবনযাপনের সুযোগ পাওয়া তাদের অধিকার। সেই লক্ষ্যে নিষেধাজ্ঞা জারি, আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগ ও দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আদালতকে সমর্থনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ভুক্তভোগীদের জন্য ন্যায়বিচার, নৃশংস অপরাধীদের জন্য জবাবদিহিতা এবং সঙ্কটের সমাধান খুঁজে পেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মিয়ানমারের অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ এবং প্রান্তিক এই জনগোষ্ঠীর জন্য মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানাই। আমাদেরকে অবশ্যই বাংলাদেশ সরকার এবং রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দানকারী বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখতে হবে।

এত আরো বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য টেকসই সমাধান নিশ্চিত করতে সর্বোত্তম চর্চা, ধ্যান-ধারণা এবং সংস্থান বিনিময়ে উন্মুখ।

বাংলাদেশের জনশক্তি রফতানি বেড়েছে ৬৭%, রেমিট্যান্স কমেছে ৬%

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস রেমিট্যান্স। ডলার সংকটের এ সময়ে প্রবাসীদের পাঠানো সেই আয়ের কদর আরো বেড়েছে। প্রণোদনা দিয়ে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স বাড়ানোর চেষ্টা করছে সরকার। তবে তথ্য বলছে, চলতি বছরের জুলাইয়ে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় জনশক্তি রফতানি ৬৬ দশমিক ৬৯ শতাংশ বাড়লেও রেমিট্যান্স কমেছে প্রায় ৬ শতাংশ। দক্ষতার ঘাটতি, আয় কমে যাওয়া, বিনিময় হারে পার্থক্যের কারণে ব্যাংক খাতের প্রতি প্রবাসীদের আস্থাহীনতা ও হুন্ডি-হাওলার দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণে এমনটি ঘটে থাকতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এ বিষয়ে প্রতিবেদনের তথ্যানুসারে, দেশ থেকে গত জুলাইয়ে ১ লাখ ২৫ হাজার ৮৫০ কর্মী বিদেশ গেছেন। ২০২২ সালের একই সময়ে এ সংখ্যা ছিল ৭৫ হাজার ৪৯৯। সে হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে জুলাইয়ে জনশক্তি রফতানি বেড়েছে ৬৬ দশমিক ৬৯ শতাংশ। তবে রেমিট্যান্স ৫ দশমিক ৮৭ শতাংশ কমেছে। গত বছরের জুলাইয়ে দেশে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ এসেছিল ২০৯ কোটি

জনশক্তি রফতানি ও রেমিট্যান্সের তুলনামূলক চিত্র

সূত্র : বাংলাদেশ ব্যাংক

বিবরণ	জুলাই-২০২৩	জুলাই-২০২২	ব্যবধান (%)
জনশক্তি রফতানি	১,২৫,৮৫০	৭৫,৪৯৯	৬৬.৬৯
রেমিট্যান্স (কোটি ডলার)	১৯৭.৩২	২০৯.৬৩	-৫.৮৭

৬৩ লাখ ডলার। চলতি বছরের একই সময়ে তা কমে ১৯৭ কোটি ৩২ লাখ ডলারে দাঁড়িয়েছে। শুধু জুলাই নয়, চলতি বছরের জুন ও মে মাসেও আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় বেশি কর্মী গেছে বিদেশে। এর মধ্যে গত জুনে ১ লাখ ১৪ হাজার ১৭৫ ও মে মাসে বিদেশে গেছেন ১ লাখ ১ হাজার ৫৫৮ জন। যেখানে ২০২২ সালের জুন ও মে মাসে বিদেশে যাওয়া কর্মীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ লাখ ১১ হাজার ৫৩৯ ও ৭৭ হাজার ৪২১ জন। এর বিপরীতে গত বছরের জুনে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৮৩ কোটি ৭৩ লাখ ডলার। আর চলতি বছরের জুনে ২১৯ কোটি ৯১ লাখ ডলার এসেছে। গত বছরের মে মাসে আসা রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ১৮৮ কোটি ৫৩ লাখ ডলার। চলতি বছরের একই সময়ে এসেছে ১৬৯ কোটি ১৭ লাখ ডলার রেমিট্যান্স। সে হিসাবে আগের বছরের মে মাসের তুলনায় চলতি বছরের একই মাসে বিদেশে যাওয়া কর্মীর সংখ্যা ৩১ শতাংশ বাড়লেও রেমিট্যান্সের পরিমাণ কমেছে ১০ শতাংশ। তবে গত জুনে জনশক্তি রফতানির চেয়ে প্রায় ২০ শতাংশ রেমিট্যান্স বেড়েছে। মূলত মাসটির শেষ সপ্তাহে ঈদুল আজহার কারণেই বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশকে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করার স্বপ্ন দেখি - শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকার বিনিয়োগকারীদের বিশেষ করে আইসিটি, অবকাঠামো, টেক্সটাইল এবং পর্যটন খাতে ব্যাপক বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তার স্বপ্ন বাংলাদেশকে একটি ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করা।

আমার একটি স্বপ্ন আছে যা বাংলাদেশের ১৭ কোটি মানুষেরও স্বপ্ন, আর তা হলো ২০৪১ সালের মধ্যে একটি ট্রিলিয়ন-ডলারের অর্থনীতি এবং একটি সম্পূর্ণ উন্নত স্মার্ট জাতিতে পরিণত করা বলেও জানান তিনি। শেখ হাসিনা আরও বলেন, স্বপ্ন পূরণের লক্ষে তারা সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য নির্ধারণে একটি উচ্চাকাঙ্খা প্রচেষ্টা শুরু করেছেন।

রেডিসন হোটেল অ্যান্ড কনভেনশন সেন্টারে 'দ্য রাইজ অব বেঙ্গল টাইগার: 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড বিজনেস সামিট' শীর্ষক একটি রোড শো'র অনুষ্ঠানে তার বাসস্থান থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে ভাষণে এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে

এ সম্মেলনের আয়োজন করে।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার আমন্ত্রণে ১৫তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে শেখ হাসিনা জোহানেসবার্গে রয়েছেন।

সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাণিজ্য, ব্যবসা ও বিনিয়োগের জন্য আরও বেশি বন্ধুত্বপূর্ণ লক্ষ্য নির্ধারণে বাংলাদেশ তার বাণিজ্যিক পরিস্থিতিকে দৃঢ়তার সাথে শক্তিশালী বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

দারিদ্র্য বিমোচনে চীনা কৌশলে বাংলাদেশের আগ্রহ

পরিচয় ডেস্ক:বিশ্ব অর্থনীতির দ্বিতীয় পরাশক্তি চীন। প্রায় একযুগের সংস্কার কার্যক্রমে; দেশটির মানুষের জীবনমানের উন্নতি হয়েছে ঈর্ষণীয়। দারিদ্র্য বিমোচনেও চীন এখন বিশ্বের উদাহরণ। এ ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শিক্ষাব্যবস্থায় যুগোপযোগী করার পাশাপাশি হাতে নেয়া হয় গ্রামীণ পুনরুদ্ধার প্রকল্প। বলা হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচনে চীনা ধারণা গ্রহণ করতে পারে বাংলাদেশ।

উৎপাদনশীলতায় বিশ্বে শীর্ষ দেশের তালিকায় আছে চীন। ক্রমান্বয়ে বাড়ছে প্রযুক্তি এবং যন্ত্রাংশ উৎপাদন। এতে বিশ্বের মধ্যে বাড়ছে চীন নির্ভরতা। আর উৎপাদনশীলতা নীতি গ্রহণের ফলে সবাই পাচ্ছে কাজের সুযোগ। এতে চরম দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে এসেছে বিশ্বের বৃহৎ এই দেশ। শত কোটির বেশি মানুষের দেশের সব মানুষদের কাজের সুযোগ করে দেয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে নীতির পরিবর্তন করেছে চীন।

বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিসিআই) মহাসচিব আল মামুন মৃধা জানান, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য চীন ৯০ দশকের শেষ দিকে বেশকিছু পরিকল্পনা হাতে নেয়। পাঁচ বছর পরপর তারা সেটা যাচাই-বাছাই করে। এতে ধাপে ধাপে সুফল আসে।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান দৈনিক বাংলাকে বলেন, 'চীন শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে চরম দারিদ্র্য থেকে বের হতে সক্ষম হয়েছে। তারা শিক্ষা পদ্ধতি, দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করেছে। আমাদের দেশে নারীদের শ্রমবাজারে আনার জন্য পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন।'

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) 'খানা আয় ও ব্যয় বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি: বাংলাদেশ ব্যাংকের আয় ৬ হাজার কোটি টাকা

পরিচয় ডেস্ক: দেড় বছর ধরে চলা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ধাক্কায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশের অর্থনীতিও বেশ চাপের মধ্যে পড়েছে। বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ন বা রিজার্ভ কমছেই। আর গত অর্থবছরে রিজার্ভ থেকে বিদেশি মুদ্রা বিনিয়োগ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের আয় হয়েছে ছয় হাজার কোটি টাকা। দুই বছর আগে ২০২১ সালের আগস্টে অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে এ রিজার্ভ ৪৮ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেছিল। এক বছর পর ২০২২ সালের ১৬ আগস্ট রিজার্ভ ছিল ৩৯ দশমিক ৫৫ বিলিয়ন ডলার। বর্তমানে ওই রিজার্ভ ২৯ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে।

২০২২-২৩ অর্থবছর জুড়েই (২০২২ সালে ১ জুলাই থেকে ২০২৩ সালের ৩০ জুন) বাংলাদেশে ডলারের তীব্র সংকট ছিল। চাহিদা অনুযায়ী বাজারে ডলার মিলছিল না। বাজার স্বাভাবিক রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক বাধ্য হয়ে রিজার্ভ থেকে অব্যাহতভাবে ডলার বিক্রি করেছে। সব মিলিয়ে গত অর্থবছরে ১৩ দশমিক ৬০ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করেছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। আর রিজার্ভ থেকে এই ডলার বিক্রি করে ছয় হাজার কোটি টাকা আয় করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

গত মঙ্গলবার (২২ আগষ্ট) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় ওই প্রতিবেদন অনুমোদন করা হয়েছে। প্রতিবেদন থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আয়, ব্যয় ও মুনাফার তথ্যও জানা যায়। গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার সভায় সভাপতিত্ব করেন। বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

২টি স্মার্ট সিটি গড়তে ১ লাখ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব চীনা কোম্পানির

পরিচয় ডেস্ক: চীনের অর্থায়নে চলমান প্রকল্পগুলোতে অর্থ ছাড় করা হচ্ছে ধীরগতিতে। তবে এর মধ্যেই আরেকটি চীনা কোম্পানি এখন দুটি মেগা প্রকল্পের জন্য প্রায় ১ লাখ কোটি টাকা বা প্রায় ৯ বিলিয়ন ডলারের বিশাল বিনিয়োগ প্রস্তাব দিয়েছে।

২০১৬ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বাংলাদেশ সফরের সময় প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলারের ২৭টি প্রকল্পের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। ৮.০৮ বিলিয়ন ডলারের নয়টি প্রকল্পের জন্য ঋণচুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল তখনড় এর মধ্যে ২০২৩ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ছাড় করা হয়েছে মাত্র ৪.৪৭ বিলিয়ন ডলার।

এখন কেরানীগঞ্জ ও আশুলিয়ায় দুটি উদ্ভাবনী স্মার্ট সিটি গড়ে তুলতে এই বিশাল বিনিয়োগের

প্রস্তাব দিয়েছে বেইজিংয়ের প্রকৌশল ও নির্মাণ প্রতিষ্ঠান চায়না রোড এন্ড ব্রিজ করপোরেশন (সিআরবিসি)।

এর মধ্যে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েসংলগ্ন কেরানীগঞ্জ ওয়াটারফ্রন্ট স্মার্ট সিটি প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৫২ হাজার কোটি টাকা।

এছাড়া আশুলিয়ার তুরাগ নদীর বন্যা প্রবাহ অঞ্চল সংরক্ষণ ও কমপ্যাক্ট টাউনশিপ গড়ে তুলতে প্রকল্প ব্যয় প্রস্তাব করা হয়েছে ৪৭ হাজার কোটি টাকা।

সূত্র জানিয়েছে, সিআরবিসির অর্থায়নে ইতিমধ্যে প্রকল্প দুটির সম্ভাব্যতা যাচাই ও পরিবেশগত সমীক্ষাও সম্পন্ন হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

প্রবাসে প্রাণের বাংলাদেশ | Bangladesh Lives Abroad
Federation of Bangladeshi Associations in North America
Fédération des Associations Bangladaises en Amérique du Nord
37th FOBANA CONVENTION MONTREAL 2023
37TH FOBANA MONTREAL 2023
SEPTEMBER 1 2 3
Convention Venue
Sheraton Laval Hotel
2446 Aut Des Laurentides
Laval, QC H78T 2K9
অনুষ্ঠানমালা
বিজনেস লিডার্স সামিট
সেমিনার
সাহিত্য সম্মেলন
ইয়ুথ ফোরাম
মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা
ট্যালেন্ট শো
স্কলারশিপ
অ্যালামনাই ফোরাম
দেশীয় খাবার ও
কারুপণ্য প্রদর্শনী
CHANNEL i
সময়
বাংলাদেশ প্রতিদিন
পরিচয়
DBC 24/7 NEWS
B 24
শতদল TV
সাবিনা ইয়াসমিন
মমতাজ
তপন চৌধুরী
বালাম
মুজা
লাভলী দেব
উপস্থাপিকা মৌসুমি মৌ
চিত্রনায়িকা রাশিদা জাহান
বিন্দু কণা
জাহাঙ্গীর সাঈদ
মীর সাব্বির
কালচারাল, স্টল, বিজনেস নেটওয়ার্ক ইত্যাদির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কো-কনভেনরদের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ
মাসুদ সিদ্দিকী (৫১৪) ২৪৬-১৭৬৯, শাহদাৎ হোসেন (৫১৪) ৯৭৫-৬০৪৬
রনজিত মজুমদার (৫১৪) ২৬২-৪৫৪৫, বদিউর রহমান (৫১৪) ৮৮৭-৫২৮৮
আরিফ খন্দকার +১ (৫১৪) ৮৮৫-৫৭০৫, মিজান রহমান (৪৩৮) ৪৪৯-৫৬৩৩
বদরুল ইসলাম (৫১৪) ৫০১-৯৩১১, মজিবুর রহমান +১ (৫১৪) ৭৫৭-৪০৪৮
মোশারফ হোসেন (৫১৪) ৬৫২-৬২৭৯, সাইফুর রহমান (৫১৪) ৮২৬-১৭৭১
মোরসালিন নীপু (৫১৪)৮০২-৮৩০০, সোহান খান (৫১৪) ৯৯৮-২৯১১
আরিফ সিদ্দিকী (৫১৪) ৫০২-৪৭৪৯, আরিফ মোল্লা (৫১৪)৫৬৮-৭৯৪১
জুবায়ের আহমেদ (৫১৪) ৬২৩-৪৬৮৯
Dewan Moniruzzaman
Convenor
514-691-9779
Hafizur Rahman
Member Secretary
514-568-2900
Avijit Dey
Member Secretary (Admin)
514-581-9240
Shakil Ahmed Piash
Joint Member Secretary
514-299-8403
Atiquer Rahman
Chairperson, FOBANA
Dr. Rafiq Khan
Exec. Secretary, FOBANA
HOST: BANGLADESH ASSOCIATION OF MONTREAL
বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব মন্ট্রিয়ল
EST. 1987
BANGLADESH ASSOCIATION OF MONTREAL
মাইজুল ইসলাম ও শাহ মো. ফায়েক কর্তৃক প্রচারিত

চাঁদে পা রেখে ইতিহাস গড়ল ভারতের চন্দ্রযান-৩

পরিচয় ডেস্ক: চাঁদের রহস্যে ঘেরা দক্ষিণ মেরুতে প্রথম কোনও দেশ হিসেবে পা রাখলো ভারত। গত বুধবার, ২৩ আগষ্ট ভারতের স্থানীয় সময় সন্ধ্যা পৌনে ৬টায় দেশটির চন্দ্রযান-৩ এর ল্যান্ডার বিক্রম অবতরণ করতে শুরু করে। ৬টা ৪ মিনিটে চাঁদের মাটি স্পর্শ করে ইতিহাস গড়ে চন্দ্রযান-৩।

পৃথিবীর আর কোনও দেশ সেখানে এখন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। ভারতের কোটি কোটি মানুষের চোখ ছিল চন্দ্রপৃষ্ঠের সেই অনাবিষ্কৃত দক্ষিণ মেরুতে।ঐতিহাসিক এই অভিযানের চূড়ান্ত মুহূর্ত সরাসরি সম্প্রচার করছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা-ইসরো।

ভারতের দেড় শ’ কোটি মানুষ সম্মিলিতভাবে প্রতীক্ষা করে ছিল এই মহার্ঘ প্রহরের জন্য। চন্দ্রযানের চূড়ান্ত সাফল্যের কামনায় নমাজ, বিশেষ পূজা থেকে শুরু করে স্কুলে স্কুলে লাইভ অবতরণ দেখানোর ব্যবস্থা ছিল।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার টুইটার অ্যাকাউন্টে সব বিভেদ ভুলে দেশবাসীকে একসঙ্গে চন্দ্রযানের সাফল্য কামনার আবেদন জানান। ভূয়সী প্রশংসা করেন বিজ্ঞানীদের।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ঘোষণা করেন, রাজ্যের সব সরকারি স্কুলে চন্দ্রযানের চন্দ্রাবতরণ সরাসরি দেখানো হবে।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে জানান, রাজ্যবাসীকে নিয়ে তিনিও

চন্দ্রযানের চন্দ্রে অবতরণকে উদযাপন করবেন।

এ ছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যে উন্মাদনা ছিল যেন আরও কয়েক গুণ বেশি। আজমীর শরিফের পাশাপাশি লখনউয়ে ইসলামিক সেন্টার অফ ইন্ডিয়া আয়োজন করা হয়েছিল বিশেষ নমাজের। সেখানে বহু মানুষ চন্দ্রযানের সাফল্য কামনা করেন।

মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে বিশেষ ভস্ম আরতির আয়োজন করা হয়। উত্তরাখণ্ডের ঋষিকেশের পরমার্থ নিকেতন ঘাটে জাতীয় পতাকা হাতে গঙ্গা আরতিতে অংশ নেন বহু সাধারণ মানুষ।

আসানসোলে চন্দ্র অভিযানে ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাফল্য কামনায় মহাযজ্ঞের আয়োজন করা হয়। দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে মণ্ডপ বেঁধে মন্দিরের সামনে হোমযজ্ঞ অনুষ্ঠান পালন করা হয়। সব মিলিয়ে চাঁদের মাটিতে ভারতের চন্দ্রযানের পা দেয়া ঘিরে উন্মাদনায় টগবগ করে ফুটেছে গোটা ভারত।

ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) আগে থেকেই ঘোষণা দেয়, ২৩ অগস্ট চাঁদের মাটি স্পর্শ করবে ল্যান্ডার।

চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করে ‘বিক্রম’। সেখানে এখনও পর্যন্ত কোনো দেশের কোনো মহাকাশযান নামতে পারেনি। ইসরো চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সফলভাবে ল্যান্ডার নামাতে সক্ষম হওয়ায় ইতিহাস তৈরি করেছে ভারত।

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

প্রিগোজনের মৃত্যুতে পুতিনকে নিয়ে সন্দেহ বাইডেনের

প্রিগোজিনের মৃত্যু নিয়ে নীরবতা ভাঙলেন পুতিন

পরিচয় ডেস্ক: প্রিগোজিনের মৃত্যুতে শোক জানিয়ে তিনি বলেন, ‘প্রিগোজিন মেধাবী মানুষ ছিলেন। তবে দুর্ভাগ্য নিয়ে এসেছিলেন তিনি।’

রাশিয়ায় বিমান বিধ্বস্ত হয়ে ভাড়াটে যোদ্ধাদের গ্রুপ ওয়াগনার প্রধান ইয়েভজেনি প্রিগোজিনের মৃত্যুর প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর মুখ খুললেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। প্রিগোজিনের মৃত্যুতে শোক জানিয়ে তিনি বলেন, ‘প্রিগোজিন মেধাবী মানুষ ছিলেন। তবে দুর্ভাগ্য নিয়ে এসেছিলেন তিনি।’

গতকাল বুধবার মস্কো থেকে ১০০ কিলোমিটার উত্তরে সেন্ট পিটার্সবার্গগামী একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়। ওউ দুর্ঘটনায় বিমানের তিনজন ক্রু-সহ দশ যাত্রীর সবাই নিহত হন। বিমানটিতে প্রিগোজিনও ছিলেন বলে যাত্রী তালিকা থেকে জানা যায়।

তবে তার মৃত্যুর বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা যায়নি। এ নিয়ে কোনো কথাও বলেননি পুতিন। ফলে বিষয়টি নিয়ে এক প্রকার ধোঁয়াশা ছিলই। তবে আজ এ বিষয়ে মুখ খুলেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট।

বৃহস্পতিবার (২৪ আগষ্ট) একটি টেলিভিশন চ্যানেলে দেয়া ভাষণে নিহতদের সবার প্ররিবারের প্রতি সমবেদনা জানান পুতিন। বিমানটিতে প্রিগোজিনের থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করে তিনি বলেন, ‘লোকটি জীবনে কিছু ভুল করেছেন। তবে অনেক কিছু অর্জনও করেছিলেন।

‘আমি প্রিগোজিনকে অনেক বছর ধরে চিনি। সেই নব্বইয়ের দশকে আমাদের পরিচয়।’

ইউক্রেন যুদ্ধে ওয়াগনার যোদ্ধাদের ভুমিকার কথা তুল ধরে পুতিন বলেন, ‘ইউক্রেনে নব্য-নাৎসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বড় ভূমিকা রেখেছেন ওয়াগনার যোদ্ধারা। আমরা সেগুলো জানি এবং তাদের এ প্রতিদান আমরা কখনও ভুলব না।’

‘তিনি (প্রিগোজিন) খুবই মেধাবী ছিলেন, মেধাবী ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি। তিনি শুধু আমাদের দেশের জন্যই কাজ করেননি, দেশের বাইরেও, বিশেষ করে, আফ্রিকাতে তার কাজের পরিধি বিস্তৃত ছিল। সেখানে তিনি তেল, গ্যাস, মূল্যবান ধাতু ও পাথরের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি কাজ করতেন ফলাফলের সঙ্গে।’

পুতিন বলেন, ‘আমি যতদূর জানি, গতকালই তিনি আফ্রিকা থেকে (রাশিয়া) ফেরেন। এখানে ফিরে তিনি রাশিয়ার

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

কোরআন অবমাননা নিয়ে নতুন সিদ্ধান্তে ডেনমার্ক

পরিচয় ডেস্ক: ইসলাম ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন অবমাননায় বিশ্বের অনেক দেশে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনার পর নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে ডেনমার্ক। শুক্রবার (২৫ আগস্ট) দেশটি এ সংক্রান্ত এক আইন প্রস্তাব করেছে। ডেনমার্কের বিচারমন্ত্রী পিটার হামেলগার্ড সাংবাদিকদের বলেন, সরকার একটি বিল উপস্থাপন করবে, যেখানে ‘একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় গুরুত্বের বস্তুর প্রতি অনুপযুক্ত আচরণ নিষিদ্ধ করবে।’ আইনটি বিশেষ করে জনসমাগমস্থলে অগ্নিসংযোগ ও

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

ভারতের উত্তর প্রদেশে মুসলিম দম্পতিকে পিটিয়ে হত্যা

পরিচয় ডেস্ক: পুলিশ জানায়, দম্পতিকে হত্যার ঘটনায় প্রধান তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও দুজনকে ধরতে অভিযান চলছে। ভারতের উত্তর প্রদেশের সীতাপুরে এক মুসলিম দম্পতিকে লোহার রড ও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে প্রতিবেশীরা। এ ঘটনায় হওয়া মামলায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশের বরাত দিয়ে এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানানো হয়, ওই দম্পতির ছেলের সঙ্গে হত্যায় অভিযুক্ত একজনের মেয়ের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। এ ঘটনার জেরে তাদের হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আব্বাস ও তার স্ত্রী কামরুল নিশার ওপর শুক্রবার হামলা চালানো হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়। দম্পতির মৃত্যুর পর থেকে অভিযুক্ত দুজন পলাতক।

সীতাপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) চক্রেশ মিশ্র জানান, কয়েক বছর আগে প্রতিবেশী এক মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যান আব্বাসের ছেলে শওকত। এ ঘটনায় হওয়া মামলায় কারাগারে পাঠানো হয় আব্বাসের ছেলেকে।

পুলিশ জানায়, কয়েক দিন আগে শওকত কারামুক্ত হন। এর জেরে প্রতিবেশী মেয়েটির পরিবারের কিছু সদস্য শওকতের মা-বাবার ওপর হামলার পরিকল্পনা করেন।

চক্রেশ মিশ্র বলেন, ‘গ্রামবাসীর ভাষ্য অনুযায়ী, প্রাণ হারানো দম্পতির ছেলে শওকতের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল রামপালের মেয়ে রুবির। ২০২০ সালে রুবিকে অপহরণ করেন শওকত। সেই সময় রুবি কম বয়সী ছিল এবং মামলার পর পুলিশ শওকতকে জেলে পাঠায়।

‘চলতি বছরের জুনে সে (শওকত) আবার রুবিকে অপহরণ করে বিয়ে করে।’

পুলিশ জানায়, দম্পতিকে হত্যার ঘটনায় প্রধান তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও দুজনকে ধরতে অভিযান চলছে।

আধিপত্যবাদ চীনের ডিএনএতে নেই বললেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং

পরিচয় ডেস্ক: চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেছেন, চীন মহান শক্তির প্রতিযোগিতায় জড়াতে বা ‘ব্লক দ্বন্দ্ব’ তৈরি করতে চায় না। ‘আধিপত্যবাদ চীনের ডিএনএতে নেই’ দাবি করে বলেন ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য উদীয়মান অর্থনীতির ব্রিকস গ্রুপিং সম্প্রসারণ করা দরকার।

স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (২২ আগস্ট) দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের শুরুতে চীন প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন দেশটির বাণিজ্যমন্ত্রী ওয়াং ওয়েনতাও।

তিনি শি জিনপিংকে উদ্ধৃত করে বলেন, ‘বড় ধরনের শক্তির প্রতিযোগিতায় নামা বা ‘গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব’ সৃষ্টি করার কোনো ইচ্ছা চীনের নেই।’ সি আরও বলেন, ‘চীন ইতিহাসের সঠিক দিকেই দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং বিশ্বাস করে, সবার মঙ্গলের জন্য একটি ন্যায়সংগত পথ অনুসরণ করা উচিত।’ ওয়াং ওয়েনতাও আরও বলেন, সব বাধা মাড়িয়ে ব্রিকস এগিয়ে যাবে এই

আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন চীনের প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেছেন, যতই বাধা আসুক না কেন ব্রিকস এগিয়ে যাবেই। তিনি আরও বলেন, এই মুহূর্তে, আমাদের সময়ে বিশ্ব এবং ইতিহাসের পরিবর্তনগুলো এমনভাবে উদ্ভাসিত হচ্ছে যা আগে কখনো হয়নি এবং এটি মানবসমাজকে একটি জটিল সন্ধিক্ষণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে শি জিনপিং

বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়

The International Association of Lions Club

NEW YORK BANGLADESHI AMERICAN LIONS CLUB
DISTRICT 20-R2, NEW YORK

Installation Ceremony 2023 & 10th Charter Anniversary

Saturday, August 26, 2023 | 7:00 pm.

Invited Guests only

Guest of Honor
Eric Adams, Mayor of NYC

VENUE
LAGUARDIA AIRPORT MARRIOTT
102-05 DITMARS BLVD, EAST ELMHURST, NY 11369

Chief Guest
Mathabur Rahman (Nasir) CIP

CONVENING COMMITTEE

CONVENER
LN. ROCKY AALIYAN
718-300-5194

MEMBER SECRETARY
LN. FEMD ROCKY
917-664-1405

CHIEF COORDINATOR
LN. HARUN BHUYAN

EVENT COORDINATOR
LN. ALAMGIR KHAN ALAM

COORDINATOR
LN. AMENA NAWAZ

CHIEF LIAISON COORDINATOR
LN. FAHAD R. SOLAIMAN

MEMBERS
LN. AKHUND MAHABBAT, LN. DAISY YEASMIN, LN. AKM RAFIQUEL ISLAM (DALIM),
LN. KAMRUL MOZUMDER, LN. MD LITU ANAM, LN. MOSTOFA RAJ (ANIK),
LN. MOHAMMED K. CHISHTI, LN. GOLAM N. HAIDER MUKUT,
LN. MOHAMMAD GOLAM SARWAR, LN. ASSMAIN NISHAN, LN. ASADUR RAHMAN JHANGIR JOY
LN. ABDUR RASHID BABU, LN. MASUD RANA TAPAN.

LN. AHSAN HABIB
President
646-331-3892

LN. HASSAN ZILANI
Secretary
917-971-7793

LN. SHAH M. NAWAZ
President (Elect)
646-591-8396

LN. JFM RASEL
Secretary (Elect)
917-306-0361

KISHOREGANJ DISTRICT ASSOCIATION USA INC. EST. 1999
কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন ইউ.এস.এ ইনক
Kishoreganj District Association USA Inc.
বার্ষিক
হাওড় ভাত
২০২৩
আকর্ষনীয় র‍্যাফেল ড্র, খেলাধুলা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
স্থানঃ হেকশেয়ার ষ্টেট পার্ক
Heckscher State Park
Field number 2, Taylor Pavilion
1 Heckscher State Parkway, East Islip, NY 11730
তারিখঃ
২৭ আগষ্ট, ২০২৩
রবিবার
আমন্ত্রণে
হাওড় ভাত উদ্‌যাপন উপ-কমিটি
মোঃ নুরুল হুদা জুয়েল
আহ্বায়ক
৬৪৬-৯৬৪-৮৭৭১
আব্দুল্লাহ আবুল খায়ের তুহিন
যুগ্ম আহ্বায়ক
৬৪৬-৮২১-১৯৪৯
সমীর ঘোষ
যুগ্ম সদস্য সচিব
৬৪৬-৫০০-০৯৬৬
স্বপন বিশ্বাস
সদস্য সচিব
৬৪৬-২৮০-৫৯৫০
সদস্যঃ সাইদুর রহমান পিন্টু, মনিরুজ্জামান মনির, মাহফুজুর রহমান।
প্রধান সমন্বয়কারীঃ মাহফুজুল হাসান (টুপন) ৬৪৬-৮২৪-৭৮০২ • সার্বিক তত্ত্বাবধানেঃ সেলিম চৌধুরী ৩৪৭-৭৯১-৩৫৮৬
র‍্যাফেল ড্র
১। স্বর্ণালংকার
২। স্বর্ণালংকার
৩। স্বর্ণালংকার
ল্যাপটপ, আইপ্যাড সহ আরো অনেক আকর্ষনীয় পুরস্কার
তত্ত্বাবধানে
ট্রাস্ট্রি বোর্ড মেম্বারঃ এবিএম ওসমান গনি, ভজন সরকার, মফিজুর রহমান দুলাল
উপদেষ্টাঃ বজলুর রহমান, এম রহমান জহির, আক্তার হোসেন, মোহাম্মদ জাহেদুল, নূরুল ইসলাম খান, মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ বেলাল হোসেন।
সার্বিক সহযোগিতায় :
সুজন কুমার রায়, এবাদুল হক, মোঃ আইনুল ইসলাম, পলাশ রায়, সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া, জুবায়ের আহমেদ রানা, মোঃ মামুন ভূইয়া, মোঃ হিরন ভূইয়া, মোঃ ফাইজুল ইসলাম, শফি উদ্দিন আহমেদ, মোঃ ফজলুর করিম (তোপা), কাজল সরকার, জাহাঙ্গীর আলম (জয়), মোঃ কামাল হোসেন, অপরাজিতা কর (মনি), মোঃ আলমগীর হোসেইন, আবদুল্লাহ আল মামুন (স্বপন), কাজী হাসিব হাসান (এডওয়ার্ড), বাদশা খান, আবদুল্লাহ আল মামুন, দেবব্রত চক্রবর্তী, কামরুল ইসলাম চৌধুরী (রুনু), আলী রেজা (গুড্ডু), শাহাব উদ্দিন ঠাকুর, মনিরুজ্জামান (মনির), রফিকুল ইসলাম মুন্সী, আনোয়ার হোসেন।
বাস ছাড়ার স্থান ও সময়:
জ্যাকসন হাইটস: সকাল ৮:০০ টা
ডেরা রেস্টুরেন্টের সামনে ব্রডওয়ে ও ৭৩ স্ট্রিট
জ্যামাইকা: সকাল ৯:০০ টা
প্রিমিয়াম সুপারমার্কেটের সামনে ১৬৮ স্ট্রিট ও হিলসাইড এভিনিউ
ধন্যবাদান্তে
মোঃ হোসেন আনোয়ার (আঙ্গুর)
সভাপতি
৭১৮-৬১৪-১২৮৪
শফিক খান
সাধারন সম্পাদক
৭১৮-৫৫৯-৭৭৬৭
প্রচার সম্পাদক শফি উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রচারিত

প্রবীণের অহংকার তারুণ্যের জয়গান
৩৭তম ফোবানা কনভেনশন ২০২৩
টরোন্টো, কানাডা
37th FOBANA
CONVENTION-2023
TORONTO, CANADA
Federation of Bangladeshi Associations in North America Inc.
FOBANA
SI Tutul
Balam
Rizia Parveen
Rano Nawaz
Laboni
Anik Raj
Khandaker Ismail
Chandra Banerjee Troup
Adnan
Wahid Azad
দেশের এবং নিউইয়র্ক/টরন্টোর গুণী শিল্পীদের সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
Date
September 1,2,3
Friday
Saturday
Sunday
Venue: Sheraton Centre Toronto Hotel
123 Queen street west, Toronto, ON M5H2M9
(Infront of Toronto City Hall & Eaton Centre)
Hotel Booking & Stall
647-981-1124, 6477627824
Contact
Chairman : 416-414-9322
Convenor : 647-981-1124
Member Secretary : 647-482-7262
Ali Imam
Shah Nawaz
Abul Azad
Remon Islam
Chairman
Mohammed Elias Meah
Chief Advisor
Nazrul Islam Mintu.
Chief Consultant
Mahabub Rob Chowdhury.
Chief Patron
Rezaur Rahman
Chief Coordinator
Ahamed Hossain
Host: Bangladeshi Canadian Friendship Society Inc
Co-Host: Ban-Can Youth Organization inc

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন কি সত্যিই সম্ভব?

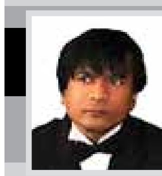

ড. এন এন তরুণ

ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান অর্থনীতিবিদ এবং প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. অবিনাশ দীক্ষিত তাঁর এক জার্নাল প্রবন্ধে লিখেছেন, দুর্নীতি দমনে ব্যক্তি খাতের শিল্পকারখানার মালিকদের তরফ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করলে, তা হবে সবচেয়ে বেশি কার্যকর ও দ্রুত। তাঁর মতে, সব মালিকপক্ষ যদি একজোট হতে পারে এবং ঘুষ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তাহলে তারা সরকারি দপ্তর থেকে ঘুষ ছাড়াই কাজ উদ্ধার করতে পারবে। প্রথম দিকে হয়তো অনেক দিন লেগে যাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কালক্ষেপণ না করেই কাজ সমাধান করতে পারবে।

কৌটিল্য তাঁর প্রণীত 'অর্থশাস্ত্রে' রূপকার্থে বলেছেন, 'জলের মধ্যে বাস করা মাছ জল খাচ্ছে কি না, তা বোঝা সম্পূর্ণ অসম্ভব'। এ কথার অর্থ হলো, কোনো সরকারি কর্মকর্তা সেবাদানে নিয়োজিত থেকে অর্থ তছরুপ করছেন কি না, তা খুঁজে বের করা কঠিন। কৌটিল্য তারপর বলছেন, দুর্নীতি রোধ করতে হলে অসৎ আমলাকে সরিয়ে ফেলতে হবে। অর্থনীতির মূলধারা বিশ্বাস করে, মানুষের ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের খায়েশের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। কর্নেল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসুর অবস্থান অবশ্য এর বিপরীতে। তাঁর অবস্থানের সমর্থনে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক মার্ক হসারকে উদ্ধৃত করেন। বলেনড়সততা, সমাজবাদী চেতনা ও ন্যায়-অন্যায় বোধ ব্যক্তি মানসের অবিচ্ছেদ্য উপাদান। অর্থাৎ সৎ মানুষ অবশ্যই আছে এবং রাষ্ট্রের সেবা দানে তাদেরকেই নিয়োগ দিতে হবে।

১৯৬২ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী দুর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ভারতীয় রাজনীতিবিদ কে সান্থানামের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। তদন্ত শেষে তারা একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন পেশ করে। যেসব ব্যবস্থা নেওয়ার কথা কমিটি বলেছিল, তার কয়েকটা এখানে উল্লেখ করি। অর্থনৈতিক কাজকর্মে গতি আনতে হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি হতে হবে অনেক সহজ ও সংক্ষিপ্ততম। সরকারি দপ্তরে একেবারে নিচের দিকে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের বেতন বাড়াতে হবে, যাতে বেঁচে থাকার জন্য কিছু উপরি আয়ের লক্ষ্যে তাঁদের অসৎ উপায় অবলম্বন করতে না হয়। সরকারি কর্মকর্তাদের আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদা বাড়াতে হবে, যাতে শিক্ষিত ও সৎ তরুণ-তরুণীরা এই চাকরিতে আসেন। সরকারি পদধারী ব্যক্তিদের নিজস্ব বিবেচনায় টাকা খরচ করার বিধান বাতিল করতে হবে অর্থাৎ প্রতিটি পয়সা খরচের যৌক্তিক হিসাব তাঁদের দাখিল করতে হবে।

দুদক বা এ জাতীয় তদারক সংস্থা গঠন করতে হবে বিশেষজ্ঞ এবং সমাজে সৎ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গ দিয়ে। এ জাতীয় সংস্থাকে হতে হবে সত্যিকার অর্থেই স্বাধীন। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচারকাজ হতে হবে সহজ কিন্তু কঠোর এবং দ্রুত। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াও হতে হবে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, অভিযোগ প্রমাণের আগে ও পরে কারাগারে বন্দীদের মধ্যে কোনো 'ডিভিশন' তথা স্তরভেদ থাকা চলবে না।

যখন কোনো সরকারি প্রকল্পের কাজ হয়, তখন সব খরচ, শ্রমিকের মজুরি, আয়, মুনাফাড়সবকিছুর তালিকা প্রকল্পস্থলে সাইনবোর্ডে টাঙাতে হবে। সমাজের যেকোনো মানুষ ইচ্ছা করলে যাতে উপাত্তগুলো বাজারদরের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারে। কল্যাণ অর্থনীতির গুরু রবিন ব্রডওয়ে মনে করেন, এ রকম বাধ্যবাধকতা দুর্নীতি কমাবে। শুধু সরকারি কর্মচারী, কর্মকর্তাই নয়ড়ব্যক্তি খাত থেকে যেসব মানুষ ঘুষের বিনিময়ে সরকারি কাজ বাগিয়ে নেন, তাঁদের জন্যও কঠোর শাস্তির বিধান করতে হবে। কোনো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিকে অনুদান দিলে, তা শাস্তিযোগ্য অপরাধড়এমন আইন করতে হবে। কেউ দুর্নীতির কোনো ঘটনা রিপোর্ট করলে, তাঁকে সুরক্ষা দিতে হবে।

কর ফাঁকি বাংলাদেশে একটি বিরাট সমস্যা। করযোগ্য আয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয়। যাঁরা কর ফাঁকি দেন, তাঁরা সাধারণত তিনটি উপায়

অবলম্বন করেন। (১) আয় গোপন করা, (২) কর ফাঁকি দিতে আয় কম করে দেখানোর জন্য ফার্ম বা কনসালট্যান্ট নিয়োগ করা ও (৩) ঘুষের মাধ্যমে ট্যাক্স ইন্সপেক্টরের সঙ্গে একটি সমঝোতায় আসা। তৃতীয় ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী জড়িত। এটা ঠেকাতে অর্থনীতির তত্ত্বের আলোকে বাথ ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির অধ্যাপক অজিত মিশ্র কিছু প্রস্তাব করেনড়সরকারকে তথ্য ও তদারকসংক্রান্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে, জিপিএস ব্যবহার ও প্রতিবার দেখা করার ভিডিওগ্রাফি বাধ্যতামূলক করতে হবে, স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটার প্রযুক্তি মাধ্যমে ক্রসম্যাচিং সিস্টেম চালু করতে হবে। এতে ট্যাক্স ইন্সপেক্টরের পক্ষে তথ্য গোপন করা সম্ভব হবে না। ফলে করদাতাও কর ফাঁকি দিতে পারবেন না। যেসব কনসালট্যান্ট বা ফার্ম কর ফাঁকি দিতে সহায়তা করবে, তাদের নিবন্ধন বাতিলসহ কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা অপরিহার্য। এ জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা দরকার। সব ক্ষেত্রেই কর ফাঁকির শাস্তি হতে হবে গুরুতর।

একটি দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গঠনের পূর্বশর্ত হলো একটি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ নির্মাণ আর সততা, সমাজবাদী চেতনা, ন্যায়-অন্যায় বোধ নেইড়এমন ব্যক্তির বসবাস যে সমাজে, সেই সমাজ দুর্নীতিমুক্ত করা অসম্ভব। দুর্নীতি একটা অসুস্থ সমাজের লক্ষণ, যেখানে মানুষের নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছে। এখন প্রশ্ন হলো, মানুষের নৈতিক অবক্ষয় রোধ করার উপায় কী? সবচেয়ে প্রধান উপায় হচ্ছে, নৈতিকতা শেখায় এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা বা এমন একটি আবহ সারা দেশে সৃষ্টি করা। পাঠক লক্ষ করুন, বলা হচ্ছে 'শিক্ষার ব্যবস্থা'ড়শিক্ষাব্যবস্থা নয়। কারণ, শিক্ষাব্যবস্থার অধীন বিদ্যালয় শিশুকে যে শিক্ষা দান করে, তার চেয়ে বেশি শিক্ষা সে পায় মাতা-পিতা, সমাজ ও পরিপার্শ্ব থেকে। বিদ্যালয়ের চেয়েও মাতা-পিতা, সমাজ ও পরিপার্শ্ব থেকেই নৈতিকতার শিক্ষাটা শিশু বেশি পায়। অর্থাৎ নৈতিকতার শিক্ষা দেয় এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি সমগ্র দেশেই নৈতিকতা শিক্ষার একটি ব্যাপক আয়োজন দরকার।

নৈতিকতা শিক্ষার কথা অনেক বলা হয়, কিন্তু যেটা বলা হয় না, তা হলো সমন্বিত জীবনচেতনার কথা। পৃথিবীর প্রায় সব সফল শিক্ষাব্যবস্থাই বাজার অর্থনীতির শিক্ষা দেয় আর বাজার অর্থনীতির মূল চেতনা হলো প্রতিযোগিতা। এসব শিক্ষাব্যবস্থার প্রণেতারা জানেন না যে প্রতিযোগিতা নয়, বরং সহযোগিতা হলো মানবসভ্যতার অন্তপ্রবাহ। এই তথাকথিত সফল শিক্ষাব্যবস্থা যে শিশুটিকে গড়ে তুলল, সে বড় হয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে যেকোনো মূল্যে তাকে সম্পদের মালিক হতেই হবেড়এমন মনোভাব দ্বারা তাড়িত, আর দুর্নীতিই হবে তার একান্ত আশ্রয়। অতএব, এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দরকার, যা শিশুদের সমন্বিত জীবনচেতনার শিক্ষা দেবে।

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ নির্মাণ করতে হলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা জরুরি। শুধু তাই নয়, একজন দুর্নীতিবাজ, সে যতই অর্থ-সম্পদের মালিক হোক না কেন, তাঁর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা একটি সামাজিক রীতি হয়ে উঠতে হবে। যেসব সংগঠন, গণমাধ্যম ও ব্যক্তি দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি জনমত গঠনে সহায়তা করবে, তাদের জাতীয়ভাবে পুরস্কৃত করতে হবে। ওপরে উল্লেখিত *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

কর্তৃত্ববাদের ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার

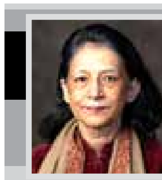

আয়েশা জালাল

রাষ্ট্রের আদর্শ এবং প্রকৃত বাস্তবতার মধ্যে বিরাট দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও, রাজনীতিতে গণতন্ত্রের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আজ আর নেই। তথাপি শাস্ত্রীয় গণতন্ত্র এবং বিশ্বব্যাপী আমাদের দেখা গণতন্ত্রের মধ্যে রয়ে গেছে বিস্তর এক ফারাক।

গ্লোবাল সাউথ থেকে অভিবাসীদের বাদ দিতে বা দেশের অভ্যন্তরে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের টার্গেট করার জন্য জনপ্রিয় সব স্লোগান ব্যবহার করেছে ডানপন্থীরা। ডানপন্থীদের এই উত্থান 'গণতন্ত্রের ঘাটতির' বিরুদ্ধে বড় ধরনের একটি শোরগোল তৈরি করেছে।

কিন্তু, এ ধরনের কুসংস্কারমূলক ও অগণতান্ত্রিক চর্চা কোনো নতুন ঘটনা নয়। ঐতিহাসিক ভাবেই এর ভিত্তি রয়েছে। গণতান্ত্রিক আকাঙ্খা এবং কর্তৃত্ববাদী দমন-পীড়নের অগণিত ঘটনাগুলো বিশেষ করে ঔপনিবেশিকতার উত্তরাধিকার থেকে পাওয়া যায়।

ঔপনিবেশিক শাসনের মূল দায়িত্ব ছিল শোষণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিরাপত্তা দেওয়া। তারা শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আইনের ডালি সাঁজিয়ে রাখতো এবং জনগণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্তরের জবরদস্তিমূলক শক্তি প্রয়োগ করতো।

ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করে এমন স্বাধীনতা এবং আর্থ-সামাজিক আকাঙ্খার প্রচার করেনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্ব ব্যবস্থা। পরিবর্তে তা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর নিপীড়নমূলক এবং অসাম্যমূলক কাঠামো এবং নীতিগুলোকেই বজায় রেখেছে।

স্নায়ুযুদ্ধের সময়কালে, উন্নত পুঁজিবাদী বিশ্বের কাছে একের পর এক আত্মসমর্পণ করে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলো। সে সময় ওয়াশিংটন এবং তার মিত্রদের হতে এসব উন্নয়নশীল দেশ ব্যাপক সামরিক কর্তৃত্ববাদের শিকার হয়। বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রচারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রতিশ্রুতি তা কখনোই ওয়াশিংটনকে সামরিক স্বৈরশাসক এবং স্বৈরাচারি শাসকদের সমর্থন করতে বাঁধা দেয়নি। অথচ ওয়াশিংটনের নীতি ছিল এতে বাঁধা দেওয়া।

আজও সে পরিস্থিতি ভিন্ন কিছু নয়। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন মিত্র পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র কাঠামোকে শক্তিশালী করতে অনেক কিছুই করেছে ওয়াশিংটন। তবে ইসলামাবাদ চীনের দিকে ঝুঁকে গেলে তা ওয়াশিংটনের ভূ-রাজনৈতিক লক্ষ্যগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে ওঠে। ফলে তারা আবার পাকিস্তানকে তাদের গণতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতির পর্যায়ক্রমিক পুনঃবিবৃতির জন্য একটি সুবিধাজনক লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে।

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি থাকা সত্ত্বেও, নির্বাচনী জালিয়াতি ও গণতন্ত্রের অপূর্ণতাগুলো সংশোধনে বাংলাদেশকে চাপ প্রয়োগ করছে মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা জোট।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের বাণীগুলো সাবেক বৃটিশ রাজের উত্তরাধিকার থেকে এসেছে। ব্রিটিশ রাজকে প্রতিস্থাপনকারী দেশগুলোতে বৃটিশদের সেই গণতন্ত্রের সংজ্ঞা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রায় এসে পৌঁছেছে।

আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদের উৎকৃষ্ট উদাহরণ- ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের গণতন্ত্রের বক্তৃতা। যার প্রধান লক্ষ্য প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি করে সেখানে সুবিধাপ্রাপ্ত একটি শ্রেণি তৈরি করা। যারা উন্নয়নের প্রচারের জন্য একটি উপযুক্ত অবকাঠামো তৈরি করার চেষ্টা করে।

আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদের উত্তরাধিকার থেকে উদ্ভূত নাগরিকত্বের যে কোনো ধারণাই ঔপনিবেশিক যুগের বিকৃতি ও দুর্ভাগ্য এড়াতে পারেনি।

পাকিস্তান সুদীর্ঘ কাল ধরে সামরিক-আমলাতান্ত্রিক শাসনের আদর্শ হয়ে উঠেছে। সেখানে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করার যুদ্ধই এর গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কেন্দ্রবিন্দু। ২০০৮ এবং ২০১৭ সালে ইসলামাবাদের শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্ররোচণা এবং জটিল অর্থনৈতিক সমস্যার মুখে পুরানো কর্তৃত্ববাদ কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল।

পাকিস্তানের একটি ইতিবাচক অগ্রগতি হলো- জবাবদিহিতা কমে যাওয়ার শঙ্কার সাথে সাথে সেখানে একটি বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। সেনাবাহিনী প্রধান, রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতা বণ্টণের অস্বস্তিকর সমীকরণে চতুর্থ উপাদান হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির আবির্ভাব যে ইতিবাচক তাতে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু একজন প্রধানমন্ত্রী, একজন প্রধান বিচারপতি বা রাষ্ট্রপতির যতই জনপ্রিয়তা থাকুক না কেন সেনাবাহিনীর প্রধানই এখনও পাকিস্তানের শীর্ষ ক্ষমতার অধিকারী।

খাকি-পোষাকের কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেয়ে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে লড়াই করার প্রবণতা নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকে। প্রয়োজনীয় কাঠামোগত সংস্কারের অভাবে পাকিস্তান আজ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত।

বাংলাদেশের দিকে তাকালে দেখা যায়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে রয়েছে তিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই দুটি দলই গত তিন দশক ধরে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের সরকার ও বিরোধী দলের আসনে রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় এখনো গণতন্ত্র জীবিত থাকলেও তার দশা হয়েছে কলঙ্কিত এবং ভঙ্গুর। বাস্তবের সাথে গণতন্ত্রের আদর্শগুলো এখানে সংগ্রাম করছে।

ঔপনিবেশিক আমলের অনেক কর্তৃত্ববাদী বৈশিষ্ট্যই উত্তর-ঔপনিবেশিক দক্ষিণ এশিয়ায় স্থায়ী হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই কর্তৃত্ববাদ আরও শক্তিশালী রূপ ধারণ করেছে।

ঔপনিবেশিক যুগের আরেকটি উজ্জ্বল ধারাবাহিকতা হল- দমনমূলক আটকের নীতি। কোনো ব্যক্তি সরকার বা ক্ষমতা কাঠামোর বিরুদ্ধমত হলে বা ক্ষমতা কাঠামোর বিরুদ্ধে কথা বললে তাকে দমনমূলক আটক করা হয়। বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তানে ব্যাপকভাবে এই নীতির অনুশীলন হচ্ছে। এসব দেশে বহু মানুষকে বিনা বিচারে বন্দি করা হয় এবং বন্দি রাখা হয়।

১৯১৯ সালে বৃটিশদের প্রণীত যুদ্ধকালীন অধ্যাদেশ (যে আইনে বিনা বিচারে ভারতীয়দের বন্দি করার সুযোগ দেওয়া হয়) এর বিরুদ্ধে প্রথম সর্বভারতীয় গণ আন্দোলন শুরু করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। গান্ধীর পরিভাষায় এগুলো ছিল- 'অনিয়ম আইন'। বৃটিশদের করা সেই আইন এখন অনুশীলন করছে ভারত, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের গণতন্ত্রীয়নামী কর্তৃত্ববাদী সরকার। আর সেই *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

Federation of Bangladeshi Associations in North America
FOBANA
৩৭তম ফোবানা সম্মেলন ২০২৩
টরন্টো, কানাডা
অনুভবে চেতনায় আমাদের বাংলাদেশ
পবন দাস বাউল
বেবি নাজনীন
মমতাজ
সেলিম চৌধুরী
বিন্দু কনা
প্রতিক হাসান
তাহমিনা মিম
তানজিন তিশা
37TH FOBANA CONVENTION
GRAND SPONSORS
96.4 SPICE FM
CONVENOR
RUSSEL RAHMAN (647) 886-6427
MD HASAN (416) 832-9487
SEPTEMBER 1, 2 & 3
DON VALLEY HOTEL
EGLINTON & DON VALLEY PARK HIGHWAY CORNER
TORONTO
Chairman : Giash Ahmed
Chief Advisor : Mahbub Rob Chiwdhury
Chairman Host Committee : Syed Shamsul Alam
Vice Chairman : Azim Dewan
Executive Secretary : Khokon Rahman
বাংলাদেশ, কানাডা ও আমেরিকার জনপ্রিয় শিল্পীদের নিয়ে মনমাতানো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
তিন দিনব্যাপী থাকছে
রকমারি স্টল | ট্যালেন্ট শো | ফ্যাশন শো | সেমিনার | কাব্য জলসা | মেগা কনসার্ট
আয়োজনে ঃ বাংলাদেশ সোসাইটি এস সি
For Hotel Reservation and Direction: +1 416 299 1500

গ্রেনেড হামলা রাজনীতিতে যে দেয়াল তৈরি করেছে

মহিউদ্দিন আহমদ

'সারা দেশে জঙ্গিদের বোমা হামলা এবং গোপালগঞ্জে পুলিশি নির্যাতনের' প্রতিবাদে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বিকেলে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ মুক্তাঙ্গনে এক সমাবেশের আয়োজন করে। পরে অজ্ঞাত কারণে তড়িঘড়ি করে সমাবেশের স্থান সরিয়ে আনা হয় বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ের আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে। সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও তৎকালীন বিরোধী দলের নেতা শেখ হাসিনা। তিনি অনুষ্ঠানস্থলে বিকেল পাঁচটায় পৌঁছান। একটা ট্রাকের ওপর তৈরি মঞ্চে তিনি কুড়ি মিনিটের বক্তৃতা শেষে বিক্ষোভ মিছিল শুরুর ঘোষণা দেন। তারপর তিনি ট্রাক থেকে নিচে নেমে আসতে থাকেন। এমন সময় মঞ্চ লক্ষ্য করে গ্রেনেড হামলা শুরু হয়। মাত্র দেড় মিনিটের মধ্যে বিস্ফোরিত হয় ১১টি শক্তিশালী গ্রেনেড। এতে ঘটনাস্থলেই ১২ জন এবং পরে হাসপাতালে আরও ১২ জন নিহত হন।

এটা হলো সংবাদ। খুবই মর্মান্তিক, তবে এটি ঘটেছে। তবে এটাই প্রথম নয়। প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের সভা-মিছিলে হামলা, রাজনীতিবিদদের হত্যার চেষ্টা, ধরে বেঁধে এনে গুম করা কিংবা পিটিয়ে মেরে ফেলার ইতিহাস এ দেশে নতুন নয়। স্বাধীন বাংলাদেশে এটা হয়ে আসছে ১৯৭২ সাল থেকেই। ক্রমে তার আকার ও প্রকার দুই-ই বেড়েছে। পুরোনো কাগজের পাতা ঘাঁটলে এসব জানা যায়।

২০০৪ সালের ২১ আগস্টের আগে এ রকম একটা বড় ঘটনা ঘটেছিল ১৯৮৮ সালের ২৪ জানুয়ারি। চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে ৮দলীয় জোটের সমাবেশ ছিল। চট্টগ্রাম বিমানবন্দর থেকে সমাবেশস্থলে যাওয়ার পথে শেখ হাসিনার গাড়িবহরে সশস্ত্র হামলা চালানো হয়। চট্টগ্রাম কোর্ট বিল্ডিংয়ের সামনে পুলিশ লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষণ করে। এ ঘটনায় শেখ হাসিনা অক্ষত থাকলেও আওয়ামী লীগের ৩০ জন নেতা-কর্মী নিহত হন বলে আওয়ামী লীগ সূত্রে জানা যায়। ভিন্ন একটি সূত্রে জানা যায়, এতে ৭ জন নিহত হন, আহত হন ৩০০ জন। লালদীঘি ময়দানে ভাষণ দেওয়ার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে দুবার গুলি করা হয়। জনসভা শেষে ফেরার পথে আবারও তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করা হয়। পরদিন দৈনিক ইত্তেফাক-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, শেখ হাসিনাকে হত্যা করতেই পুলিশ ও বিডিআর গুলি করেছিল।

চট্টগ্রামের হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়েছিল। আদালতের রায়ে পাঁচজন পুলিশ সদস্যের ফাঁসির আদেশ হয়। তাঁরা হলেন কনস্টেবল মোস্তাফিজুর রহমান, প্রদীপ বড়ুয়া, শাহ মো. আবদুল্লাহ, মমতাজ উদ্দিন ও প্যাট্রোল ইন্সপেক্টর জে সি মণ্ডল। আদালতের রায়ের ওপর মন্তব্য করতে চাই না। কিন্তু এ রকম একটি ভয়াবহ ঘটনা কনস্টেবল-ইন্সপেক্টর পর্যায়ের কতিপয় সদস্য ঘটিয়ে ফেলবেন, এটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। রাষ্ট্রক্ষমতায় তখন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তাঁর সঙ্গে আওয়ামী লীগের একটা সমীকরণ বরাবরই ছিল। তা সত্ত্বেও ফাঁসিতে ঝুলতে হলো নিচু স্তরের পাঁচ পুলিশ সদস্যকে।

২০০৪ সালের ২১ আগস্টের ঘটনায় কোনো কনস্টেবলের কথা উঠে আসেনি। সেখানে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ উঠেছে ওপরতলার দিকে। এ নিয়ে পরে মামলা হয়েছে। বিচারিক আদালতে উচ্চপদস্থ সামরিক-অসামরিক কর্মকর্তাসহ অনেকেরই মৃত্যুদণ্ডসহ নানা মেয়াদে কারাদণ্ড হয়েছে। মামলাটি এখন আপিল পর্যায়ে উচ্চ আদালতে আছে। ইতিমধ্যে তিনজনের ফাঁসি হয়ে গেছে অন্য মামলার বিচারের রায়ে।

২৪ জানুয়ারির ঘটনা অনেকেই ভুলে গেছেন। কিন্তু ২১ আগস্ট এখনো সংবাদ শিরোনাম হয়। কারণ, এটির প্রাসঙ্গিকতা রয়ে গেছে। এ ঘটনায় যে দুই পক্ষ জড়িয়ে আছে, রাজনীতিতে তারা পরস্পরের প্রবল প্রতিপক্ষ। এই দ্বৈরথ যত দিন থাকবে, তত দিন ২১ আগস্ট নিয়ে আলোচনা হবে, রাজনীতিও হবে।

২১ আগস্ট নিয়ে আদালতের রায়ের বাইরে রাজনীতির দুই পক্ষের আলাদা বয়ান আছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই ঘটনার পর ২৬ আগস্ট তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খান সাংবাদিকদের বলেছিলেন, হামলার পেছনে গোপন সংগঠন, ধর্মীয় উগ্রবাদী, অভ্যন্তরীণ কিংবা আন্তর্জাতিক শক্তির সম্ভাবনা তিনি উড়িয়ে দিচ্ছেন না। এ প্রসঙ্গে আসামের উলফা নামের সশস্ত্র সংগঠনটির তৎপরতার কথাও শোনা গেছে। আমাদের জানা আছে, একটা জনসভায় ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং পরে বিরোধী দলের নেতা রাজীব গান্ধী বোমা হামলায় নিহত হয়েছিলেন। তদন্ত ও বিচারে শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বিদ্রোহী সংগঠন এলটিটিইর সরাসরি ভূমিকার কথা উঠে আসে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, আক্রমণকারীর মোটিভ কী? প্রতিহিংসা, নাকি রাজনীতির চরিত্র এমনই।

২১ আগস্টের ঘটনার সময় ক্ষমতায় ছিল বিএনপির নেতৃত্বাধীন সরকার। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খালেদা জিয়া। ওই সময় তাঁর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এর মানে এই নয় যে তিনি এ রকম একটি হামলায় মদদ দিয়েছিলেন বা এ ব্যাপারে জানতেন। কিন্তু এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করে যে রকম প্রতিক্রিয়া দেখানো ও পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল, সেটি তিনি করেননি। এ নিয়ে শেখ হাসিনার ক্ষোভ আছে। তিনি সম্প্রতি একটি দলীয় আলোচনা সভায় বলেছেন, 'আমরা যখন জাতীয় সংসদে গিয়ে বিষয়টি তুলতে চেষ্টা *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

'ট্রিকল ডাউন' অর্থনীতি বনাম বাংলাদেশ

ড. মোঃ মিজানুর রহমান

নোবেলবিজয়ী অর্থনীতিবিদ পল রোমার, শুল্ক পরিবর্তনের ফলে সম্পদের ওপর প্রভাব প্রসঙ্গে 'ট্রিকল-ডাউন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'ট্রিকল-ডাউন' অর্থনীতির একটি কৌশল এবং যাকে বলা হয় চুঁইয়ে পড়ার তত্ত্ব; অর্থাৎ সম্পদশালীদের সম্পদের যেটুকু চুঁইয়ে পড়বে তা সম্পদহীনরা পাবে। তবে অর্থনীতিবিদ টমাস সোওয়েলের মতে ট্রিকল-ডাউন অর্থনীতি কোনো অর্থনীতিবিদ সমর্থন করেননি। তার মতে, "কেন কেউ সমর্থন করবে যে আমরা একজনকে সুযোগ করে দেবো এই আশায় যে, তার সম্পদের অংশ অন্যদের কাছে চুঁইয়ে চলে আসবে? 'ট্রিকল ডাউন' তত্ত্ব দিয়ে নিচের তলার মানুষের উন্নতি সম্ভব নয়। জন কেনেথ গ্যালব্রেথ উল্লেখ করেছেন, 'ট্রিকল-ডাউন অর্থনীতি'-এর আগে ১৮৯০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'ঘোড়া-ও-চড়ুই তত্ত্ব' নামে চেষ্টা করা হয়েছিল। তার মতে, 'যদি আপনি ঘোড়াকে পর্যাপ্ত 'ওটস' খাওয়ান, তবে তার কিছুটা চড়ুইদের জন্য রাস্তায় পড়ে থাকবে।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উন্নত দেশগুলো অনেক তত্ত্ব বাস্তবায়নের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্য দূর করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। অধিকাংশ তত্ত্ববিদের মতে, শিল্পায়নের মাধ্যমে দরিদ্র কৃষিভিত্তিক দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে এবং দেশের আয় (জিডিপি এবং জিএনআই) বাড়বে। তারা ধরেই নেন যে, তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশের আয় বাড়লে ওই দেশের দারিদ্র্য এবং আয়বৈষম্য স্বয়ংক্রিয়ভাবেই কমে যাবে। কারণ সমাজের সম্পদশালীদের কর হ্রাস, ভর্তুকি প্রদান, আয় বৃদ্ধি, বিনিয়োগ থেকে উচ্চ হারে মুনাফা অর্জন ইত্যাদি সুবিধা এবং বিনিয়োগ বাড়িয়ে দিলে অর্জিত লভ্যাংশ তার সম্পত্তিতে আরো বেশি বিনিয়োগ করবে, ফলে দেশে বেকারদের কর্মসংস্থান হবে; আয় বাড়াবে। আর যদি সরকার কর বাড়িয়ে তাদের আয় কেড়ে নেয় তাহলে সম্পদশালীরা বিনিয়োগ করতে পারবে না, ফলে গরিব উপকৃত হতে পারবে না।

অর্থনীতিবিদ আর্থার লেফার বলেন, সরকার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে কর কমালে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়বে। অন্যদিকে, সরকার কর বাড়ালে রাজস্ব আয় নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং ওই পরিমাণের পর থেকে পুনরায় কর বাড়ালে তা সরকারের রাজস্ব আয় কমিয়ে দেয়। তার মতে, মানুষ যখন দেখবে তার আয়ের বড় অংশ কর পরিশোধে চলে যাচ্ছে তখন সে কাজ করতে অনুৎসাহিত হবে এবং বিনিয়োগকারীরা দেশে বিনিয়োগ করার বদলে যেখানে করের পরিমাণ কম সেখানে বিনিয়োগ করতে, অর্থাৎ অর্থ পাচারে উৎসাহী হবে।

নোবেলবিজয়ী জোসেফ স্টিগলিটজ ২০১৫ সালে লিখেছিলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী প্রমাণগুলো ট্রিকল-ডাউন অর্থনীতিকে সমর্থন করে না; বরং 'ট্রিকল-আপ ইকোনমিক্স'কে সমর্থন করে, যার ফলে দরিদ্র বা মধ্যবিত্তের পকেটে বেশি অর্থ থাকায় সবাই উপকৃত হয়। অর্থনীতিবিদ ডেভিড হোপ ২০২০ সালের গবেষণায় দেখেছেন, ধনীদের জন্য ট্যাক্স কাটছাঁট ধনীদের ধনী করতে সফল হয়েছে, মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপি বা কর্মসংস্থানের ওপর কোনো উপকারী প্রভাব নেই। আইএমএফ ২০১৫ সালে তার কর্মীদের সাথে স্টাফ আলোচনায় বলেন, 'শীর্ষ ২০ শতাংশ ট্যাক্সধারীর ট্যাক্স কমালে তাতে প্রবৃদ্ধি হ্রাস হতে পারে।'

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সঠিক নীতি করা হলে অসমতা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, আবার ভুল নীতির কারণে অসমতা লাগামছাড়া হতে পারে। এ ক্ষেত্রে তারা রোনাল্ড রিগ্যান ও মার্গারেট থ্যাচারের নব্য উদারবাদী নীতির সমালোচনা করেন। এই নীতির ফলে ভারত ও চীনের প্রবৃদ্ধির হার বাড়লেও ভারত এখন বিশ্বের সবচেয়ে অসম দেশের একটি। সে জন্য যথাযথ নীতি প্রণয়নে গুরুত্ব দেন তারা।

অর্থনীতিবিদ টমাস পিকেটি দেখিয়েছেন, গত শতকের শুরুতে ইউরোপে সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশের হাতে ছিল মোট সম্পত্তির প্রায় ৯০ শতাংশ। ২০২০ সালে অনুপাতটা দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশের কিছু বেশি। ইউরোপে তুলনামূলকভাবে কম, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি ১০ শতাংশ ধনীর হাতে ছিল প্রায় ৬০ শতাংশ সম্পদ, এখন সেটি ৭০ শতাংশ। সে জন্য তিনি ধনীদের ওপর অনুক্রমিক করারোপের পক্ষপাতী।

ট্রিকল-ডাউন অর্থনীতির প্রয়োগ

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রিগ্যানসহ অনেক প্রভাবশালী রিপাবলিকান নোবেলবিজয়ী অর্থনীতিবিদ পল রোমারের 'ট্রিকল-ডাউন' তত্ত্ব সমর্থন করেন। অর্থনীতিবিদ রাকিব হোসাইনের মতে, প্রেসিডেন্ট রিগ্যান ১৯৮০-এর দশকে লেফারের এই তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ধনীদের ওপর যে আয়কর প্রায় ৭০ শতাংশ ছিল, তা প্রায় ২৫ শতাংশ কমিয়ে আনেন। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, রিগ্যানের এই নীতির ফলে আমেরিকা তৎকালীন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব থেকে অনেকটাই সুরক্ষা পেয়েছিল। তবে পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯৭৯-২০০৫ এর মধ্যে আমেরিকার সবচেয়ে গরিব ৫ শতাংশ জনগণের আয় বেড়েছে ৬ শতাংশ এবং সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশের আয় বৃদ্ধি পায় ৮০ শতাংশ। এই আয় বৃদ্ধির ফলে ৫ শতাংশ ধনীর হাতে আমেরিকার ৬৩ শতাংশ সম্পদ *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

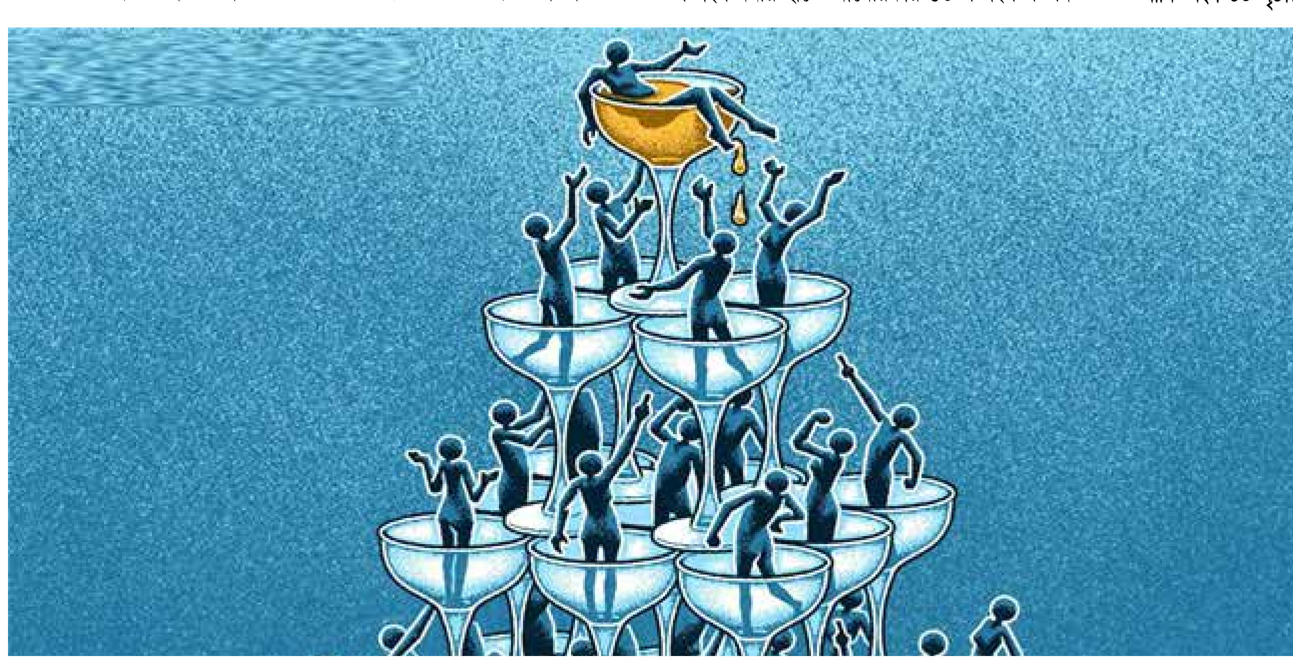

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
BARI HOME CARE
বারী হোম কেয়ার
বারী সুপার মার্কেট
WE ACCEPT EBT
100%
BEST PRICE
Guaranteed
বারী পার্টি হল
পার্টি হলে
বুকিং নেওয়া হচ্ছে
Party hall is available for any occasion
বারী রেস্টুরেন্ট
We Care For Your TASTE
IFTER AVAILABLE
We do catering for any occasion
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

পরিস্থিতি আসলে কোনদিকে মোড় নিচ্ছে?

হাসান মামুন

এ নিবন্ধ লেখার সময় অনলাইনে নিকারাগুয়ার ১০০ সরকারি কর্মকর্তার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের খবর দেখতে পাচ্ছি। ২০২১ সালের বিতর্কিত নির্বাচনে টানা চারবার জয়ী হয়ে ক্ষমতা ধরে রাখার ঘটনায় দেশে-বিদেশে তীব্র সমালোচনার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র দানিয়েল ওর্তেগা প্রশাসনের সংশ্লিষ্টদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি শুরু করেছে আগেই। কয়েকজন ক্ষমতাবানের অর্থসম্পদও জব্দ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। মানবাধিকার সংকুচিত ও গণতন্ত্রকে দুর্বল করার অভিযোগে নতুন করে আরও কিছু কর্মকর্তার বিষয়ে এবার ব্যবস্থা নেওয়া হলো।

বাংলাদেশেও আগামী নির্বাচনকে সুষ্ঠু করার তাগিদ দিয়ে চলেছে যুক্তরাষ্ট্র। সেটা নিশ্চিত করতে বিশেষ ভিসানীতিও ঘোষণা করেছে ক মাস আগে। এখানে ইতঃপূর্বে অনুষ্ঠিত দুটি জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি। নির্বাচন সুষ্ঠু হলে দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকটও তৈরি হতো না। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক জীবনেও কম সংকট নেই। এর নিরসন সহজ নয়। তবে রাজনীতিতে যে সংকট তৈরি হয়েছে-সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে সেখান থেকে দ্রুত উত্তরণ সম্ভব বলেই মনে হয়। এর ভেতর দিয়ে আর্থসামাজিক সংকট নিরসনের পথেও এগোনো যাবে। তবে নির্বাচন সুষ্ঠু করা না গেলে আশঙ্কা, সেটা ঘিরে আর্থসামাজিক সংকটও তীব্রতর হয়ে উঠবে। সব মিলিয়ে তাই সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি হয়ে উঠেছে জোরালো। এটা কেবল মাঠের বিরোধী দলের দাবি নয়। জনগণও এমন একটি নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। সরকারপক্ষ থেকেও বলা হচ্ছে, আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু হবে। যুক্তরাষ্ট্র জোরোলোভাবে বলছে, তারাও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তার জন্যই বিশেষ ভিসানীতি দিয়েছে। সত্যি বলতে, সুষ্ঠু নির্বাচন না হওয়ার শঙ্কা থেকেই ঘোষিত হয়েছে এমন নীতি। তবে নির্বাচন সুষ্ঠু না হলেই শুধু এ নীতি প্রয়োগ করা হবে, তা নয়। সুষ্ঠু নির্বাচনে বাধা প্রদান করা হলে তাদের ওপরও এর প্রয়োগ ঘটার কথা।

বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনের এখনো কমপক্ষে চার মাস বাকি। এর মধ্যে ঘটনা কোনদিকে গড়াবে, বলা কঠিন। বিরোধী দল ও তার সহযোগীরা সরকারের পতন ঘটিয়ে নির্দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে। অতীতে এমন পরিস্থিতিতে যে ধরনের তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা এ দেশে লক্ষ করা গিয়েছিল-এবার তেমনটি হচ্ছে না। তেমন আন্দোলন গড়ে তুলে সরকারকে চাপে ফেলার সামর্থ্যও বিরোধী দলের নেই বলে মনে করা হচ্ছে। তারা বড় জনসমর্থন বা সরকারের ওপর অসন্তুষ্ট মানুষ কম না হলেও তাদের আন্দোলনে শামিল করতে বিরোধী দল ব্যর্থ বলেও অনেকের অভিমত। এ অবস্থায় বিশ্বের এক নম্বর প্রভাবশালী দেশ যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে বিশেষ ভিসানীতি ঘোষণাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা করা হচ্ছে। এ-ও মনে করা হচ্ছে, দেশটির ইউরোপীয় মিত্ররা এক্ষেত্রে তার নীতি ও পদক্ষেপ অনুসরণ করবে। এর আলামতও ইতোমধ্যে কম পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

এমনও মনে করা হচ্ছে, বিএনপি ও তার সহযাত্রীরা অপেক্ষা করে আছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে নির্বাচন ঘিরে আরও কিছু পদক্ষেপের জন্য। সরকারের পক্ষ থেকে, এমনকি প্রধানমন্ত্রী সময়ে সময়ে এত খোলামেলা বক্তব্য দিচ্ছেন যে, তাতেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আগামী নির্বাচন ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ক্ষমতাসীনদের সম্পর্কের অবনতি। সরকারের পক্ষে শক্তিশালী কোনো দেশ নেই, তা কিন্তু বলা যাবে না। দুই পরাশক্তি ও প্রভাবশালী দেশ রাশিয়া ও চীন ঘোষণা দিয়েই রয়েছে সরকারের পক্ষে। আগামী নির্বাচন ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের তৎপরতাকে তারা বাংলাদেশের ‘অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ’ বলেও বর্ণনা করেছে একাধিকবার। তাতে সরকারপক্ষ চাঙাবোধ করলেও তারা বেশি করে অপেক্ষায় আছে বৃহৎ প্রতিবেশী দেশ ভারতের স্পষ্ট অবস্থানের জন্য। ভারত আবার সাধারণভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদেশ।

বিশেষত এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের অভিন্ন কৌশলগত স্বার্থ রয়েছে বলেই মনে করা হয়। এখানে তাদের অভিন্ন প্রতিপক্ষ হলো চীন। এ অবস্থায় ভারত শেখ হাসিনা সরকারের পক্ষে দৃঢ়ভাবে থাকলে সেটা বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানকে নমনীয় করতে পারবে বলেও সরকার পক্ষের আশা। এমন ধারণাপ্রসূত আশাবাদ ঘিরে তৎপরতাও শুরু করা হয়েছে। সম্প্রতি ভারতের একটি বাংলা সংবাদপত্র ও জার্মান সংবাদ সংস্থা পরিবেশিত ‘প্রতিবেদন’ পড়ে অনেকে মনে করছে, বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে পরিচালিত তৎপরতায় মিলছে এসব সুফল। ভারত নাকি যুক্তরাষ্ট্রকে নানান কথা বলে এ বার্তা দিয়েছে যে, হাসিনা সরকারকে দুর্বল করা হলে সেটা ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে।

এ দুটি প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে অবশ্য সন্দেহ রয়েছে। বিএনপি মহাসচিবও কিছুটা সংশয় রেখেই বলেছেন, বৃহৎ প্রতিবেশী ও গণতান্ত্রিক দেশ ভারত উল্লিখিত বার্তা যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে থাকলে সেটা দুর্ভাগ্যজনক। বাংলাদেশের নির্বাচন সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে যে অবস্থান নিয়েছে, সেটাকে তিনি পরিষ্কারভাবেই মনে করেন জনগণের প্রত্যাশার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। জনগণ সুষ্ঠু নির্বাচন চায়। যুক্তরাষ্ট্রও সেটা চায়। আর বিএনপি মনে করে, আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু হলে তারা সহজেই জয়লাভ করবে। যে ধরনের ব্যবস্থায় অতীতে এদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব হয়েছে, তেমন ব্যবস্থা অর্জন করাটাই তাদের লক্ষ্য এখন। যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য সে ব্যাপারে কিছু বলেনি। কোনো দলের পক্ষে অবস্থান না নিয়ে তারা বলছে, এটি বাংলাদেশের জনগণ স্থির করবে। এদিকে ভারত এ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে যা বলেছে, এর সারমর্ম হলো নির্বাচনকালীন সরকারের ব্যাপারে বাংলাদেশের সংবিধানে নির্দেশনা রয়েছে। নির্বাচন যেন সে পরিকল্পনামতো শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এ অবস্থায় দুটি সংবাদমাধ্যম থেকে যা বলা হলো, সেটাকে এর ‘সম্ভাব্য সম্প্রসারণ’ বলা যেতে পারে। ঘটনা এদিকে এগোতে পারে না, তা কিন্তু বলা যায় না।

বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু হলে ফল কী হতে পারে, সে ব্যাপারে দেশে-বিদেশে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষেরই মোটামুটি ধারণা রয়েছে। বিভিন্ন পক্ষ থেকে এর ওপর জরিপ পরিচালনার খবরও পাওয়া যায়। এ অবস্থায় ভারতের দিক থেকে বাংলাদেশে শাসক দল পরিবর্তন ঘিরে কিছু উদ্বেগ থাকা অস্বাভাবিক নয়। বিশেষত ২০০১ পরবর্তী বিএনপি-জামায়াত শাসনামলের কিছু ঘটনা ভারতকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টার অংশ বলেই মনে করা হয়। ক্ষমতাসীনদের প্রশ্রয়ে বাংলাদেশে তখন জঙ্গিবাদের উত্থানও দেখতে হয়েছিল। ওই সময়ে এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাবও ছিল কঠোর, যা জঙ্গিবাদ দমনে সহায়ক হয়েছিল। শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন টানা তিন মেয়াদের সরকার এর সুফলও কম তোলেনি। তবে এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব হয়েছে পরিবর্তিত। বিশ্বব্যাপী তারা এখন জোর দিচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ওপর। বিশেষত বাইডেন প্রশাসন এ নীতি-আদর্শের আওতায় কর্তৃত্ববাদী শাসন বিস্তারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, যাতে চীন-রাশিয়ার মতো দেশ এদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করে তার প্রভাববলয় বাড়াতে না পারে। এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত স্বার্থও গভীরভাবে নিহিত রয়েছে, বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন ঘিরে ইতোমধ্যে নেওয়া তার অবস্থানে।

এখন কথা হলো, ভারত এটাকে কতখানি প্রভাবিত করে বদলাতে সক্ষম? যুক্তরাষ্ট্র যখন জোরালোভাবে সুষ্ঠু নির্বাচনের পক্ষে, তখন ভারত কি সেটাকে ‘হাসিনা সরকারকে দুর্বল করার চেষ্টা’ বলে অভিহিত করতে পারবে? উলটোদিক থেকে, যুক্তরাষ্ট্রও কি পারবে তার কৌশলগত মিত্র ভারতের মনোভাবকে পুরো অগ্রাহ্য করে সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীনদের বাধ্য করতে? কিংবা নির্বাচন আগের ধারাতেই হলে নিকারাগুয়া ধরনের নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করে সরকারকে কাবু করতে? শুধু ভিসা নিষেধাজ্ঞা নয়; এক্ষেত্রে বাংলাদেশের *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

চীনকে নিয়ে আমেরিকার নতুন ভাষ্য, নেপথ্যে কী

জেমস কে গ্যালব্রেইথ

দ্য নিউইয়র্ক টাইমস তাদের সর্বসাম্প্রতিক তিনটি প্রতিবেদনে চীন সম্পর্কে নতুন এক ভাষ্য হাজির করেছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেও বিশ্বমঞ্চে চীন ছিল আমেরিকার ভীতিজাগানিয়া প্রতিযোগী। কিন্তু এখন আমরা শুনলাম, চীন একটি আহত ড্রাগন। একটা সময় অনমনীয় উত্থানের জন্য যে দেশটি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, অবনমনের কারণে সে এখন নতুন আরেক ধরনের হুমকি সৃষ্টি করেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন চীনকে নিয়ে নতুন এই ভাষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমন দ্য নিউইয়র্ক টাইমস-এর মাইকেল ডি শিয়ার লিখেছেন, চীনে বেকারত্বের উচ্চ হার এবং বুড়িয়ে যাওয়া কর্মী বাহিনীর কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে চীন এখন টাইম বোমায় পরিণত করেছে। বাইডেন সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে যে ‘যখন দুষ্টু লোকেরা সমস্যায় পড়ে, তখন তারা দুষ্টুমি করে।’ কিন্তু বেকারত্বের উচ্চ হার এবং বুড়িয়ে যাওয়া জনগোষ্ঠীর কারণে চীন কেন বিশ্বের জন্য হুমকি, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই।

চীনের অবনমন নিয়ে নতুন এই ভাষ্যের পেছনে শিয়ার অবশ্য আরেকটি কারণ দেখিয়েছেন, চীনের উত্থান ও যুক্তরাষ্ট্রে আবিষ্কৃত প্রযুক্তি ব্যবহার করে চীন যেন আর লাভবান হতে না পারে, তা ঠেকাতে প্রেসিডেন্ট এখন উঠেপড়ে লেগেছেন। সেমিকন্ডাক্টরের ওপর নতুন করে নিয়ন্ত্রণ আরোপের পর হয়তো তিনি এখন অসামরিক বিষয়ও যুক্ত করতে চাইছেন।

এদিকে অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিক পিটার এস গুডম্যান নতুন এই ভাষ্যের পক্ষে আরও বেশ কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন চীনের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ কমে আসা, খাদ্যপণ্য থেকে শুরু করে আবাসন ও অন্যান্য পণ্যের দাম কমে যাওয়া, গৃহায়ণ খাতে ধস, আবাসন খাতে ঋণ পরিশোধের অক্ষমতাড়্যার পরিমাণ প্রায় ৭ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (অঙ্কটি বড়, তবে যুক্তরাষ্ট্রের দেউলিয়া হতে বসা ব্যাংকঋণের তুলনায় এই অর্থ সামান্যই)।

গুডম্যানের মতে, (চীনসহ আরও বহু অর্থনীতিবিদ) চীনের এই সংকটের পেছনে আরও গভীর সমস্যা আছে। যেমন সঞ্চয়ের অতি উচ্চ হার, ব্যাংক-ব্যবস্থায় বিপুল অঙ্কের টাকা জমা রাখা, জমিজমা ও আবাসন খাতে ব্যয়ে অতিরিক্ত সতর্কতা এবং দেশের ভেতর চাহিদা বাড়ানোর অব্যাহত চেষ্টা। তিনি এবং তাঁর তথ্যদাতারা একমত, এই সমস্যার সমাধান হলো বিনিয়োগ কমিয়ে আরও বেশি ব্যয় করা।

গুডম্যান এমআইটির অর্থনীতিবিদ ইয়াশেং হুয়াংয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। চীনের রপ্তানি ও আমদানির হার জিডিপির ৪০ শতাংশ (এর বড় অংশই আমদানি করা জিনিস পুনর্বিন্যাস করে রপ্তানি করা পণ্য)। হুয়াং আসলে গুডম্যানকে এই ধারণা দিতে চেয়েছেন যে হাতবদলের এই ব্যবসা কমার একটা বড় প্রভাব পড়বে। কিন্তু আসলে এই প্রভাব খুব ব্যাপক নয়। কারণ, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (জিডিপি) আমদানি যুক্ত করা হয় না। চীন আদতে তার উৎপাদনমূল্যের সামান্যই হারাবে এতে।

সর্বশেষ নোবেল বিজয়ী পল ক্রুগম্যান কাগজটিতে চীনের এই হোঁচট খাওয়া নিয়ে অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিকোণ থেকে মন্তব্য করেছেন। ক্রুগম্যানের মতে, চীনের সমৃদ্ধি বহুলাংশে পশ্চিমা প্রযুক্তির ওপর ভর দিয়ে গড়ে উঠেছে। এখন দেশটির সমস্যায় পড়ার প্রধান কারণ অতিরিক্ত সঞ্চয়, অতিরিক্ত বিনিয়োগ এবং ক্রয়ের অতি সামান্য হার। তাই তাদের মৌলিক কিছু সংস্কারের পথে যেতে হবে। পরিবারগুলোর হাতে আরও বেশি অর্থ দিতে হবে, যেন নড়বড়ে বিনিয়োগব্যবস্থার বিপরীতে কেনাকাটার হার ক্রমে বাড়তে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে সঞ্চয় প্রসঙ্গে ক্রুগম্যান যা বলেছেন, সেখানে নতুন কিছু নেই। পশ্চিমা অর্থনীতিবিদেরা এই কথা বলে আসছেন ৩০ বছর ধরে। সে সময় আমি প্রায় চার বছর চীনের স্টেট প্ল্যানিং কমিশনের প্রধান টেকনিক্যাল উপদেষ্টা ছিলাম। সে সময় যেমন, এখনো তেমনইড়‘বিনিয়োগ কম: ক্রয় বেশি’, এই মন্ত্র আমাকে টানত না, এখনো টানে না। অনেকের মনে কৌতূহল জাগতে পারে যে এর মানেটা আসলে কী। চীনের কি আরও অনেক বেশি গাড়ি থাকা ও বেহাল সড়কের সংখ্যাও বেশি থাকা দরকার বা কম গ্যাস স্টেশন থাকা দরকার (সাবওয়ে ও দ্রুতগতির ট্রেনের কথা না হয় বাদই দিলাম)?

এ কথা সত্যি যে চীনা পরিবারগুলো শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও বৃদ্ধ বয়সের জন্য যেভাবে সঞ্চয় করে, তা বিস্ময়কর। কিন্তু তারা এটা করতে পারছে। কারণ, তাদের আয়রোজগার ভালো। আর এই আয় তারা করেছে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ খাত থেকে। চীনা কর্মীরা কারখানা, বাড়িঘর, রেললাইন, সড়ক ও সরকারি অন্যান্য কাজের জন্য আয় করে থাকেন। তাঁদের এই কাজ আমাদের জীবদ্দশাতেই চীনকে বদলে দিয়েছে। ক্রুগম্যানের দাবির বিপরীতে বলা যায়, চীনা পরিবারগুলোর আয় সীমিত নয়। যদি সীমিত হতো, তাহলে তারা এত টাকা সঞ্চয় করতে পারত না।

তার ওপর চীন যদি এখন তার বিনিয়োগ প্রকল্পগুলো থেকে বেরিয়ে আসে, তাহলে আয় কমবে, সঞ্চয়ের গতিও ধীর হবে। আর আয়ের অনুপাতে কেনাকাটার হারও বাড়বে। কিন্তু সঞ্চয় কমে যাওয়ায় চীনা পরিবারগুলো আরও অনিরাপদ হয়ে উঠবে, যা ক্রমে তাদের গতিকে আরও মন্থর করে দেবে। এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে সরকার বিনিয়োগের গতি ঠিক রাখতে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের মতো বড় প্রকল্পের ঝক্কি নিয়েছে। এমনকি চীনের পূর্ণাঙ্গ বিনির্মাণের পরও মধ্য এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় আরও অনেক কিছু করার আছে। ওই সব অঞ্চলে চীনের বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো হয়। তাদের বলতে শোনা যায়, ‘যখন আমরা চীনের সঙ্গে সম্পর্কে জড়াই, তখন আমরা একটা বিমানবন্দর পাই। আর যখন আমরা তোমাদের (যুক্তরাষ্ট্রের) সঙ্গে জড়াই, তখন আমরা বক্তৃতা শুনতে পাই।’

এ কথা সত্য, চীনের অর্থনীতির গতি এখন মন্থর। যে শহর ও যোগাযোগের নেটওয়ার্ক তারা গড়ে তুলেছে, অথবা অতি দারিদ্র্য দূর করতে যে প্রচার তারা চালাচ্ছে, তার তুলনা পাওয়া কঠিন। চীন অন্যত্র তাদের করণীয় নির্ধারণ করেছে। যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার খাত, বয়স্কদের জন্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা, দূষণ হ্রাস ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের নির্গমন কমিয়ে আনা। এই উদ্যোগগুলো সফল হবে, সে নিশ্চয়তা দেওয়া কঠিন। তবে অন্তত এই বিষয়গুলো চীনের আলোচ্যসূচিতে আছে। এর অর্থ, এই কাজগুলোও একে একে হবে, চীনারা যেভাবে করে থাকে, ঠিক সেভাবে।

তাহলে চীন বিষয়ে নতুন এই ভাষ্য আসলে কী নিয়ে? এটা আসলে চীন নয়, এটা পশ্চিমাদের নিয়ে। এটা আমাদের প্রযুক্তি, আমাদের মুক্ত বাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আমাদের ক্ষমতা খাটানো এবং আমাদের যারা চ্যালেঞ্জ দিতে পারে, তাদের দূরে রাখার কৌশল; যা কিছু পশ্চিমা বিশ্বাস করতে ভালোবাসে, আসলে সেটাই বারবার বলা, পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। সর্বোপরি, এটা হলো দুষ্টু লোক, যারা কিনা দুষ্টুমি করতে পারে, তাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার নেতাদের বিজয়ের ঘোষণা। এই ভাষ্য আসলে তৈরি হয়েছে ২০২৪ সালের নির্বাচন মাথায় রেখে। জেমস কে গ্যালব্রেইথ ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাসের লিন্ডন বি জনসন স্কুল অব পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের অধ্যাপক।

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
Earn by taking care of your Parents, Father, Father in Law, Mother in Laws, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.
We Pay Highest Payment
No training necessary and we do not charge any fee.
Call Today
Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308
Nusrat Ahmed
President
718-406-5549
Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814
Email: giashahmed123@gmail.com
Web: immigrantelderhomecare.com
Corporate Office
37-05 2nd Fl, 74 Street
Jakson hights, NY 11372
718-457-0813
917-744-7308
Jamica Office
87-54 168th Street,
2nd Floor
Jamaica, NY 11432
718-406-5549
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11713
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10462
718-406-5549
Ozone Park Office
175B Forbell Street,
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549
Buffalo Office
1578 Broadway Street,
Buffalo, NY 14211
718-406-5549

PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (August 25 - 31, 2023) | Promo Code : PSP34
$5 off $99 Purchase
$10 off $200 Purchase
$20 off $300 Purchase
DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY (multiple sales cannot be combined)
CUBE
SALE $4.49/LB
FROZEN REGULAR GOAT
SALE $2.49/LB
FRESH REGULAR WHOLE CHICKEN
NO CLEAN NO CUT
SALE 99¢/LB
FRESH CHICKEN QUARTER LEG
SIZE 3 KG
SALE $1.89/LB
CROWN FARMS ROHU
SIZE 8-10
SALE $6.99/LB
CROWN FARMS / KBF HILSHA
SIZE 10-12
SALE $7.99/LB
CROWN FARMS / KBF HILSHA
SIZE 5/7 KG
SALE $2.49/LB
CROWN FARMS KATLA
SIZE 2 KG
SALE $2.89/LB
CROWN FARMS MRIGAL
SIZE 1-2 KG
SALE $3.99/LB
KBF KORAL
কই মাছ
SALE $8.99/EA
2 LB BAG
CROWN FARMS KOI LOOSE
BLUE SEA RAW SHRIMP
SALE $9.99/EA
31/40-2 LB BAG
SHELL ON - BLUE SEA
RAW SHRIMP
70/80 4LB-BOX
HEAD ON SHELL ON - BLUE SEA
SALE $13.99/EA
RAW SHRIMP
SALE 2/$6.99
200 GM
DRY LOTIA
SALE $14.99/EA
20 LB BAG
ABDULLAH LONG GRAIN BASMATI RICE
SALE $19.99/EA
20 LB BAG
SONARGAON PARBOILED BASMATI RICE
MOJA PLAIN PARATHA
SALE 2/$8.99
20 PCS
MOJA PLAIN PARATHA
SALE $4.99/EA
1 LTR
ESSENTIAL MUSTARD OIL
TEER Atta
TEER Flour
SALE 2/$6.99
2 KG
TEER ATTA / MAIDA
1 DOZ
SALE 3/$4.99
Sunshine Farms EGGS
GRADE A MEDIUM BROWN
One Dozen Eggs
SUNSHINE FARMS MEDIUM BROWN EGG
kara COCO
SALE 3/$5.99
1 LTR
KARA COCONUT WATER
PREMIUM SUPERMARKET
CONTACT
WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

HELP WANTED

FOR RESTAURANTS JOBS

- Restaurant Managers
- Shift Managers
- Chefs
- Assistant Chefs
- Helpers

FOR SUPERMARKET JOBS

- Supermarket Assistant Managers
- Butchers
- Helpers

Send the Resume to
HR@PremiumGroupNYC.com
OR WhatsApp to
516-461-8414

আবশ্যক

রেস্তোরাঁর চাকরির জন্য

- রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার
- শিফট ম্যানেজার
- শেফ
- সহকারী শেফ
- হেল্পার

সুপারমার্কেটে চাকরির জন্য

- সুপারমার্কেট সহকারী ম্যানেজার
- কসাই
- হেল্পার

জীবন বৃত্তান্ত পাঠান
HR@PremiumGroupNYC.com
অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৫১৬-৪৬১-৮৪১৪

NY FOOD PROTECTION LICENSE HOLDERS ARE ENCOURAGED TO APPLY

WE ACCEPT CATERING ORDERS FOR ANY OCCASION

আমরা যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য ক্যাটারিং অর্ডার গ্রহণ করি

- Chicken Curry
- Goat Curry
- Shrimp Curry
- Chili Chicken
- Chicken Roast
- Fish Curry (at your Choice)
- Mixed Vegetables
- Rice Pudding

Premium Sweets & Restaurant
REFLECTING NATIONS HERITAGE

PREMIUM SWEETS & RESTAURANT

CONTACT | WhatsApp Number

168-03 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432............ 347-626-6892, 718-739-6105
37-14 73RD ST, JACKSON HEIGHTS, NY 11372...... 347-658-0297, 718-672-5000
2104, STARLING AVE, BRONX, NY 10462............... 347-626-8341, 718-239-9500

www.premiumsweetsus.com

حلال HALAL

সিলেটের বন্যা চিরতরে বন্ধ হবে

সুনামগঞ্জের ছাতকে দুর্গম হাওরাঞ্চলের পূণ্যভূমি আলীগঞ্জ বাজারে সংবর্ধনা সভায়
গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ

“আপনাদের জন্য যে ভালোবাসা, সেই ভালোবাসার সঙ্গে কোনো পক্ষ বিপক্ষ নেই। আমি দেশকে ভালোবাসি, একাত্তরে যেভাবে ভালোবেসেছিলাম। এখন আমি আমেরিকান। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর পরাক্রমশালী ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা। তারা যদি সারা পৃথিবীর নেতা হয়, তাহলে আমিও নেতা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিজের কন্ঠে বলছি, সিলেটে এই বন্যা চিরতরে বন্ধ হবে। দোয়া করবেন, যাতে ত্রাণ দিতে না হয়। এক্ষেত্রে আপনাদের মধ্যকার ভালোবাসার একতাটি আরো বাড়াতে হবে। বন্যা প্রতিরোধ ও মোকাবিলার জন্য আমাদের একটি স্থায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে।”

■ ছাতকের অন্যতম সংগঠক, জননেতা কবীর মিয়ার উদ্যোগে বহু মনিষীর চারণক্ষেত্র আলীগঞ্জ বাজারে উপস্থিত সিলেট বিভাগের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা তৃণমূল জনসাধারণের একাংশ। ১০ আগস্ট ২০২৩

ALEGRA HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com

CDPAP SERVICES
www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com

PEOPLE UNITED FOR PROGRESS
POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES

Abu Zafar Mahmood Foundation

জয় বাংলাদেশ
JOY BANGLADESH INC.

কিডনি ভালো রাখতে উপকারী যে তিন ফল

কম পানি খাওয়া, লম্বা সময় প্রস্রাব চেপে রাখা, বাইরের খাবার বেশি করে খাওয়াসহ নানা কারণে ইদানিং মানুষের কিডনি সমস্যা বাড়ছে। কমবয়সীদেরও ইদানিং এ সমস্যা দেখা যাচ্ছে।
কিডনিতে কোনো সমস্যা হলে অনেক ক্ষেত্রেই বুঝতে অনেক দেরি হয়ে যায়। কারণ উপসর্গগুলো এত মৃদু হয় যে, বোঝার উপায় থাকে না। তাই কিডনি ভালো রাখতে খাওয়াদাওয়ায় জোর দিতে হবে। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, কিডনিতে পাথর হওয়ার সমস্যা দূরে রাখতে পারে কয়েকটি ফল। নিয়ম করে সেগুলো খেলে কিডনি ভালো থাকবে।
ভিটামিন সি সমৃদ্ধ সাইট্রাস গোত্রের ফল কিডনিতে পাথর জমতে দেয় না। তাই এই ধরনের ফল নিয়ম করে খাওয়া যায়। কমলালেবু, আনারস, পাতিলেবু, স্ট্রবেরি কিডনি ভালো রাখে। অ্যাসিড-জাতীয় উপাদান ছাড়াও এই ফলে থাকা ভিটামিন সি কিডনি সুরক্ষিত রাখে।
কিডনি ভালো রাখতে বেদানাও দারুণ কার্যকরী। বেদানায় রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, যা যে কোনো রকম সমস্যা থেকে দূরে রাখে কিডনিকে। বেদানা কিডনির কার্যকলাপ সচল রাখে। ফলে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় বেদানা থাকা উচিৎ।
স্ট্রবেরি, ব্লুবেরিতে রয়েছে অক্সালেটস নামক অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। এই উপাদান কিডনির সুরক্ষা বজায় রাখে। কিডনি সংক্রান্ত কোনও সমস্যার ঝুঁকি কমায়। অন্যান্য ফলের সঙ্গে তাই নিয়ম করে খেতে পারেন বেরিও।

ওজন কমাতে দৈনিক কতটুকু হাঁটবেন?

শরীর সুস্থ রাখতে হাঁটার বিকল্প নেই, এ কথা সবারই জানা। বেশ কিছু গবেষণা বলছে, শুধু হেঁটেই কঠিন সব রোগের ঝুঁকি কমানো যায়। তবে কতটুকু হাঁটছেন তার উপর নির্ভর করে আপনি শাররিকভাবে কতখানি উপকৃত হবেন।
ওজন কমানোর সঙ্গে ১০ হাজার কদম হাঁটার একটি তত্ত্ব কমবেশি সবাই জানেন, আবার অনেকে মানারও চেষ্টা করেন। নেচার মেডিসিনে প্রকাশিত এক নতুন গবেষণায় দিনে ১০ হাজার ধাপ হাঁটার দাবির সত্যতা দাবি করেছে। বেষণায় ৬ হাজারেরও বেশি অংশগ্রহণকারী যুক্ত ছিলেন, যার মধ্যে ৭৩ শতাংশই নারী। অংশগ্রহণকারীদের গড় বয়স ছিল ৫৬.৭ ও শরীরের ভর সূচক প্রতি মিটার বর্গক্ষেত্রে ২৮.১ কেজি ছিল।
সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রতিদিন যারা ১০ হাজার কদম হেঁটেছেন তাদের বেশিরভাগেরই ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, জিইআরডি, এমডিডি, স্থুলতা, স্লিপ অ্যাপনিয়াসহ বেশ কয়েকটি সাধারণ, দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমেছে। গবেষকরা দেখেছেন, যারা প্রতিদিন ৮ হাজার ২০০ কদম হেঁটেছেন তারাও এসব রোগ থেকে ঝুঁকিমুক্ত ছিলেন।
প্রতিদিন কত ধাপ হাঁটা উচিত?
গবেষকরা বলেছেন, একজন ব্যক্তির বিএমআই ২৮ কেজি হলে (তাদের স্থুলত্বের ঝুঁকি ৬৪ শতাংশ) তা কমাতে প্রতিদিন প্রায় ৬-১১ হাজার ধাপ হাঁটাই যথেষ্ট হতে পারে।

শরীর ভালো রাখার জন্য প্রতিদিন দই খেতে পারেন

হেঁটেই কমানো যাবে হার্ট অ্যাটাক-ক্যানসার ঝুঁকি, বলছে গবেষণা
বিশ্বব্যাপী বাড়ছে হার্ট অ্যাটাকসহ ক্যানসারে আক্রান্তের সংখ্যা। একই সঙ্গে বয়স্কদের মধ্যে ডিমনেশিয়া রোগের ঝুঁকি বাড়ছে। মূলত ভুল জীবনধারার কারণেই এসব রোগের ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে যায়। তবে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, নিয়মিত ব্যায়াম করা, ধূমপান এড়ানো, মানসম্পন্ন ঘুমের অভ্যাস জটিল রোগের ঝুঁকি কমাতে পারে।
বর্তমানে কমবেশি সবাই ব্যস্ত সময় পার করেন। এ কারণে শরীরচর্চার অভাব বেশিরভাগের মধ্যেই আছে, যা বিভিন্ন কঠিন রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। তবে সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, শুধু হেঁটেই শরীরের একাধিক রোগের ঝুঁকি কমানো কিংবা প্রতিরোধ করা যায়। তার মধ্যে হার্ট অ্যাটাক, ক্যানসার ও ডিমনেশিয়া অন্যতম।
নিয়মিত হাঁটার অনেক উপকারিতা আছে। হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, বিষণ্নতা ও স্থূলতার ঝুঁকি কমানোর মতো অসংখ্য স্বাস্থ্য সুবিধা মেলে।
জামা ইন্টারনাল মেডিসিন ও জামা নিউরোলজি জার্নালে প্রকাশিত একটি নতুন গবেষণা অনুসারে, প্রতিদিন প্রায় ১০ হাজার কদম হাঁটা ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি ৫০ শতাংশ কমাতে পারে।
নতুন গবেষণাটি প্রায় ৮০ হাজার ব্যক্তির ফিটনেস ট্র্যাকিং ডেটা পর্যবেক্ষণ করে। তারা দেখেছেন, যারা প্রতি মিনিটে পদক্ষেপের গতি বাড়িয়েছে তারা দৈনিক হাঁটার কারণে অনেক স্বাস্থ্য সুবিধা পেয়েছেন। তাই নিয়মিত হাঁটার পাশাপাশি গতি বাড়ানোর দিকেও নজর রাখতে হবে।
সমীক্ষা অনুসারে, যারা প্রতিদিন ৩০ মিনিটের জন্য দ্রুত গতিতে (প্রতি মিনিট ৮০-১০০ পা) হাঁটেন, তাদের হৃদরোগ বা ক্যানসারের ঝুঁকি ২৫ শতাংশ কম ছিল। একইভাবে তাদের মধ্যে ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি ৩০ শতাংশ কম ও সর্বজনীন মৃত্যুর ঝুঁকি ৩৫ শতাংশ কম ছিল।
সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গবেষণা ফেলো ও গবেষণার লেখক ম্যাথিউ আহমেদি পরামর্শ দেন, একটানা ৩০ মিনিট উচ্চ গতিতে হাঁটা যাদের পক্ষে কষ্টকর, তারা অল্প ব্যবধানে দ্রুত হাঁটার মাধ্যমে একই সুবিধা পেতে পারেন।
আবার একটানা ৩০ মিনিট না হেঁটে দিনের বিভিন্ন সময় ৫-১০ মিনিট করে উচ্চ গতিতে হাঁটলেও একই স্বাস্থ্য সুবিধা পাবেন।

ডালিম খাওয়ার ১০ উপকারিতা

ডালিমে ক্যালোরি এবং চর্বির পরিমাণ কম, কিন্তু ফাইবার, ভিটামিন, এবং খনিজ উপাদানে পরিপূর্ণ। একটি মাঝারি সাইজের ডালিমে মেলে ২৩৪ ক্যালোরি, ৪.৭ গ্রাম প্রোটিন, ৩.৩ গ্রাম চর্বি এবং ১১.৩ গ্রাম ফাইবার। এছাড়া উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আয়রন, ভিটামিন সি, ফলেট, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস এবং পটাশিয়াম পাওয়া যায় ফলটি থেকে। নানা ধরনের রোগ থেকে দূরে থাকা সম্ভব সুমিষ্ট ফল ডালিম খেলে। জেনে নিন ডালিম খাওয়ার ১০ উপকারিতা সম্পর্কে। ১. অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং পলিফেনলিক যৌগের সমৃদ্ধ উৎস ডালিম। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে ডালিম খেলে।

২. ডালিমের যৌগগুলোতে ক্যানসার প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি টিউমারের বৃদ্ধিকে ধীর করে দিতে পারে এবং প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে।

৩. হৃদরোগীদের জন্য দালিম বেশ উপকারী ফল। হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের উপর একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ডালিমের রস পান করলে বুকে ব্যথার তীব্রতা হ্রাস পায়। সেইসাথে হার্টের স্বাস্থ্যের উপর প্রতিরক্ষামূলক প্রভাব ফেলতে সাহায্য করে ফলটি।

৪. প্রচুর পরিমাণে আয়রন পাওয়া যায় ডালিম থেকে। রক্তশূন্যতা রোধ করতে ডালিম খেতে পারেন প্রতিদিন।

৫. ২০14 সালের এক গবেষণায বলছে, ডালিমের নির্যাস রক্তে অক্সালেট, ক্যালসিয়াম এবং ফসফেটের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করতে পারে। এতে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি কমে।

৬. ডালিমে এমন যৌগ রয়েছে যা ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে, বিশেষ করে মুখের জীবাণু যা নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ এবং দাঁতের ক্ষয় সৃষ্টি করতে পারে। ৭. ডালিমের নির্যাস ক্লান্তি দূর করে ও কর্মক্ষমতা উন্নত করতে সাহায্য করে।

৮. ডালিমে রয়েছে এলাজিটানিন নামক এক ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা শরীরে প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে।

৯. মস্তিষ্ক ভালো রাখে ডালিম। আলঝেইমার এবং পারকিনসন রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারে ফলটি।

১০. ফাইবার সমৃদ্ধ ডালিম হজমের গণ্ডগোল দূর করতে পারে। তথ্যসূত্র: হেলথলাইন

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সবজি

মৌসুমি রোগ থেকে দূরে থাকতে ঋতু ভিত্তিক সবজি খাওয়া উপকারী।বর্ষাকাল চলে গেলেও মাঝে মধ্যেই বৃষ্টি হয়। আর ভেজা আবহাওয়াতে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে।

বেঙ্গালুরু'র মাদারহুড হসপিটাল'য়ের পুষ্টি পরামর্শক অঞ্জনা বি নাইর হেল্‌থশটস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, "এই সময়ে নির্দিষ্ট সবজি প্রয়োজনীয় পুষ্টি যেমন- ভিটামিন সি ও জিংক সরবারহ করে যা দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করতে সহায়তা করে।"

এমন কয়েকটি সবজি হল:

পালং-শাক: এটা পুষ্টির আধার। আছে ভিটামিন এ, সি এবং কে। রয়েছে নানান রকম খনিজ যেমন- লৌহ ও ফোলেইট যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

লাল ক্যাপ্সিকাম: উজ্জ্বল রং ও স্বতন্ত্র স্বাদযুক্ত লাল ক্যাপ্সিকাম কেবল দেখতেই সুন্দর না বরং এটা রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও সহায়তা করে। এতে আছে ভিটামিন সি যা ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখে, কোলাজেন বাড়ায় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে সংক্রমণের বিরুদ্ধে কাজ করে।নইর বলেন, "এতে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা উন্মুক্ত রেডিকেল থেকে কোষের ক্ষয় রোধ করে অসুখ থেকে দূরে রাখে।"

করলা: আছে অনন্য শক্তি উপাদান যা স্বাস্থ্য ভালো রাখে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ভিটামিন ও খনিজ উপাদান যোগাতে সহায়তা করে এই সবজি।

শরীরে কোলেস্টেরল বেড়ে গেছে বুঝবেন যেভাবে

রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস রক্তে ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের মাত্রা ক্রমাগত বাড়িয়ে দেয়। দীর্ঘদিন ধরে রক্তে থাকা ক্ষতিকর কোলেস্টেরল একটা সময়ে ধমনির গায়ে আটকে যায়। ফলে শরীরে রক্ত চলাচলে বাধা তৈরি হয়। রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ার লক্ষণ ধরা পড়লে আগে থেকেই সাবধান হতে হবে।

আসুন জেনে নিই শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ার লক্ষণগুলো।

১. অল্প হাঁটলেই পায়ে যন্ত্রণা হয় এবং মাঝেমাঝেই পা অবশ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে মেদ জমার ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের ধমনির পথ সরু হয়ে যায়।

ফলে সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালন বাধাপ্রাপ্ত হয়।

২. চোখের চারপাশে ছোট ছোট মাংসপিণ্ড জমা হয়। সাদা বা হলদে রঙের ছোট ছোট দানা চোখের চারপাশে উঠলেই বুঝবেন রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়েছে।

৩. কোলেস্টেরল বাড়লে তার প্রভাব পড়ে নখেও। নখের সৌন্দর্য হারিয়ে যায় এবং নখ হলদে হয়ে যায়। অনেকের ক্ষেত্রেই নখের নিচের দিকে কালচে কিংবা বাদামি রঙের রেখা পড়ে যায়।

৪. কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়লে জিভের ওপর বিবর্ণ ছোট ছোট দানা বের হয়। ছোট ছোট দানার মতো আস্তরণ যখন সারা জিভে ছড়িয়ে পড়লে এবং রং পরিবর্তন করলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

৫. শরীরের মেদ জমা উচ্চ কোলেস্টেরলের সমস্যার লক্ষণ।

বিশেষ করে তলপেটে মেদ জমতে শুরু করলে বুঝতে হবে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেছে।

কাঁচকলা দিয়ে মুসুর ডাল

কাঁচাকলা প্রথমে খোসা না ছাড়িয়েই তিন টুকরো করে কেটে নিন। এবার একটা কড়াইতে পানি বসিয়ে ওর মধ্যে নুন-হলুদ দিয়ে কাঁচকলা ফুটতে দিন।
ভাল করে সেদ্ধ হলে গ্যাস অফ করুন। মুসুরের ডাল ১ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন। এরপর পানি পাল্টে ধুয়ে ডালের মধ্যে কাঁচালঙ্কা দিয়ে বেটে নিতে হবে।
ঠান্ডা হলে কলার খোসা ছাড়িয়ে নিতে হবে। হাত দিয়ে কলা ভাল করে স্ম্যাশ করে নিতে হবে। এর মধ্যে বেটে রাখা ডাল, হলুদ গুঁড়ো, হাফ চামচ ধনে-জিরে গুঁড়ো, সামান্য নুন ২ চামচ বেসন দিয়ে ভাল করে মেখে নিতে হবে।
যদি মনে হয় যে পাতলা হয়েছে তাহলে আরও একটু বেসন আর বেকিং সোডা মিশিয়ে দিতে হবে। খুব সুন্দর করে মেখে নিয়ে হাতে সাদা তেল দিয়ে গোল করে নিন। এভাবে বড়ার আকারে গড়ে নিতে হবে।
চুলা চালু করে করে এবার বড়া আকারে গড়ে তা ভেজে নিতে হবে। ফ্লেম কমিয়ে ভেজে নেবেন। বেশ লালচে করে ভাজা হবে। এবার বড়া গুলো তুলে রাখুন।
তিনটে আলু কেটে নিয়ে ওই তেলে ভাল করে ভেজে নিতে হবে। বাকি তেলে গোটা জিরে, পেঁয়াজ কুচি, ১ চামচ আদা-রসুন বাটা, টমেটো বাটা, সামান্য হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে-ধনে গুঁড়ো দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে।
এবার স্বাদমতো নুন মেশান। কশানোর প্রয়োজনেই অল্প পানি দিতে হবে। ভেজে রাখা আলু দিয়ে কষিয়ে নেন আর ছোট এক কাপ পানি দিন। আলু কষলে কোফতা দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিন।
এবার প্রয়োজনমতো পানি দিয়ে গ্রেভি বানিয়ে ফুটতে দিতে হবে। ফুটে আসলে ভাজা জিরে গুঁড়ো, সামান্য ঘি আর ধনেপাতা ছড়িয়ে নামিয়ে নিতে হবে। এই তরকারি বেশ মাখামাখা খেতে হবে। গরম ভাতে পরিবেশন করুন এই ডাল-কলার কোফতা।

বিফ মালাই কোর্মা

গরুর মাংসের নানা পদ থাকে আমাদের বিভিন্ন উৎসবের আয়োজনে। বিফ মালাই কোর্মায় কোর্মার সঙ্গে মালাই স্বাদ যোগ হয়ে এটি আরও বেশি লোভনীয় করে তুলবে।
তৈরি করতে যা লাগবে : গরুর মাংস- ১ কেজি, পেঁয়াজ বেরেস্তা- ১ কাপ, আদা ও রসুন বাটা- ২ টেবিল চামচ, টকদই ও মিষ্টিদই- ২ টেবিল চামচ করে, ধনিয়া ও জিরা গুঁড়া- ১ চা চামচ করে, লবণ- স্বাদমতো, গরম মসলা গুঁড়া- ১ চা চামচ, কাজুবাদাম বাটা- ২ টেবিল চামচ,ডানো ক্রিম- ২ টেবিল চামচ,সয়াবিন তেল- আধা কাপ
ঘি- ২ টেবিল চামচ, মিঠা আতর- ২ ফোঁটা, কাঁচা মরিচ- ১০-১২টি।
যেভাবে তৈরি করবেন : গরুর মাংস লবণ দিয়ে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। একটি পাত্রে মাংস, আদা ও রসুন বাটা, টকদই ও মিষ্টি দই, ধনিয়া ও জিরা, লবণ, কাজু বাদাম বাটা, ডানো ক্রিম বা দুধের সর দিয়ে মাখিয়ে রাখুন দুই-তিন ঘণ্টা। তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি ভেজে তুলে নিন। আস্ত এলাচ ও দারুচিনি ফোড়ন দিন। পরে মেরিনেট করা মাংস দিয়ে কম আঁচে ঢাকনা দিয়ে রান্না করুন। মাংস সেদ্ধ হলে সামান্য পানি, পেঁয়াজ বেরেস্তা, গরম মসলা, মিঠা আতর দিয়ে আরও কিছুক্ষণ রান্না করুন। তেল ভেসে উঠলে নামিয়ে নিন। পোলাও, পরোটা ইত্যাদির সঙ্গে পরিবেশন করতে পারবেন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

চিলি-গার্লিক চিকেন

চাইনিজ খাবার চিলি-গারলিক চিকেন। ফ্রায়েড রাইসের সঙ্গে এই পদ থাকলে জমে বেশ।

চিকেন মেরিনেশনের জন্য যা লাগবে: মুরগির মাংস- দেড় কেজি, ফেটানো ডিম- ১টি, সয়াসস- ২ টে চামচ, মরিচ গুঁড়া- ১ চা চামচ, তেল- ভাজার জন্য।

গ্রেভি সসের জন্যে যা লাগবে : মধু- স্বাদমতো, ভিনেগার- ২ চা চামচ, ময়দা- ১ মুঠো, রসুন গুঁড়া/বাটা- ২ চা চামচ ।সয়াসস- ২ টেবিল চামচ, চিলি ফ্লেক্স- ২ টেবিল চামচ, কর্নফ্লাওয়ার- ১ টেবিল চামচ।

এছাড়াও যা লাগবে : তিলের তেল- ১ টেবিল চামচ, অলিভ অয়েল- ২ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ফালি- ৪-৫টি, রসুন কুচি- ১টি আস্ত রসুন, সিজনাল সবজি- ১ কাপ। লবণ- স্বাদমতো, পানি- প্রয়োজন অনুযায়ী।

যেভাবে তৈরি করবেন : বড় একটি মিক্সিং বোলে চিকেন মেরিনেশনের সব উপকরন একসাথে মিশিয়ে ১ ঘণ্টার জন্যে মাখিয়ে রাখুন। অন্য একটি বাটিতে সসের সব উপকরণ মিশিয়ে একপাশে রাখুন। ফুটন্ত গরম পানিতে সবজি ভাপ দিয়ে পানি ঝরিয়ে রাখুন। সবজি আধা সেদ্ধ করবেন। মাঝারি আঁচে তেল গরম করে মাংসের টুকরাগুলো ডুবো তেলে সোনালি করে ভেজে নিয়ে কিচেন টাওয়ের উপর রাখুন। এটি বাড়তি তেল শুঁষে নেবে। অন্য একটি প্যান গরম করে তিলের তেল দিয়ে তাতে কাঁচামরিচ ফালি ও রসুন হালকা বাদামি করে ভেজে নিন। এবার তাতে সবজি দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়া-চাড়া করে ভেজে রাখা চিকেন মিশিয়ে সসের মিশ্রণ দিয়ে দিন। প্রয়োজন হলে অল্প পানি দিতে পারেন। যেহেতু সয়াসসে অনেক লবণ থাকে তাই লবণের পরিমান বুঝে শুনে দেবেন। নাড়তে থাকুন। ঘন হয়ে তেল ছেড়ে এলে নামিয়ে নিন। এবার পরিবেশন করুন।

সরিষার তেলে ঝাল মাংস

মাংস দিয়ে যত পদই রান্না করা হোক না কেন, বাঙালির কাছে এর ঝাল স্বাদটাই সবচেয়ে বেশি সুস্বাদু। খুব সহজ পদ্ধতিতে সরিষার তেলে ঝাল মাংস রান্না করতে পারেন। যারা ঝাল খাবার খেতে একটু বেশি ভালোবাসেন তাদের জন্য এটি হতে পারে বেশ পছন্দের একটি পদ। গরম ভাত, পোলাও, রুটি কিংবা পরোটার সঙ্গে জমবে বেশ।

তৈরি করতে যা লাগবে : গরুর মাংস- ১ কেজি, বড় পেঁয়াজ- ৪/৫ টি, আদা বাটা- ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা- ৪ চা চামচ, হলুদ গুঁড়া- ১ টেবিল চামচ, মরিচ গুঁড়া- ৪ চা চামচ, লবণ- স্বাদমতো, শুকনো মরিচ- ৫/৬ টি, কাঁচা মরিচ- ৮-১০টি, এলাচ- ৪/৫ টি, তেজপাতা- ২ টি, দারুচিনি- ২ টুকরা, লবঙ্গ- ৫/৬ টি, সরিষার তেল- পরিমাণমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন : মাংস কেটে ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। একটি পাত্রে দুধ, ২ চা চামচ মরিচ গুঁড়া, ২ চা চামচ রসুন বাটা, ১ চা চামচ আদা বাটা ও ৩ টেবিল চামচ সরিষার তেল দিয়ে মাংস ৩০ মিনিট মেরিনেট করে রাখুন। এরপর রান্নার পাত্রে সরিষার তেল গরম করে তাতে শুকনো মরিচ দিয়ে ভেজে নিন। এরপর তাতে পেঁয়াজ, তেজপাতা এবং গরম মসলা দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিয়ে আদা ও রসুনবাটা, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া এবং লবণ দিয়ে মসলা কষিয়ে নিন। মসলা ভালো করে কষানো হলে তাতে অল্প পানি দিন। মাংস মাখামাখা হয়ে এলে তাতে কাঁচা মরিচ দিয়ে মাংস চুলার উপরে রেখে দিন আরও ১০ মিনিট। এবার নামিয়ে পরিবেশন করুন।

‘ট্রিকল ডাউন’ অর্থনীতি বনাম বাংলাদেশ

১৮ পৃষ্ঠার পর

কেন্দ্রীভূত হয় আর বাকি ৯৫ শতাংশ জনগণের হাতে থাকে বাকি ৩৭ শতাংশ সম্পদ।

বাংলাদেশ এই তত্ত্বে কতটা বিশ্বাসী তা বোঝার জন্য কিছু বিষয় জানা প্রয়োজন। বাংলাদেশে বর্তমানে করপোরেট কর ২৫ শতাংশ, যা ২০০৯ তে ছিল ২৭ শতাংশ। কিন্তু কর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা বাংলাদেশে যথেষ্ট থাকলেও তার শাস্তি প্রায় নেই বললেই চলে। এটি সম্পদশালীদের এক ধরনের সুবিধা দেয়া নয় কি? সূত্রমতে, ২০২০ সালে বাংলাদেশের শীর্ষ ১ শতাংশ ধনীর সম্পদের পরিমাণ মোট জাতীয় সম্পদের ২৪ দশমিক ৬ শতাংশ, সেখানে নিচের সারির ৫০ শতাংশ মানুষের ক্ষেত্রে তা ৪ দশমিক ৮ শতাংশ। অন্যদিকে, শীর্ষ ১ শতাংশ ধনীর আয় জাতীয় আয়ের ১৬ দশমিক ২ শতাংশ, সেখানে নিচের সারির ৫০ শতাংশ মানুষের আয়ের অনুপাত ১৭ দশমিক ১ শতাংশ।

অন্য হিসাব মতে, বিবিএসের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশের সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশের হাতে দেশের ২৮ শতাংশ সম্পদ এসে জমা হয় আর সবচেয়ে দরিদ্র ৫ শতাংশ জনগণের হাতে শূন্য দশমিক ২৩ শতাংশ। নিউ ইয়র্কভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওয়েলথ-এক্সের রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বে অতি ধনীদের সংখ্যা বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। যা আমাদের দেশের ধনী দরিদ্রের মধ্যকার অর্থনৈতিক অসমতা নির্দেশ করে। এর পেছনে অন্যতম অনুঘটক হিসেবে প্রত্যক্ষ করের চেয়ে পরোক্ষ কর হার বেশি হওয়া অনেকাংশে দায়ী। কর দিতে সক্ষম বিপুল সংখ্যক মানুষ এখনো কর দেয় না। এদের করের আওতায় আনা হলে দেশের উন্নয়ন অনেকাংশে বৃদ্ধির পাশাপাশি অর্থনৈতিক অসমতাও কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। এদিকে ২০০০ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে দেশের জিডিপির আকার বেড়েছে প্রায় সাড়ে সাতগুণ। শীর্ষ ১০ শতাংশ ধনীর সম্পদ ও আয়ের অনুপাত কিছুটা কমলেও জিডিপির বহর যে হারে বেড়েছে, তাতে এই শ্রেণীর মানুষের সাথে বাকিদের বাস্তব ব্যবধান অনেক বেড়েছে। এই ২০ বছরে দেশে মানুষের অবস্থার উন্নতি হয়েছে, তবে বৈষম্য বেড়েছে মারাত্মকভাবে।

ট্রিকল-ডাউন অর্থনীতি বিষয়ে জো বাইডেন

প্রেসিডেন্ট বাইডেন এক টুইটে বলেছেন, ‘আমি এসেছি মধ্যবিত্তকে শক্তিশালী করতে এবং এ দেশের ট্রিকল-ডাউন অর্থনীতির পরিবর্তন ঘটাতে।’ একে বলা হচ্ছে বাইডেনোমিক্স। বাইডেন তার পূর্বসূরি ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্টদের মতো ধনীদের কর রেয়াতের রাশ টেনে সে অর্থ অসচ্ছলদের স্বাস্থ্যসেবাসহ সামাজিক নিরাপত্তায় ব্যবহার করছেন।

অন্যদিকে ট্রিকল-ডাউনে বিশ্বাসী ট্রাম্পসহ রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টদের বিশ্বাস ও কর্ম হলো ধনীদের কর ছাড় দেয়া হলে তারা আয় করা বাড়তি অর্থ তাদের উদ্যোগ সম্প্রসারণে ব্যবহার করবে আর ধনীদের মোটাতাজা হওয়ার সুবিধা কর্মসংস্থান আকারে চুঁইয়ে গরিব মধ্যবিত্তদের কাছে যাবে। বাস্তবে ট্রিকল ডাউনে যুক্তরাষ্ট্রে ধনীদের কাছে সম্পদ অনেক বেশি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এই কেন্দ্রীভূতকরণ ঠেকাতে প্রফেসর ইউনূস সামাজিক ব্যবসায় উদ্বুদ্ধ করে নিয়ন্ত্রণহীন পুঁজিবাদে মানবিক ভারসাম্য আনতে চাইছেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতি বনাম ট্রিকল-ডাউন অর্থনীতি

বর্তমান সরকারি দলটি স্বাধীনতা-উত্তর মেয়াদে ট্রিকল ডাউন অর্থনীতিতে বিশ্বাসী ছিল না; বরং এই দলটির এবং দেশটির স্বাধীনতার অন্যতম মূলমন্ত্র ছিল সমাজতন্ত্র। তবে চলতি মেয়াদে, বর্তমান সরকার তাদের সেই সময়কার নীতি থেকে দেশকে বের করে এনে ট্রাম্পীয় নীতি থেকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে। এখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক সুবিধাভোগী অলিগার্করা করের নেট থেকে বিভিন্নভাবে বাইরে থাকার সুযোগই শুধু পাচ্ছেন না, সে সাথে শেয়ার বাজার কারসাজি করে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের পুঁজি ও ব্যাংকের তহবিল হাতিয়ে নেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। ব্যাংকের দেশী-বিদেশী মুদ্রার তহবিলে অলিগার্কদের নিয়ন্ত্রণ, সাধারণ ব্যবসায়ীদের জন্য ব্যবসা কঠিন করে ফেলেছে। দেশের অর্থনীতির বড় অংশ এখন গুটিকয়েক পরিবারের হাতে জিম্মি, যারা দেশের ব্যবসায়, রাজনীতি, আইন, বিচারব্যবস্থা, প্রচারমাধ্যম, সমাজ, ব্যাংক, পুঁজিবাজার সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে টাকার জোরে, ক্ষমতার জোরে। অর্থনীতিতে এই ধারা চললে বাংলাদেশ হয়ে পড়তে পারে ‘রাজনৈতিক অলিগার্কদের জন্য, অলিগার্কদের দ্বারা, অলিগার্কদের রাষ্ট্র।’ অর্থাৎ বাংলাদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতি চলে যাচ্ছে ছোট একটি গোষ্ঠীর শাসনে যারা খুবই ধনাঢ্য, দোর্দণ্ড প্রতাপশালী এবং ক্ষমতাসীনদের সাথে ঘনিষ্ঠ। এ ব্যাপারে এখনই সতর্ক হওয়া জরুরি। ড. মো: মিজানুর রহমান অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও কলামিস্ট

গ্রেনেড হামলা রাজনীতিতে যে দেয়াল তৈরি করেছে

১৮ পৃষ্ঠার পর

করলাম, তখন কিছুতেই এ ব্যাপারে কথা বলতে দেবে না। শোকপ্রস্তাব দিতে চাইলাম, সেটা প্রত্যাখ্যান করা হলো, নিল না। আমরা যারা কথা বলতে চেয়েছি, তাদের কোনো মাইক দেওয়া হলো না। খালেদা জিয়া নিজেই দাঁড়িয়ে বললেন, ওনাকে আবার কে মারবে। উনি তো ভ্যানিটি ব্যাগে করে নিজেই গ্রেনেড নিয়ে সেখানে গেছেন এবং নিজেই গ্রেনেড মেরেছেন। এটা খালেদা জিয়ার নিজের ভাষ্য।’

ঘটনার পর বিবিসি বাংলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা বলেন, ‘আমাদের নেতা-কর্মীরা যখন আহতদের সাহায্য করতে গেছে, ঠিক সে সময় পুলিশ উল্টো টিয়ার গ্যাস, লাঠিচার্জ ও তাদের গ্রেপ্তার করতে শুরু করেছে। আহতদের সাহায্য করতে এগিয়ে না এসে পুলিশ যখন উল্টো টিয়ার গ্যাস, লাঠিচার্জ ও গ্রেপ্তার করতে শুরু করল, তখন বুঝতে পারা যায় যে এ ঘটনা তাদের মদদে হয়েছে।’

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী সম্প্রতি বলেন, ‘আওয়ামী লীগ ২১ আগস্টের হামলা-মামলা নিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাজনীতি করছে। ওই ঘটনা ছিল গভীর নীলনকশার অংশ। যে নীলনকশার সঙ্গে ক্ষমতাসীনেরা জড়িত কি না, তা নিয়ে জনমনে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।’ মুশকিল হলো, এই নীলনকশা উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা ওই সময় তাঁর দলের সরকার ঠিকমতো করেনি। করলে তাঁদের ওপর দায় পড়ত না।

বাংলাদেশের রাজনীতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করার মতো। এক. শুরু থেকেই এখানে রাজনীতি হয়েছে কর্তৃত্ববাদী। দুই. কোনো দলই ক্ষমতার বাইরে থাকতে চায় না এবং ক্ষমতায় থাকার জন্য যত কৌশল নেওয়া দরকার, তা নেয়। এই ইচ্ছার প্রকাশ হয় অমার্জিতভাবে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো নির্মূলের রাজনীতি। রাজনীতিতে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গা নিয়েছে প্রতিপক্ষকে দৃশ্যপট থেকে মুছে দেওয়ার এক নির্মম আয়োজন।

আওয়ামী লীগের নেতারা মনে করেন, তাঁদের দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে হত্যার জন্যই সেদিনের গ্রেনেড হামলা চালানো হয়েছিল। এমন ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরে। ১৯৭৫ আর ২০০৪ সালকে তাঁরা একসূত্রে বাঁধা বলে মনে করেন।

গ্রেনেড হামলার ঘটনা বাংলাদেশের রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছে, যার ফলে দুই প্রধান দলের মধ্যে সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়েছে। দুই দলের মধ্যে তৈরি হয়েছে একটি দুর্ভেদ্য দেয়াল, যা অতিক্রম করা কঠিন, যদি না তারা একটি সাধারণ শত্রুর মুখোমুখি হয়, যেমনটি তারা কিছুদিনের জন্য পেয়েছিল আশির দশকে। তবে এই বাধা অতিক্রম করার চেষ্টা করাই তো দূরদর্শী ও রাষ্ট্রনায়কোচিত নেতৃত্বের কাজ। মহিউদ্দিন আহমদ লেখক ও গবেষক। দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

পরিস্থিতি আসলে কোনদিকে মোড় নিচ্ছে?

২০ পৃষ্ঠার পর

রপ্তানি বাণিজ্যকে কঠিন শর্তে ফেলার শঙ্কার কথাও বলা হচ্ছে। ভারতের ভূমিকা এটা রোধে কতখানি সহায়ক হবে, সে প্রশ্ন রয়েছে সংশ্লিষ্ট সব মহলে। হাসিনা সরকারের পক্ষে ভারতের মোদি সরকারের ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। সুষ্ঠু নির্বাচনের পক্ষে অবস্থান নেওয়া যত সহজ, সে নির্বাচনে কোনো দলের পক্ষে অবস্থান নেওয়া তত সহজ নয়। তার ওপর ভারতের বিষয়ে অভিযোগ রয়েছে যে, তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও এবং এ সম্পর্ক রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ হলেও এদেশের জনগণের বদলে একটি দলের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলতেই অভ্যস্ত। এটা ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী দুই দেশের সম্পর্কোন্নয়নেরও অনুকূল নয়। এ অবস্থায় বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনে উল্লিখিত দুই প্রভাবশালী দেশের অবস্থান কতটা কী পরিবর্তিত হবে, তা এখনই বলে দেওয়া সম্ভব নয়। এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের অভিন্ন স্বার্থের কারণে তাদের ভূমিকা সংশোধিত হয়ে শেষে একটা বিন্দুতে মিলিত হলেও অবাক হওয়া যাবে না।

ইতোমধ্যে দেশের ভেতর বিরোধী দলের নির্দলীয় অন্তর্বতীকালীন সরকারের দাবি আদায়ের আন্দোলন কতটা তীব্র রূপ নেয়, তার ওপরও নির্ভর করছে অনেক কিছু। আগামী তিন-চার মাসের মধ্যে অর্থনৈতিক সংকট তীব্র হয়ে তা সরকারকে গভীর খাদে নিক্ষেপ করবে বলে অবশ্য মনে হয় না। তবে নির্বাচন ঘিরে পরিস্থিতি সংঘাতময় হয়ে উঠলে একই সঙ্গে বাইরের চাপের মুখে থাকা সরকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বেপরোয়া হয়ে পড়তে পারে। সেটা আবার অনিবার্য করে তুলতে পারে নতুন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব। হাসান মামুন : সাংবাদিক, বিশ্লেষক।দৈনিক যুগান্তর এর সৌজন্যে

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।

আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।

আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Direct Deposit
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT

Members: NSA NATP Member of AICPA naea NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.
আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent
Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA
আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন
২০ বছরের অভিজ্ঞতা
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
ASYLUM Cases
Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
Family Petition
Deportation
Cancellation of Removal
Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
Appeals
All other immigration matters
Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law
ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছে।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা:
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214
Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com
C&A
CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

MLS
York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business
Zakir H. Chowdhury
President
Now Hiring Sales Persons
Free Training (Free course fees for selected people)
Earn up to 300K Yearly
Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM
MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC
TAX FILING
NOTARY PUBLIC
IMMIGRATION
TRAVEL SERVICES
AUTHORIZED e-file PROVIDER
37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com
Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

JAMAICA HALAL WINGS
• PIZZA • CHICKEN • BURGER
حلال
HALAL
100% Quality Food
HERO-GYRO-BURGERS
SEAFOOD-SALADS
আমরা ৭ দিন! ২৪ ঘন্টা খোলা
আমরা ক্যাটারিং এবং ডেলিভারী করে থাকি
Call for Pickup
347-233-4709
Get your order delivered!
GRUBHUB UBER eats DOORDASH
PayPal VISA
JAMAICA HALAL WINGS
167-19 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

ইকোনমিস্টের দৃষ্টিতে ইউনূসের বিচার এবং..

৫ পৃষ্ঠার পর

করেছিলেন। তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়নে নিজের কাজের জন্য- সবচেয়ে দরিদ্র্যদের ক্ষমতায়নে ২০০৬ সালে মিস্টার ইউনূস নোবেল শান্তি পুরস্কার জিতেছিলেন। তিনি যে মডেলটি এগিয়ে নিয়েছিলেন তা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নয়নে অনেক ভূমিকা রেখেছিল। তারপর সেটি বিভিন্ন মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

তবুও ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশ শাসন করে আসা (আগেও একবার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদের কাছে মিস্টার ইউনূস এক আপদ। আগামী জানুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে শেখ হাসিনা প্রচারণামূলক বক্তৃতাগুলোতে তাকে আক্রমণ করেন। তিনি উন্নয়নের নায়ককে গরীবের "রক্তচোষা" বলে অভিহিত করেছেন, কথিত সুদের হারের জন্য তাকে অত্যন্ত খারাপ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আনেন। দুর্নীতির কথা উল্লেখ করে পদ্মা সেতু প্রকল্প থেকে ২০১২ সালে বিশ্বব্যাংক নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্তের জন্য তাকে দায়ী করেন। বঙ্গোপসাগর নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মি. ইউনূস হয়তো কোনোভাবে আমেরিকাকে সাহায্য করে নিজ দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, এমনও ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন।

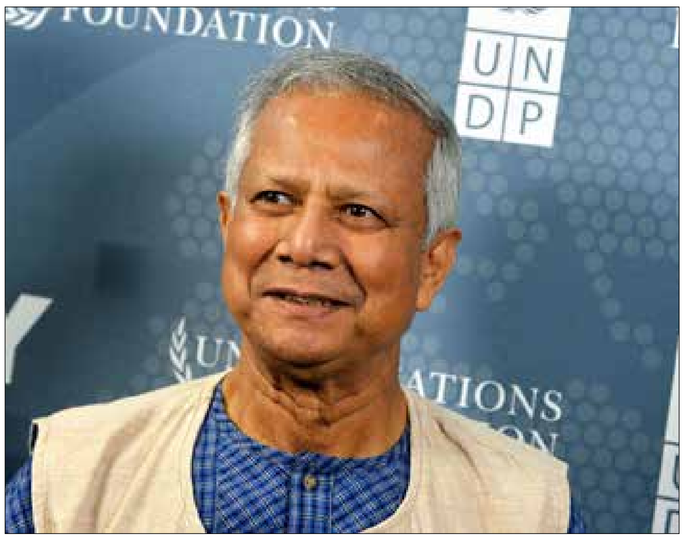

মি. ইউনূসের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনা অনেকদিন ধরেই এসব করছেন।

বিজ্ঞাপন

২০১১ সালে তিনি তাকে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান থেকে অপসারণের জন্য চাপ দেন; পরে সরকার গ্রামীণ বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ নেয়। ২০০৭ সালে সামরিক শাসনের ভয়াবহ সময়কালে তিনি স্বল্প সময়ের জন্য রাজনীতিতে প্রবেশের কথা ভেবেছিলেন, এটাই হতে পারে তার মূল অপরাধ। কিন্তু সেটা কখনোই খুব সিরিয়াস প্রস্পেক্ট ছিল না জানিয়ে তিনি বেনিয়ানকে (ইকোনমিস্টের এশিয়া বিষয়ক কলামিস্ট) বলেন, "রাজনীতি আমার কম্ম নয়"। বর্তমানে ৮৩ বছর বয়সী মি. ইউনূস স্পষ্টতই শেখ হাসিনার জন্য সরাসরি কোনো হুমকি নন। তবে, প্রধানমন্ত্রীর শুরু করা নিপীড়ন দ্বিগুণ করার ক্ষেত্রে সেটা আওয়ামী লীগ এবং দেশটির অনুগত পুলিশ ও বিচার বিভাগকে বাধা দিচ্ছে না।

মি. ইউনূসকে দুর্নীতি দমন কমিশনের সামনে হাজির করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে কর ফাঁকি এবং শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগের আনা হয়েছে। তিনি আশঙ্কা করছেন, তাকে গ্রেফতার করা হবে। কারো কারো মতে এই আক্রমণ দেশের বৃহত্তম মোবাইল অপারেটর গ্রামীণফোনকে দখল করার আগের ধাপ, যেটি চালু করতেও তিনি সহায়তা করেছিলেন। কেউ শেখ হাসিনার বিরোধিতা করলে কিংবা তার থেকে বেশি উজ্জ্বল হলে সেটা তার কাছে অসহনীয় বলে মনে হচ্ছে। ৭৫ বছর বয়সী এই নেত্রীর বাবা ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট। তিনি এমনভাবে কথা বলেন যেন তিনি চিরকাল ক্ষমতায় থাকবেন। আগামী নির্বাচন বাংলাদেশকে একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে।

জুলাই মাসে বিরোধী দল- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) একটি প্রচারণা সমাবেশে রাবার বুলেট এবং কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ যাকে বিরোধীদের উপর "পরিকল্পিত" হামলা বলে বর্ণনা করেছে। ৮০০ জনেরও বেশি বিএনপি কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিরোধী দলটির দাবি, ২০০৯ সাল থেকে তাদের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে ৪০ লাখেরও বেশি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর সমালোচকরা বিড়বিড় করে বলেন যে, পারলে তিনি "টার্মিনেটর"কে অনুকরণ করবেন এবং তার জন্য যারা ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জ হবে তাদের হত্যার জন্য যথাযথ সময়ে চলে যাবেন।

বাংলাদেশের জন্য শেখ হাসিনার অধিকারবোধের মূলে রয়েছে মর্মান্তিক এক ক্ষতি: তার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রায় সকল নিকটাত্মীয়কে ১৯৭৫ সালে সেনা অভ্যুত্থানে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি তার নিহত পিতার এবং এরপর নিজের জন্য যে 'পারসোনালিটি কাল্ট' গড়ে তুলেছেন - সেটা ক্ষতিকারক। যারা এই কাল্টে যোগ দেয়, তারা ক্রোনিজম ও দুর্নীতিতে স্থূল হয়ে পড়া সরকারকে সহায়তা করছে। সরকারকে সমর্থন করার বিনিময়ে, পছন্দের টাইকুনরা ব্যাঙ্কিং লাইসেন্স এবং অন্যান্য রসালো ফল পেয়েছে। এদিকে, বাংলাদেশের কয়েক বছরের শক্তিশালী অর্থনৈতিক পারফরম্যান্সকে বিপন্ন বলে মনে হচ্ছে। দেশটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি একটি মাত্র খাত- পোশাক (শিল্প) এবং সেই সাথে প্রবাসী মেহনতি বাংলাদেশিদের রেমিট্যান্সের উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল।

যা কিনা বাংলাদেশের অগ্রগতির জন্য এক ভয়াবহ হুমকি হতে পারে। শেখ হাসিনার জন্যও যা সম্পূর্ণভাবে অপ্রয়োজনীয়। যদি তিনি একটি অবাধ নির্বাচন করতে দেন, তাহলে সম্ভবত তিনি জিততেন; বিরোধী দল খুবই দুর্বল। তবে তিনি এই পরীক্ষায় যাবেন না, কারণ তিনি তার কর্তৃত্ববাদকে ঝুঁকিমুক্ত রাখতে চান। তিনি তার দমন-পীড়নের বিরোধিতা করায় পশ্চিমা দেশগুলোর বিষোদগার করলেও, সত্যি কথা বলতে কি, তার বিরুদ্ধে তাদের সমালোচনা স্তিমিত হয়েছে। কেবল, আমেরিকা (যারা শেখ হাসিনাকে প্ররোচিত করবে বলে চীনের প্রচেষ্টাকে ভয় পায়) সম্প্রতি গণতন্ত্রকে ক্ষুণ্নকারী বাংলাদেশিদের ভিসা সীমিত করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। পশ্চিমের কাছে সাধু ব্যক্তিত্ব এবং (শেখ হাসিনার কাছে বিরক্তিকর) সম্ভবত সবচেয়ে সুপরিচিত বাংলাদেশি মি. ইউনূসের উপর আক্রমণ তার (শেখ হাসিনার) দায়মুক্তির প্রতীক। অশীতিপর এই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হলে আমেরিকা ও তার মিত্ররা কি শেষ পর্যন্ত তাতে বাধা দেবে? মি. ইউনূসের জন্য সবচেয়ে ভালো আশা সেটাই হতে পারে।

[লেখাটি বিখ্যাত বৃটিশ সাপ্তাহিক 'দ্য ইকোনমিস্ট' এ ২৪ আগস্ট প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকার দৈনিক মানবজমিনের পক্ষে অনুবাদ করেছেন তারিক চয়ন]

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce ▫ Bankruptcy ▫ Civil ▫ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক
ট্যাক্স
* পারসনাল ট্যাক্স
* বিজনেস ট্যাক্স
* সেল্‌স ট্যাক্স
* বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
* ফ্যামিলি পিটিশন
* সিটিজেনশীপ আবেদন
* গ্রীণকার্ড নবায়ন
* সব ধরনের এফিডেভিট
IRS
Notary Public
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
* Personal Tax
* Business Tax
* Sales Tax
* Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
* Citizenship Application
* Family Petition
* Green Card Renew
* All Kinds of Affidavits

Jahangir M Alam
President & CEO
NOTARY PUBLIC
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

SUMMER PROGRAM CAMPS

FROM JUNE TO SEPTEMBER

KT KHAN'S TUTORIAL

ADVANCED ENRICHMENT CAMP GRADES 3 - 8

NEW YORK STATE WRITING, ELA, MATH EXAMS

TUESDAY - THURSDAY: IN-PERSON OR
FRIDAY - SUNDAY: DIGITALLY

LEARN NEXT YEAR'S MATERIAL AHEAD OF TIME!

FAMILIES WIN MEDALS AND OFFICIAL CERTIFICATES

SPECIALIZED HIGH SCHOOLS ADMISSIONS TEST (SHSAT)

ENROLLING ALL 6TH, 7TH, & 8TH GRADERS

TUESDAYS - FRIDAYS: BOOTCAMP & WORKSHOPS
SATURDAYS / SUNDAYS: GROUP CLASSES

SHSAT TEST DATE: OCTOBER 2023
NEXT KHAN'S DIAGNOSTIC: JUNE 24, 2023

4,600 ACCEPTANCES! MOST ACCEPTANCES IN NYC!

SAT & COLLEGE ADMISSIONS REGENTS & HIGH SCHOOL SUBJECTS

2023 SAT TEST DATES: JUNE, AUGUST, OCTOBER

TUESDAY - FRIDAY: SAT SUMMER ELITE
SATURDAY - SUNDAY: SAT SUMMER PREMIUM

NEW STUDENTS ALSO RECIEVE OUR KHAN'S SAT BOOKS FOR FREE!

FREE COLLEGE ADMISSIONS WORKSHOPS

FEATURED IN:

WSJ BBC NBC SPECTRUM NEWS 1 PBS NEWSHOUR

CALL NOW AT 718-938-9451 OR VISIT KHANSTUTORIAL.COM

এ বছর মাল্টায় পৌঁছানো শরণার্থীদের ৬৫ শতাংশই বাংলাদেশি

৫ পৃষ্ঠার পর

কোনো তথ্যই দিতে পারেননি। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার তথ্যমতে, গত বছরও মাল্টায় যাওয়া শরণার্থীদের মধ্যে বাংলাদেশিরাই ছিলেন সবচেয়ে বেশি; প্রায় ৫১ শতাংশ। অন্যদের মধ্যে সিরিয়ান ছিল ২৮ শতাংশ এবং মিসরীয় ছিল ৮ শতাংশ। চলতি বছর মাল্টায় যাওয়া ২৩১ জনের মধ্যে ১৯৫ জনই প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। এ ছাড়া বাকিদের মধ্যে ১৬ জন প্রাপ্তবয়স্ক নারী এবং ২০ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু। শিশুদের মধ্যে দুজন প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গী হিসেবে আছে। গত ৩ জুলাই এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, মাল্টায় যেসব শরণার্থী বর্তমানে অবস্থান করছেন, তাঁদের মধ্যে ২২৭ জন একটি খোলা অভ্যর্থনা কেন্দ্রে বসবাস করছিলেন। এ ছাড়া আরও অন্তত ২১০ জন কমিউনিটি আকারে বাস করছেন। খোলা অভ্যর্থনা কেন্দ্র যারা বসবাস করছিলেন, তাঁদের ৬৯ শতাংশই (১৫৬ জন) পুরুষ এবং এই কেন্দ্রের ৯২ শতাংশই হাল ফার ট্যান্ট ভিলেজে অস্থায়ীভাবে বাস করছিলেন। আরেকটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, চলতি বছরের প্রথমার্ধে ২৮২ জন শরণার্থী দেশটিতে আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেছেন। মূলত বাংলাদেশ, সুদান ও সিরিয়া থেকে যাওয়া মানুষেরাই আশ্রয় গ্রহণের জন্য সবচেয়ে বেশি আবেদন করেছেন।

পাকিস্তানি মুদ্রার রেকর্ড দরপতন, প্রতি ডলার এখন ৩০০.২ রুপি

৬০ পৃষ্ঠার পর

ডলারের বিপরীতে পাকিস্তানি রুপির রেকর্ড দরপতন হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দেশটির আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলারের বিনিময় হার ছিল ৩০০ দশমিক ২ রুপি। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম ডনের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ফরেক্স অ্যাসোসিয়েশন অব পাকিস্তানের তথ্য অনুযায়ী, আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলারের দাম ছিল রেকর্ড ৩০০ দশমিক ২ রুপি। খোলা বাজারে ডলারের দাম ছিল ৩১৪ রুপি। স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গতকাল ডলারের দাম ২৯৯.৬৪ রুপি এবং খোলা বাজারে ৩১৫ রুপিতে ডলার বিক্রি হয়েছিল। দেশটির ফাইন্যান্সিয়াল ডেটা অ্যান্ড অ্যানালিটিক্স পোর্টাল মেটিস গ্লোবালের পরিচালক সাদ বিন নাসির বলেন, 'কালোবাজারি নির্মূলে সরকার ও সব অংশীদারদের সুষ্ঠু কৌশল বাস্তবায়ন করতে হবে। আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার পাওয়া খুব কঠিন, তবে খোলা বাজারে সহজেই পাওয়া যায়।' তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার ২৩ শতাংশে রাখার নীতি সহায়ক নয়, কারণ মানুষ বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে বিনিয়োগ করা লাভজনক বলে মনে করে। ফরেক্স অ্যাসোসিয়েশন অব পাকিস্তানের চেয়ারপারসন মালিক বোস্তান সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, ডলারের দাম আরও বাড়বে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) শর্তের কারণে আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া রুপির ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে।

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন কি সত্যিই সম্ভব?

১৬ পৃষ্ঠার পর

অধ্যাপক অবিনাশ দীক্ষিতের তত্ত্বের আলোকে একটি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ যদি আমরা নির্মাণ করতে চাই, তাহলে শুধু দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীই নয়, সমাজের যেকোনো অসৎ ব্যক্তি এবং অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে ব্যক্তি খাতের এমন ব্যবসায়ীড়সবাইকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। তাহলে একদিন এমন একটি সমাজ হবে, যেখানে কোনো দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তা, অসৎ ব্যবসায়ী ও নৈতিকতাবর্জিত মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ধারণা আস্তে আস্তে কমে আসবে। ড. এন এন তরুণ ইউনিভার্সিটি অব বাথ, ইংল্যান্ড। সাউথ এশিয়া জার্নালের এডিটর অ্যাট লার্জ। দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

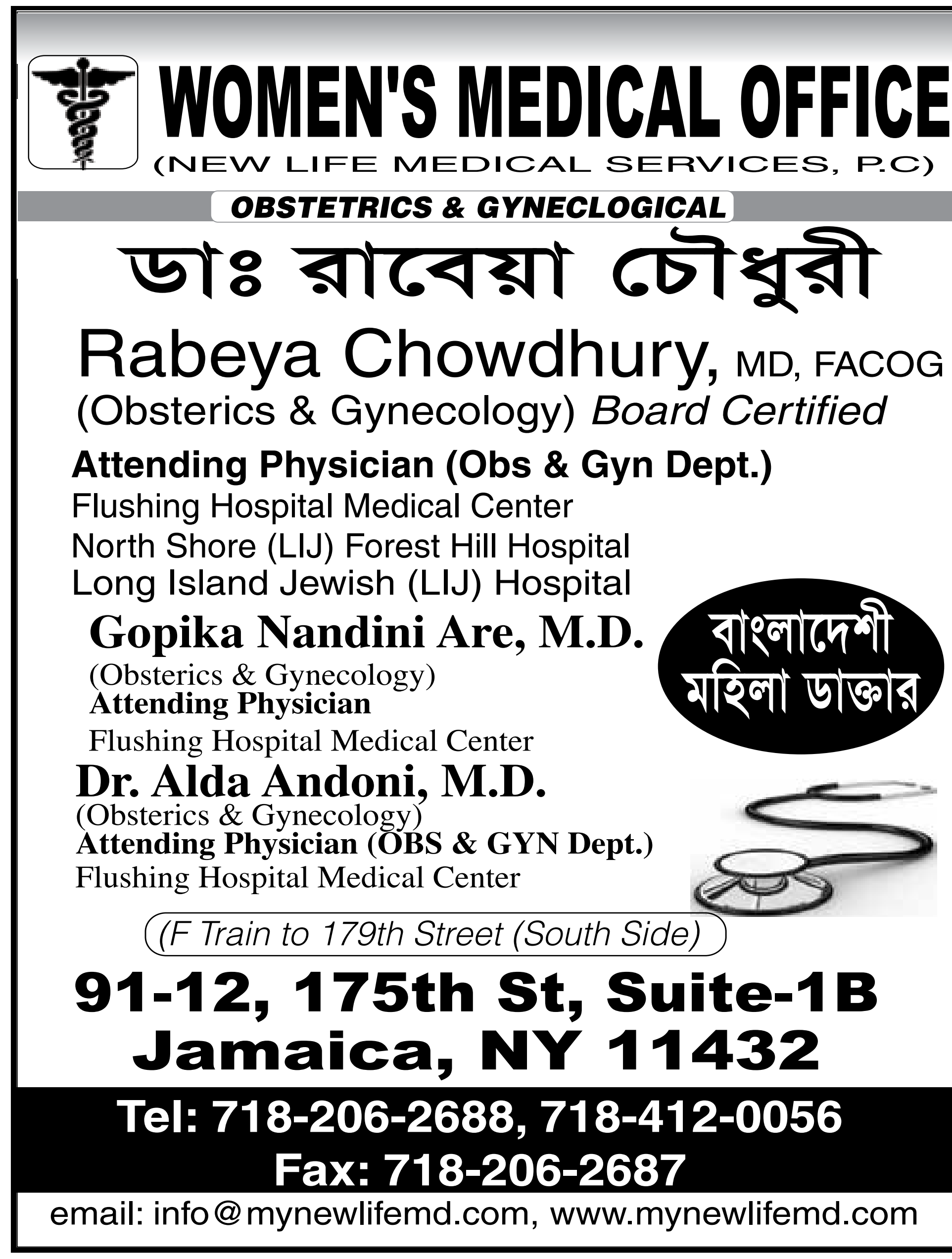

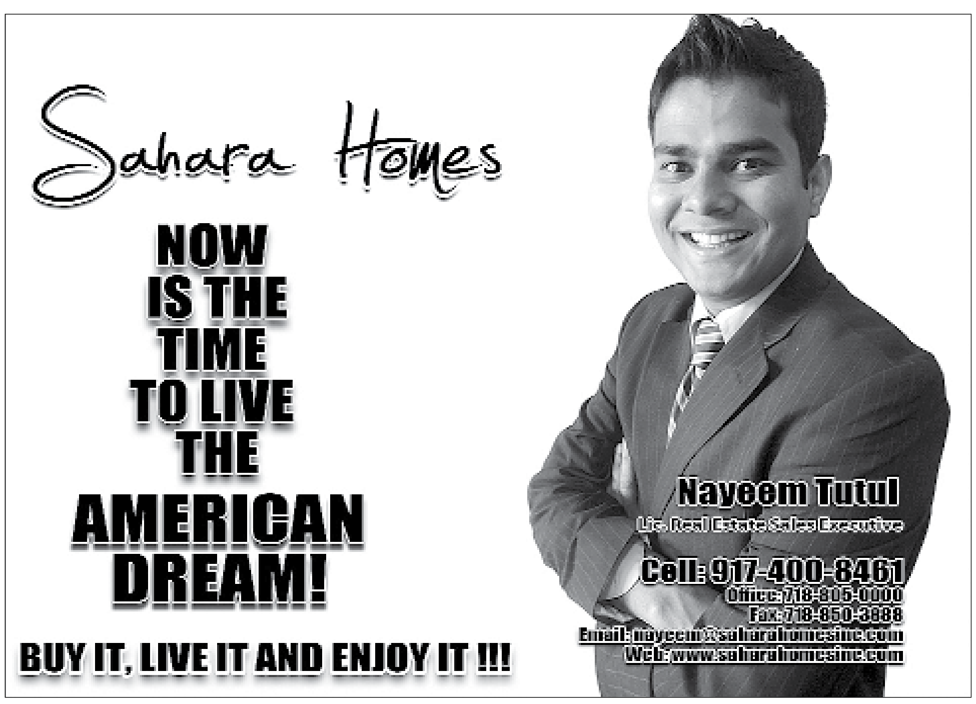

LET'S GO TO
Dhaka
সবচেয়ে কম দামে বিমানের টিকেট
GET UP TO
30% OFF
এস্টোরিয়া
ডিজিটাল ট্রাভেলস
Emirates
NY Dhaka
BOOK NOW
718 721 2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
Address: 25-78 31st Street New York, NY- 11102

কোরআন অবমাননা নিয়ে নতুন সিদ্ধান্তে ডেনমার্ক

১২ পৃষ্ঠার পর

অপবিত্রতাকে লক্ষ্য করবে বলেও মন্ত্রী জানান।

হামেলগার্ড বলেন, কোরআন পোড়ানো 'মৌলিকভাবে অবমাননাকর ও সহানুভূতিহীন কাজ', যা 'ডেনমার্ক ও এর স্বার্থের ক্ষতি করে'।

হামেলগার্ড জানান, নতুন আইনটি ডেনমার্কের দণ্ডবিধির ১২ অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যা জাতীয় নিরাপত্তাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

নিষেধাজ্ঞার জন্য জাতীয় নিরাপত্তা প্রধান 'অনুপ্রেরণা' উল্লেখ করে বিচারমন্ত্রী বলেন, 'আমরা বসে থাকতে পারি না, যখন বেশ কয়েকজন ব্যক্তি সহিংস প্রতিক্রিয়া উস্কে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। যারা আইন ভঙ্গ করবে তাদের জরিমানা ও দুই বছরের জেল হতে পারে।

এদিকে পবিত্র কোরআন পোড়ানো বন্ধ করতে দেশের আইন সংশোধনের কথা জানিয়েছে সুইডেন সরকার। আইন সংশোধন হলে যে কোনো বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলের অনুমতি দেবে পুলিশ।

শুক্রবার (২৫ আগস্ট) রাজধানী স্টকহোমে এক সংবাদ সম্মেলনে সুইডেনের বিচারমন্ত্রী গানার স্ট্রম জানান, দেশের আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে শিগগিরই একটি কমিশন নিয়োগ দেওয়া হবে। সুইডেনের বিতর্কিত বাকস্বাধীনতা আইনের কারণে দেশটিতে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ধর্ম অবমাননার ঘটনা ঘটছে। এতদিন এই আইন পরিবর্তনের বিষয়টি নাকচ করে আসছিল সরকার।

গানার স্ট্রম বলেন, সম্প্রতি দেশে টানা বেশ কয়েকটি কোরআন পোড়ানোর ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় দেশের ভেতর ও বাইরে থেকে সুইডেনের বিরুদ্ধে হুমকি আসছে। ফলে সুইডেনের জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তাকে আমরা কোনোভাবেই ঝুঁকিতে ফেলতে পারি না।

সম্প্রতি সুইডেনে বেশ কয়েকটি কোরআন পোড়ানোর ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় সমগ্র বিশ্বে নিন্দার ঝড় ওঠে। এমনকি বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর জোট ওআইসির উদ্যোগে জাতিসংঘে সুইডেনের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়।খবর আরব নিউজের।

মাথার পাশে ভুলেও মোবাইল চার্জে দিয়ে ঘুমাবেন না

৬০ পৃষ্ঠার পর

করল অ্যাপেল। অ্যাপেলের তরফ থেকে এবার অনলাইন ইউজার গাইডে এ নিয়ে সতর্ক করা হবে। মার্কিন সংস্থাটির দাবি, বর্তমানে রাত জেগে মোবাইলে অনলাইন গেম খেলা কিংবা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম দেখার প্রবণতা বাড়ছে। যার জেরে মোবাইলের ব্যাটারিও দ্রুত কমতে থাকে। সমাধান হিসেবে তাই স্মার্টফোনটি চার্জ করতে করতেই হাতে ফোন ধরে থাকেন। আর অনেক সময় সেভাবেই মোবাইল হাতে ঘুমিয়ে পড়েন। যা শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

অ্যাপেলের তরফ থেকে বলা হয়, মোবাইল চার্জে দিয়ে কোনো সমতল স্থানে রাখা উচিত। যেমন টেবিল কিংবা আলমারির মাথা। কম্বল, বালিশ কিংবা আপনার শরীরের ওপর রেখে চার্জ করা একেবারেই সঠিক পদ্ধতি নয়।

ইউজার গাইডে আরো বলা হয়েছে, আইফোন চার্জ হওয়ার সময়, তা থেকে তাপ নির্গত হয়। যে কারণে সঠিক পরিবেশ ও খোলা জায়গা না পেলে তাতে আগুন ধরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একই কারণে ফোন চার্জে বসিয়ে বালিশের নিচে চাপা রেখে দেয়ার বিষয়টিও অত্যন্ত বিপজ্জনক।

এমনিতেই টেক কোম্পানিগুলি সতর্ক করে জানিয়ে দেয় যে পাওয়ার ব্যাংক, ওয়্যারলেস চার্জার কিংবা মোবাইলের মতো ডিভাইসের ওপর শুয়ে পড়বেন না। পাশাপাশি কম্বল, বালিশের নিচেও এই ধরনের ডিভাইস রাখবেন না। এতে শরীরের যেমন ক্ষতি হয় না, তেমনই ব্যাটারি পুড়ে যাওয়া কিংবা ডিভাইসে আগুন লাগার ঝুঁকিও এড়ানো যায়।

২০২৬ সালের মধ্যে ডেঙ্গুর টিকা আনবে ভারতীয় সংস্থা

৬০ পৃষ্ঠার পর

মধ্যে বাণিজ্যিক উৎপাদনে গিয়ে প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে যাচ্ছেন তারা।

গত কয়েক বছর ধরে ভারতে মশাবাহিত রোগটি জনস্বাস্থ্যের অন্যতম উদ্বেগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাইয়ে দেশটিতে ৩১ হাজার ৪৬৪ জনের ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছে। মারা গেছেন ৩৬ জন।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর ভেক্টর বোর্ন ডিজিজেস কন্ট্রোল অনুসারে, কভিড মহামারী চলাকালে ডেঙ্গুর বিস্তার হ্রাস পেলেও পরবর্তীকালে মারাত্মক আকার ধারণ করে।

আইআইএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে আনন্দ কুমার বলেছেন, প্রাথমকি পর্যায়ে ১৮-৫০ বছর বয়সী প্রায় ৯০ জনের ওপর ট্রায়াল পরিচালিত হয়েছে। তাদের ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব পাওয়া যায়নি।

শিগগিরই ট্রায়ালের পরবর্তী ধাপে যাবে আইআইএল। সবকিছু পরিকল্পনা মতো চললে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে কমপক্ষে ২-৩ বছর সময় লাগবে। এ হিসেবে ভ্যাকসিন বাজারজাতের জন্য ২০২৬ জানুয়ারির দিকে তাকিয়ে আছেন বলে জানান আনন্দ কুমার।

তিনি আরো জানান, যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ (এনআইএইচ) টিকা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দিচ্ছে।

আইআইএল ছাড়াও কমপক্ষে দুটি ভারতীয় কোম্পানি ডেঙ্গুর টিকা নিয়ে কাজ করছে। এগুলো হলো সেরাম ইনস্টিটিউট ও প্যানাসিয়া বায়োটেক।

হায়দরাবাদ ভিত্তিক আইআইএল অর্ধশত দেশে অন্যান্য প্রাণীর পাশাপাশি মানুষের ভ্যাকসিন রফতানি করে। তাদের মোট বিক্রির ৩৫ শতাংশ হলো জলাতঙ্কের টিকা। কোম্পানিটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এক হাজার ৩০০ কোটি রুপি আয়ের আশা করছে। খবর রয়টার্স।

ভিজিট ভিসাতেও বাংলাদেশি-পাকিস্তানিদের ওমরাহ পালনের সুযোগ

৬০ পৃষ্ঠার পর

সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রী পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সফরকালে এসব সুবিধা চালু করা হয়েছে। গালফ নিউজ এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

সফরে দুই দেশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে ওমরাহ যাত্রীদের জন্য সৌদি পরিষেবাগুলো তুলে ধরেন সৌদির হজ ও ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রী ড. তওফিক বিন ফাওজান আর-রাবিয়াহ। সৌদি হজ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মক্কামদিনায় ওমরাহ পালনের জন্য পাঁচটি 'সহজ' উপায় রয়েছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের নাগরিকেরা এই পাঁচটির মধ্যে একটি নির্বাচন করতে পারবেন।

এসবের মধ্যে রয়েছে, তাঁরা সৌদি সরকারি প্ল্যাটফর্ম 'নুসুকের' মাধ্যমে অনলাইনে ওমরাহ প্যাকেজ রিজার্ভ করতে পারবেন।

একইসঙ্গে সৌদি আরবে থাকা বন্ধু বা পরিচিতদের কাছে ভিজিট ভিসাতেও ওমরাহ পালন করতে পারবেন বাংলাদেশি ও পাকিস্তানিরা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং শেনজেন ভিসাধারী এবং জিসিসি দেশের বাসিন্দারাও এসব নিয়মে ওমরাহ করার জন্য সৌদি আরব যেতে পারেন। সৌদি আরবের একজন বাসিন্দার মাধ্যমে পারিবারিক ভিজিট ভিসাতেও ওমরাহ করা যায়।

সম্প্রতি সৌদি আরব বিদেশি মুসলমানদের ওমরাহ করতে দেশে আসার জন্য অনেক সুবিধা উন্মুক্ত করেছে। ব্যক্তিগত, ভিজিট এবং ট্যুরিস্ট ভিসার মতো বিভিন্ন ভিসায় মুসলমানদের ওমরাহ এবং মদিনায় নবীর মসজিদে নববী পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।

সৌদি কর্তৃপক্ষ ওমরাহ ভিসা ৩০ দিন থেকে বাড়িয়ে ৯০ দিন করেছে এবং স্থল, আকাশ এবং সমুদ্রপথে দেশটিতে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে।

ফলে সৌদি আরব আশা করছে, চলতি মৌসুমে বিদেশ থেকে প্রায় এক কোটি মুসলমান ওমরাহ করবে।

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
Emirates
KUWAIT AIRWAYS
QATAR
SAUDIA
TURKISH AIRLINES
ETIHAD
We do UMRAH VISA. Tourist VISA
for India, Saudi, Dubai & More Countries
কর্ণফুলি ট্রাভেল
আই এন সি.
সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট
আমাদের কাছে আছে সর্বনিম্ন মূল্যে উমরাহ্ ও হজ্ব ভিসা প্যাকেজ
উমরাহ্ ভিসা সহ অন্যান্য ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়।
আমাদের সুবিধা:
নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি।
অফিসে সপ্তাহে ৭ দিন খোলা
সকাল ১০:০০ - রাত ১০:০০
Call Last Minute For Special Blocked Seats!
37-16 73rd St. Suite # 201 FR, Jackson Heights, NY 11372
718 205 6050 | 718 205 6055 | 917 691 7721
karnafullytravel@yahoo.com | msalim@karnafullytravel.com
www.karnafullytravel.com

চাঁদে পা রেখে ইতিহাস গড়ল ভারতের চন্দ্রযান-৩

১২ পৃষ্ঠার পর

গত ১৪ জুলাই ভারত চাঁদের উদ্দেশে তৃতীয় অভিযান শুরু করে। ওই দিন দুপুরে অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীহরিকোটা উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে চাঁদের দিকে রওনা দেয় চন্দ্রযান ৩। একটি এলভিএম ৩ রকেট দিয়ে চাঁদের উদ্দেশে চন্দ্রযানটিকে উৎক্ষেপণ করা হয়।

চন্দ্রাভিযানে রয়েছে একটি ল্যাণ্ডার ও একটি রোভার। ল্যাণ্ডার চাঁদের মাটিতে অবতরণ করবে আর রোভার চাঁদের মাটিতে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকবে। ইসরোর প্রতিষ্ঠাতা বিক্রম সারাভাইয়ের নামে ল্যাণ্ডারটির নাম রাখা হয়েছে 'বিক্রম' আর রোভারটির নাম 'প্রজ্ঞান'।

এই অভিযানে সফল হওয়ায় চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণকারী চতুর্থ দেশ হলো ভারত। এর আগে যুক্তরাষ্ট্র, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন চাঁদে নামতে সফল হয়েছিল। আগের অভিযানে ২০১৯ সালে ঠিক চাঁদের মাটি ছোঁয়ার সময় ল্যাণ্ডার-রোভারটি ধ্বংস হয়ে যায়। তবে চন্দ্রযান-২-এর সেই অরবিটার এখনও চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে এবং ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর বেস-স্টেশনে নিয়মিত তথ্য পাঠিয়ে চলেছে।

চন্দ্রপৃষ্ঠের দক্ষিণ মেরু অঞ্চল নিয়ে এখনও বিস্তারিত জানা যায়নি। তবে চন্দ্রযান-৩ ওই অঞ্চলে অবতরণের ফলে চাঁদের বিজ্ঞানীদের সেই ধাঁধাঁ ঘুচবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। চন্দ্র পৃষ্ঠের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে চাঁদের বয়স আবিষ্কারেরও চেষ্টা হবে বলে ইসরোর বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন।

দিল্লির শিব নাদার বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাকাশ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্সের শিক্ষক ড. আকাশ সিনহা বলছেন, চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে অবতরণের ঝুঁকি যেমন আছে, তেমনই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সম্ভাবনাও এই অঞ্চলেই বেশি। চন্দ্রপৃষ্ঠের ওই দক্ষিণ মেরু অংশেই ২০০৮ সালে জলের সন্ধান পেয়েছিল চন্দ্রযান-১।

কর্তৃত্ববাদের ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার

১৬ পৃষ্ঠার পর

মডেল ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার থেকে প্রাপ্ত।

ঔপনিবেশিক পূর্বসূরি থেকে সার্বভৌমত্বের একক মতাদর্শের সাথে সুনির্দিষ্ট 'অনাচারী আইনের' ধারাবাহিকতা বা পুনঃপ্রবর্তনের রদ করা দরকার। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো অসংখ্য অভ্যন্তরীণ সমস্যায় জর্জরিত। এসব সমস্যা সৃজনশীলভাবে মিটমাট করার জন্য দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি দেশে কাঠামোগত পরিবর্তন জরুরি। উপমহাদেশ জুড়ে শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য কূটনৈতিক অগ্রগতি অপরিহার্য।

ঔপনিবেশিক শাসনের কর্তৃত্ববাদী উত্তরাধিকার থেকে আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর আবার রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে নতুন করে ভাবা দরকার।

আয়েশা জালাল: পাকিস্তানি-আমেরিকান ইতিহাসবিদ, আমেরিকার টাফ্‌টস ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের অধ্যাপক এবং সেন্টার ফর সাউথ এশিয়ান অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ওশান স্টাডিজের পরিচালক

প্রিগোজিনের মৃত্যু নিয়ে নীরবতা ভাঙলেন পুতিন

১২ পৃষ্ঠার পর

সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাতও করেন।'

এ ঘটনার তদন্তে ইতোমধ্যে কমিটি গঠন করা হয়েছে জানিয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, 'ইতোমধ্যে প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়েছে। এটি সফলভাবে সম্পন্ন করা হবে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

'দেখা যাক, তদন্তে কী উঠে আসে। বিশেষজ্ঞ ও প্রযুক্তির সহায়তায় জেনেটিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলমান।'

তবে তদন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সময় লাগবে বলে জানান পুতিন।

ওয়াগনার প্রধান প্রিগোজিনসহ সাত যাত্রী নিয়ে বুধবার মস্কো থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গের উদ্দেশে উড়াল দেয়ার ২০ মিনিটের মধ্যে বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে বিমানটিতে থাকা তিনজন ক্রুসহ ওই সাতজনই নিহত হন।

ওয়াগনার-ঘনিষ্ঠ টেলিগ্রাম চ্যানেল গ্রে জোন জানায়, মস্কোর উত্তরে টিভার অঞ্চলে বিমানটিকে গুলি করে নামায় রাশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষা বাহিনী। বিমানটি ভূপাতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আগুন ধরে যায়।

এটিকে দুর্ঘটনা হিসেবে মানতে নারাজ প্রিগোজিনের অনুসারীরা। প্রো-ওয়াগনার মেসেজিং অ্যাপ চ্যানেলে তাদের দাবি, বিমানটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে নামানো হয়েছে। এমনকি বিমানে রাশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষা বাহিনী ক্ষেপণাস্ত্র হামলাও চালিয়ে থ াকতে পারে।

ওয়াগনার প্রধান নিহত হওয়ার খবর বিভিন্নভাবে চারদিকে ছড়ালেও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এটিকে পুতিনের পক্ষ থেকে দেয়া শাস্তি হিসেবেই দেখছেন। কারণ হিসিবে তারা বলছেন, প্রিগোজিন বিদ্রোহ ঘোষণার মধ্য দিয়ে ২৩ বছরের শাসনামলে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের ভিত্তি সবচেয়ে বেশি নড়বড়ে করে দিয়েছিলেন।

প্রিগোজনের মৃত্যুতে পুতিনকে নিয়ে সন্দেহ বাইডেনের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মনে করছেন, বিমান বিধ্বস্ত হয়ে গ্রিগোজিনের মৃত্যুর পেছনে পুতিনের হাত থাকলেও থাকতে পারে। গ্রিগোজিন যদি পুতিনের নিশানা হন, তবে বাইডেন একটুও বিস্মিত হবেন না।

রুশ ভাড়াটে যোদ্ধাবাহিনী ওয়াগনার গ্রুপের প্রধান ইয়েভজেনি প্রিগোজিনের মৃত্যুর খবর ছড়িয়েছে গণমাধ্যমে, তবে এ নিয়ে নিশ্চিত তথ্য জানা যাচ্ছে না। বিষয়টি যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে এর পেছনে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের হাত থাকতে পারে বলে মনে করছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

মস্কো থেকে ১০০ কিলোমিটার উত্তরে টিভার অঞ্চলে ১০ জনকে নিয়ে স্থানীয় সময় বুধবার বিধ্বস্ত হয় একটি বিমান। এই বাহনে প্রিগোজিনও ছিলেন বলে এখনও পর্যন্ত তথ্য এসেছে। বিমানটিতে তিন পাইলট ও সাতজন যাত্রী ছিলেন। যাত্রীদের তালিকায় ছিল ওয়াগানার প্রধানের নাম।

সিএনএন বলছে, জো বাইডেন মনে করছেন, বিমান বিধ্বস্ত হয়ে গ্রিগোজিনের মৃত্যুর পেছনে পুতিনের হাত থাকলেও থাকতে পারে। গ্রিগোজিন যদি পুতিনের নিশানা হন, তবে বাইডেন একটুও বিস্মিত হবেন না।

সিএনএনকে বাইডেন আরও বলেন, 'আপনাদের হয়তো মনে থাকতে পারে, আমাকে আগেও এই ব্যাপারটি নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।'

গত জুলাইয়ে ওয়াগনার প্রধানের প্রসঙ্গে কথা বলেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। গ্রিগোজিনের নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলেছিলেন তিনি।

ফিনল্যান্ডে তখন সাংবাদিকদের তিনি কৌতুকের সুরে বলেছিলেন, আমি যদি গ্রিগোজিন হতাম তবে আমি আমার খাবারের মেন্যুর দিকেও নজর রাখতাম।

বিমান বিধ্বস্তের ঘটনা নিয়ে বাইডেন বলেন, 'রাশিয়ায় এমন কোনো ঘটনা ঘটে না, যার পেছনে পুতিন নেই। তবে এখানে কী ঘটেছে তা নিয়ে পর্যাপ্ত আমি জানি না।'

বুধবার ওয়াগনার-ঘনিষ্ঠ একটি টেলিগ্রাম চ্যানেল গ্রে জোন জানায়, মস্কোর উত্তরে টিভার অঞ্চলে বিমানটিকে গুলি করে নামায় রাশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষা বাহিনী।বিমানটি ভূপাতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আগুন ধরে যায় বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা তাস। ওয়াগনার প্রধান রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত। ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার হয়ে লড়াই করেছে ওয়াগনার বাহিনী। পূর্ব ইউক্রেনের বাখমুতে যখন রাশিয়ার সেনাবাহিনী কোণঠাসা, তখন ওয়াগনার সেনাদের ভূমিকায় বাখমুতের নিয়ন্ত্রণ নেয় রাশিয়া।

অবশ্য এক পর্যায় গত ২৩ জুন অস্ত্র সরবরাহ এবং যুদ্ধের নীতি-কৌশল নিয়ে ওয়াগনার প্রধানের সঙ্গে রাশিয়ার শীর্ষ কমান্ডারদের মতবিরোধ দেখা দেয়।ওয়াগনার প্রধান সে সময় তার সেনাদের মরদেহের মাঝে দাঁড়িয়ে অস্ত্র সংকটের কথা জানান। বলেন, রাশিয়া চাহিদা অনুযায়ী অস্ত্র সরবরাহ করছে না। পরিস্থিতি না বদলালে তার সেনাদের যুদ্ধের ময়দান থেকে প্রত্যাহার করে নেবেন।

এ নিয়ে রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগু ও সামরিক প্রধান ভ্যালেরি গেরাসিমভের সঙ্গে তার প্রকাশ্য বিরোধ সামনে আসে। ২৩ জুন তিনি রাশিয়ার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তার সেনাদের ওপর বিমান হামলার অভিযোগ করেন। এর প্রতিবাদে রাশিয়ার সামরিক নেতৃত্বকে উৎখাতের জন্য ইউক্রেন সীমান্ত থেকে মস্কো অভিমুখে অভিযান শুরু করেন তিনি। পথে রোস্তভ-অন-দনসহ কয়েকটি শহর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেন ওয়াগনারের যোদ্ধারা। ওয়াগনারের নিয়ন্ত্রণে যায় গুরুত্বপূর্ণ একটি রুশ সেনাঘাঁটিও।

এরপর ওয়াগনারের অগ্রযাত্রা এবং পুতিনের পাল্টা হুঁশিয়ারি মুখোমুখি সংঘাত অনিবার্য করে তোলে। পরবর্তীতে বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্দার লুকাশেঙ্কোর মধ্যস্থতায় অভিযান বন্ধের ঘোষণা দেন প্রিগোজিন।

বেলারুশ সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পুতিনের সম্মতিতে তাদের সঙ্গে প্রিগোজিনের আলোচনা হয়েছে। লুকাশেঙ্কো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার আশ্বাস দেন।

বিনিময়ে ওয়াগনার যোদ্ধাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়ার বিষয়ে মতৈক্য হয়। বিদ্রোহের পর ওয়াগনার সেনারা বেলারুশে চলে যান বলে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর হয়।

তবে প্রিগোজিনের অবস্থান নিয়ে সৃষ্টি হয় নতুন জল্পনা। শোনা যায়, তিনি বেলারুশে আছেন। এমনকি তার রাশিয়া সফর এবং পুতিনের সঙ্গে স্বাক্ষাত করার খবরও জানা যায়। কিন্তু ওই ঘটনার পর থেকে কখনোই তাকে জনসম্মুখে আসতে দেখা যায়নি।

রাশিয়ার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নিষেধাজ্ঞা

৬ পৃষ্ঠার পর

শিশু নিপীড়নের বিষয়টি উল্লেখ করে। এসব অভিযোগ অস্বীকার করে ওই আদালতের কৌঁসুলির ওপর পাল্টা নিষেধাজ্ঞা দেয় রাশিয়া।

রুশ কর্তৃপক্ষ বলছে, তাঁরা শিশুদের সংঘর্ষপূর্ণ এলাকা থেকে সরিয়ে নিরাপদ শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রে নিয়ে যাচ্ছিল। তবে ইউক্রেনের কর্মকর্তা ও অধিকার সংস্থাগুলো বলছে, রাশিয়া মগজ ধোলাইয়ের উদ্দেশ্যে পরিবারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাজারো শিশুকে নির্বাসিত করেছে। আর যে শিশুদের বয়স একটু বেশি, তাদের সেনা প্রশিক্ষণের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

থমাস গ্রিনফিল্ড বলেন, 'আপনারা রুশ কর্মকর্তাদের বলতে শুনবেন, যে শিশু স্থানান্তরের বিষয়টি 'জরুরি মানবিক' পরিস্থিতির অংশ। কিন্তু তা বাস্তবতার চরম বিকৃতি ও অন্যায়কে ন্যায়সঙ্গত করার নিরর্থক প্রচেষ্টা।'

BEGINNER'S
DRIVING ACADEMY
5 HOURS PRE LICENSING COURSE
OUR SERVICES
• Professional Certified Male & Lady Instructor.
• Flexible Lesson Timing
• Pickup, Drop Off from your Convenient Location
• All Types of DMV Express Services
6 Hours Defensive Driving Course (DDC)
BEGINNER'S
DMV EXPRESS
SERVICE
DMV এর সকল ধরনের জরুরী
সেবা পেতে আজই যোগাযোগ করুন
PLEASE CALL
(929) 244 7730
www.bdacademy.nyc
71-16 35th Avenue,
Jackson Heights, NY 11372.
129-20 Liberty Avenue,
South Richmond Hill, NY 11419.

বাংলাদেশের জনশক্তি রফতানি বেড়েছে ৬৭%, রেমিট্যান্স কমেছে ৬%

১০ পৃষ্ঠার পর

দেশে থাকা স্বজনদের কাছে বেশি রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা।

জানতে চাইলে রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) নির্বাহী পরিচালক ড. সি আর আবরার বলেন, 'জনশক্তি রফতানি ও এর বিপরীতে প্রাপ্ত রেমিট্যান্স একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক রয়েছে। তার পরও এখানে অনেকগুলো ফ্যাক্টর নানাভাবে কাজ করে। শ্রমিক বিদেশ যাওয়ার পর তার বেতন কত, যে পরিমাণ জনশক্তি রফতানি হয়েছে তার বিপরীতে কতসংখ্যক মানুষ রেমিট্যান্স পাঠাতে পারছে, তারা যে ঋণ করে বিদেশ গেছে সেটা তারা পরিশোধ করতে পারছে কিনা এসব বিবেচনায় নিতে হবে। আর এগুলো পরিষ্কার হলেই আমরা পরবর্তী বিষয় সম্পর্কে জানতে পারব।'

সর্বশেষ সমাপ্ত ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশ থেকে ১১ লাখ ৩৭ হাজার ৯৩১ কর্মী বিদেশে গেছেন। এর বিপরীতে ২ হাজার ১৬১ কোটি ৭ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। আগের অর্থবছরে বিদেশ গিয়েছিলেন ৯ লাখ ৮৮ হাজার ৯১০ জন, রেমিট্যান্স এসেছে ২ হাজার ১০৩ কোটি ১৭ লাখ ডলার। সে হিসাবে জনশক্তি রফতানি বাড়লেও সে তুলনায় রেমিট্যান্স আসছে না দেশে।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, দেশে বৈদেশিক মুদ্রার বিশেষ করে ডলারের বিনিময় হারে পার্থক্যের কারণে হুন্ডির মাধ্যমে প্রবাসী আয়ের অর্থ আসা বেড়ে গেছে। এমনকি সরকারের প্রণোদনার চেয়েও হুন্ডির মাধ্যমে দেশে অর্থ পাঠালে বেশি লাভ পান প্রবাসীরা। এক্ষেত্রে বিনিময় হারকে একীভূত ও বাস্তবসম্মত করতে না পারার কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায় রয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত বছরের জুলাই শেষে দেশে প্রতি ডলারের বিনিময় মূল্য ছিল ৯৪ টাকা ৭০ পয়সা। চলতি বছরের জুলাই শেষে এ হার দাঁড়িয়েছে ১০৯ টাকায়।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ডিস্টিংগুইশড ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'জনশক্তি রফতানি বাড়ার সঙ্গে রেমিট্যান্স বৃদ্ধি একটু সময়ের ব্যবধানে হয়। কিন্তু পরিসংখ্যানে যে পরিমাণ কম দেখাচ্ছে সেটা ব্যাখ্যার দাবি রাখে। ধারাবাহিকভাবে যদি এ পার্থক্য থেকে যায় তাহলে সময়ের ব্যবধানের বিষয়টি আর প্রাসঙ্গিক থাকে না। এখানে দুটো বিষয় আছে। একটি হচ্ছে যারা বিদেশে যাচ্ছে তারা কি আগের চেয়ে কম আয় করার ফলে দেশে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারছে না? আরেকটি হচ্ছে বিদেশে যাওয়ার খরচ পূরণের জন্য সেখানে তারা বড় কোনো ঋণ করেছে কিনা। কারণ বাংলাদেশ থেকে বিদেশে কর্মী পাঠানোর খরচ বিশ্বের মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ। এটি হচ্ছে সরবরাহ দিকের বিষয়। অন্যদিকে জোগানের বিষয়ে বলতে গেলে বিনিময় হারে পার্থক্যের কারণে তারা হয়তো ব্যাংকের মাধ্যমে না পাঠিয়ে হুন্ডিতে টাকা পাঠাচ্ছে।'

দেশ থেকে বিদেশে কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান, কর্মীদের অধিকার সংরক্ষণ ও প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)। জনশক্তি রফতানি বাড়লেও রেমিট্যান্স কমে যাওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে প্রতিষ্ঠানটির কেউ নাম প্রকাশ করে কথা বলতে রাজি হননি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিএমইটির একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, 'জনশক্তি রফতানির তুলনায় রেমিট্যান্স কমে আসার বেশকিছু কারণ রয়েছে। এগুলো শুধু একটা সুনির্দিষ্ট কারণের ওপর নির্ভর করে না। শ্রমিকদের দক্ষতা তার মধ্যে একটি। এর ওপর নির্ভর করে তারা কী পরিমাণ অর্থ দেশে পাঠাতে পারবেন। একজন শ্রমিক বিদেশ যাওয়ার পরও যদি দক্ষতার অভাবে আয় করতে না পারেন তাহলে দেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রশ্নই ওঠে না। বিদেশ গিয়ে তাদের আয় হচ্ছে তা নিজের ব্যয় চালাতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। দুই ঈদের সময় শ্রমিকরা কষ্ট করেন, খেয়ে না খেয়ে স্বজনদের জন্য অর্থ পাঠান। ফলে ঈদের মৌসুমে আমাদের রেমিট্যান্সের প্রবাহ প্রবৃদ্ধির দিকে থাকে। ঈদের পর তা আবার কমে যায়। তাছাড়া বর্তমানে দেশের ব্যাংকগুলোর ওপর অনাস্থা রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যাওয়ার আরেকটি কারণ। শ্রমিকরা অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য ব্যাংক খাতে না পাঠিয়ে হুন্ডি-হাওলায় পাঠাচ্ছেন। তবে দক্ষ জনবল তৈরি, শ্রমিকদের নিরাপত্তা দেয়াসহ বিএমইটির কার্যক্রম নিয়মিতভাবে চলছে।'-বণিক বার্তা

ছবির ক্যাপশন: জোহানেসবার্গে রেডিসন হোটেল অ্যান্ড কনভেনশন সেন্টারে 'দ্য রাইজ অব বেঙ্গল টাইগার: 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড বিজনেস সামিট' শীর্ষক একটি রোড শো'র অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে ভাষণ দিচ্ছেন শেখ হাসিনা।

দারিদ্র্য বিমোচনে চীনা কৌশলে বাংলাদেশের আগ্রহ

১০ পৃষ্ঠার পর

জরিপ-২০২২' অনুযায়ী, বর্তমানে দেশের দারিদ্র্যের হার ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ। এর মধ্যে অতি দারিদ্র্যের হার এখন ৫ দশমিক ৬ শতাংশ।

গেল ১০ বছরে চীন দারিদ্র্য বিমোচনে সবচেয়ে বড় সাফল্য অর্জন করেছে। এ সময়ে চরম দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে দেশটি। মোট ৯ কোটি ৮৯ লাখ ৯০ হাজার মানুষ দারিদ্র্যমুক্ত হবার তথ্য দিয়েছে দেশটির সরকার। অর্থাৎ জাতিসংঘের ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডার চেয়ে ১০ বছর আগে চীন তার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করেছে। এ সময়ে চীনের মাথাপিছু জিডিপি ৬৩০০ ডলার থেকে বেড়ে ১২৪৭১ ডলারে উন্নীত হয়েছে। ফলে বেড়েছে মানুষের জীবনযাপনের মানও।

গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনরুদ্ধার প্রকল্প চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে শহুরে বাসিন্দাদের তুলনায় গ্রামীণ বাসিন্দাদের নিষ্পত্তিযোগ্য আয় আরও দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়। আগামী ১৫ বছরে চীনে মাঝারি আয়ের গ্রুপের লোকসংখ্যা ৮০ কোটি হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

১০ বছর ধরে চীনের অর্থনীতির বৃদ্ধির গড় গতি ছিল ৬ শতাংশের বেশি। জিডিপি ৫৩ দশমিক ৯ ট্রিলিয়ন ইউয়ান থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২১ ট্রিলিয়ন ইউয়ান। মার্কিন ডলারে এটি ১৮ ট্রিলিয়ন। ফলে অর্থনীতিতে চীন বিশ্বের দ্বিতীয় স্থান দখল করে রেখেছে। ২০১২ থেকে ২০২১ পর্যন্ত বিশ্ব অর্থনীতিতে চীনের হিস্যা ১১ দশমিক ৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৮ শতাংশ ছাড়িয়েছে। এ সময়ে বিশ্ব অর্থনীতির উন্নয়নে চীনের অবদান ৩০ শতাংশ ছাড়িয়েছে, যা বিশ্বে সর্বোচ্চ। ২০২২ সালে চীনের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে এবং টানা ৬ বছর ধরে চীন বিশ্বের বৃহত্তম পণ্য বাণিজ্যে দেশ হয়ে আসছে। চীন বর্তমানে ৩ দশমিক ৬ ট্রিলিয়ন রপ্তানি আয় করে রপ্তানির শীর্ষ দেশের অবস্থানে রয়েছে। সেই সঙ্গে টানা ১৪ বছর ধরে চীন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম আমদানি বাজারের অবস্থান ধরে রেখেছে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, চীনে গবেষকদের সংখ্যা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি। দেশটি সবসময় মৌলিক গবেষণা ও নবায়নে জোর দিচ্ছে। চীনের গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় ২০১২ সালের ১ ট্রিলিয়ন ইউয়ান থেকে বেড়ে ২০২২ সালে ৩ দশমিক ০৯ ট্রিলিয়ন ইউয়ান হয়েছে।

চীন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় যোগ দেয়ার পর সংস্থার স্বাধীনতা ও বহুপক্ষবাদের নীতি রক্ষা করেছে এবং অন্য সদস্য দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। চলতি বছর হচ্ছে 'এক অঞ্চল এক পথ' প্রস্তাবের ১০ম বার্ষিকী। এক অঞ্চল এক পথ প্রস্তাবের আওতায় গেল ১০ বছরে চীন বিশ্বের ১৫১টি দেশ, ১৩২টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে ২০০টির বেশি সহযোগিতামূলক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ডাব্লিউটিওতে যোগ দেয়ার পর উন্মুক্তকরণের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হিসেবে ২০১৩ সালে চীন এক অঞ্চল, এক পথ উদ্যোগ গ্রহণ করে। মুক্ত ও ন্যায্য বাণিজ্য জোরদারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগে চীনের অবদান সবচেয়ে বেশি। চীন বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি এবং ভূরাজনীতির শক্তিশালী দেশ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চীন অব্যাহতভাবে অন্যান্য দেশের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে।

বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিসিআই) মহাসচিব আল মামুন মৃধা দৈনিক বাংলাকে বলেন, অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য, সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে উৎপাদনশীলতা পর্যায়ে পৌঁছাতে চীন তাদের শিক্ষাগত কাঠামাতে পরিবর্তন আনে। কারিগরী শিক্ষায় যেন মানুষ বেশি মনোযোগ দেয়, প্রত্যেক ঘরে যেন শিল্প-সংশ্লিষ্ট মানুষ থাকে এবং সেগুলোকে বিপণনের জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়। যোগাযোগের ক্ষেত্রে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পুরো দেশকে উৎপাদশীলতার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করেছে। এটা দারিদ্র্য বিমোচনে বড় ভূমিকা রেখেছে।

তিনি বলেন, চীন তাদের ই-কমার্সকে ব্যাপক উন্নত করেছে। সবাইকে বাধ্য করেছে ক্যাশলেস সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত হতে। এতে করে গ্রামীণ পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্যও সরাসরি গ্রাহক হাতে পাচ্ছেন। তারা একদিকে গ্রামীণ লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করেছে ই-কমার্সে অংশগ্রহণে, অন্যদিকে মধ্যস্বত্বভোগী যারা আছেন তারা ছাড়া সরাসরি গ্রাহক পণ্য পেয়ে যাচ্ছেন। গবেষণায় চায়না এখন বিশ্বে প্রথম। বিভিন্ন খাতে নিজস্ব ইনোভেশন তারা সততা ও সফলতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছে। এটা চায়নার উত্থানের পেছনে বড় ভূমিকা পালন করেছে।

আল মামুন মৃধা আরও বলেন, চীন সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে সেটা তাদের নীতি উন্নতির ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। ব্যবসা করতে হলে নিয়মের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। জননিরাপত্তায় ২৪ ঘণ্টা মানুষের নির্বিঘ্নে চলাচল নিশ্চিত করেছে। এসব কারণে ৩০ বছরের মধ্যে চায়না নিম্ন আয়ের দেশ থেকে বিশ্বের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক দেশ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। বলা হচ্ছে, চীনের উন্নয়ন মডেল ধরে নীতি সাজালে দারিদ্র্য বিমোচনে সাফল্য পেতে পারে বাংলাদেশ।

সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান আরও বলেন, 'চায়না বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে তাদের অর্থনীতিকে প্রতিযোগিতা সক্ষম করেছে। আমাদের দেশেও এসব নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে। দারিদ্র বিমোচনে আমাদের দেশেও শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে।

কারণ এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে দেশকে চরম দারিদ্র্যমুক্ত করতে হবে। চীন সরকার শহরকেন্দ্রিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রান্তিক মানুষেরও উন্নতি করেছে। তারা অভ্যন্তরীণ বাজার বড় করার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের বড় বড় প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে। এভাবে তারা নিজেদের প্রসারিত করেছে। -মৌসুমী ইসলাম, দৈনিক বাংলা

GRAND OPPENING
BUTTERFLY SENIOR DAY CARE
বাটারফ্লাই সিনিয়র ডে-কেয়ার
49-22 30th Avenue, Woodside, NY 11377
BUTTERFLY SENIOR DAY CARE
বর্তমান এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ারের সেবা নিতে পারেন
বর্তমানে আপনি যদি অন্য কোথাও সিনিয়র ডে-কেয়ার পরিষেবা নিয়ে থাকেন, তবে দয়া করে আমাদের একটি কল করুন। আমরা আপনাকে সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদান করব।
আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতাই আমাদের লক্ষ্য
ডে-কেয়ারের মেম্বারদের জন্য সেবা সমূহ:
১. আমাদের পরিবহনের মাধ্যমে যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা
২. প্রাথমিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা
৩. কেরাম, লুডু, বিংগো সহ বিভিন্ন খেলার সু-ব্যবস্থা
৪. বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
৫. দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন
৬. নামাজের সু-ব্যবস্থা (মহিলাদের আলাদা)
৭. স্বাস্থ্যসম্মত / সকল ধরনের খাবার পরিবেশন
৮. জন্মদিন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন
Munmun Hasian Bari
Chairman
Jubar Chowdhury
Executive Director
আজই ফোন করুন:
347-242-2175, 631-428-1901, Fax: 347-814-0885
info@butterflyseniordaycare.com
www.butterflyseniordaycare.com

বিমানভাড়া চড়ছে তো চড়ছেই

৬০ পৃষ্ঠার পর

ফ্লাইটের টিকেট ২২ আগস্ট কিনলে তার দাম পড়তো ৪ লাখ টাকারও উপরে। একইরুটে বিজনেস ক্লাসের টিকেটের গড়মূল্য প্রায় ৬ লাখ টাকা।

বিমানভাড়া ক্রমে বাড়তে থাকায় ভোগান্তিতে পড়ছেন বাংলাদেশি ভ্রমণকারীরা। এতে বিদেশে পড়াশোনার জন্য যেতে ইচ্ছুক ছাত্রদের পাশাপাশি প্রবাসে কর্মসংস্থান প্রত্যাশী অভিবাসী কর্মী এবং ব্যবসার কাজে ভ্রমণকারীরাও প্রভাবিত হচ্ছেন।

বাচ্চু শেখের উদাহরণই দেওয়া যাক, বাংলাদেশি এই নাগরিক গত ২৮ জুলাই পড়াশোনার জন্য পরিবারের সাথে টার্কিশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে যুক্তরাষ্ট্রে যান। খুঁটিনাটি সব বিষয় পরিকল্পনা করেই বাচ্চু তা করেছিলেন, এরমধ্যে ছিল ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটের টিকেট কেনাও। প্রতিটি টিকেটের দাম ১ লাখ ৪৫ হাজার টাকা।

এত টাকাপয়সার জোগাড়যন্ত্র করা বাচ্চুর জন্য কম চাপ ছিল না। ৩ লাখ ৬৫ হাজার টাকার ব্যবস্থা করা (তিনটি টিকেটের দাম, একটি তার শিশুর জন্য) এক বোঝাই ছিল তার পক্ষে। স্কলারশিপ পেয়েই তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যান, কিন্তু দুঃখের বিষয় বিমানভাড়া স্কলারশিপের অন্তর্ভুক্ত না থাকায় বাচ্চুকে অতিরিক্ত এই খরচ করতে হয়।

তারপরও সময়মতো টিকেট কেনায় নিজেকে ভাগ্যবান বলেই মনে করেন বাচ্চু। কারণ, দেরি করলে দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে তার বাড়তি টাকা খরচ হতো। আর্থিক চাপ কমাতে এমন দূরদৃষ্টি কাজেই দেয়।

তার সাথে তুলনা দেওয়া যায় সুমন আলীর অভিজ্ঞতাকে। সম্প্রতি এই ব্যক্তিও পড়াশোনার জন্য গেছেন যুক্তরাষ্ট্রে। ৮ আগস্টের ফ্লাইটের জন্য ৭ জুলাই তারিখে তিনি ২ লাখ ৮ হাজার টাকায় কেনেন কাতার এয়ারওয়েজের টিকেট, যা মহামারির আগের সময়ের চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশি।

টিকেটের দামের প্রবণতা লক্ষ করলে দেখা যায়, শেষমুহূর্তে কিনলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রিমিয়াম দিতে হচ্ছে। যেমন এমিরেটস এয়ারলাইনসের ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটের ৩০ আগস্টের ফ্লাইটের টিকেট ২২ আগস্ট কিনলে তার দাম পড়তো ৪ লাখ টাকারও উপরে। একইরুটে বিজনেস ক্লাসের টিকেটের গড়মূল্য প্রায় ৬ লাখ টাকা।

অথচ এক বা দুই বছর আগেও এমনটা ছিল না। দেড় বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে যান নূর হোসেন, তিনি বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস রিও গ্রান্ডে ভ্যালিতে স্নাতক গবেষণা সহকারী হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার সময় এমিরেটস এয়ারলাইনের টিকেট কেনেন ৫২ হাজার টাকায়। আর তা কিনেছিলেন, যাত্রাকালের প্রায় এক মাস আগে।

পশ্চিমা দেশগুলোর বিভিন্ন গন্তব্যে, বিশেষত বাংলাদেশিদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের তালিকায় শীর্ষে থাকা কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্যের টিকেটের দামেও বর্তমানে এই অবস্থা বিরাজ করছে। তবে এসব গন্তব্যে যারা শিক্ষার জন্য নয় বরং অন্যান্য কাজে যান, তাদের হয়তো এই বাড়তি ব্যয় বহনের মতো সম্পদ আছে।

তারপরেও এই ঘটনা বিদেশগামী তুলনামূলক অস্বচ্ছল বাংলাদেশিদের পক্ষে এক নিদারুণ বোঝা। বিশেষ করে, কর্মসংস্থানের জন্য যারা মধ্যপ্রাচ্যে যান। সৌদি আরবগামী অভিবাসী শ্রমিক আব্দুল মাজেদের ঘটনাই বলা যাক। ফ্লাই দুবাইয়ের মাধ্যমে কেনা চট্টগ্রাম থেকে দিয়ে মদিনাগামী ২২ আগস্ট তারিখের ট্রানজিট ফ্লাইটের জন্য তাকে বিমানভাড়া গুনতে হয় প্রায় ৬০ হাজার টাকা; যা সাধারণ মূল্যের চেয়ে ৫০ শতাংশ বেশি।

বিমানভাড়ার এই অতিরিক্ত ঊর্ধ্বগতির কারণে অনেক বাংলাদেশি তাদের ভ্রমণ পরিকল্পনা আবার ভেবে দেখতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রায় দুই বছর যুক্তরাষ্ট্রে থাকা এক বাংলাদেশি ছাত্র সম্প্রতি তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে এক ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, টিকেটের দাম কমলে তিনি বাংলাদেশে ফিরবেন।

দাম এভাবে বাড়ছে কেন

বিমানভাড়া অব্যাহতভাবে বৃদ্ধির পেছনে ছাত্র ও অভিবাসী শ্রমিকদের জোরালো চাহিদা প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। তাছাড়া, মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার ক্রমাগত অবমূল্যায়ন গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে এক ডলারের দাম ৮৫ টাকা হলেও যা বর্তমানে ১১২ টাকা টিকেটের উচ্চমূল্যের পেছনে ভূমিকা রাখছে।

উড়োজাহাজে সীমিত আসনের সাথে উচ্চ চাহিদার এই সাংঘর্ষিক অবস্থা আরো জটিল রূপ নিয়েছে টিকেট সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্যে, যারা কালোবাজারি দরে টিকেট বিক্রি করছে। তার সাথে ডলারের বিপরীতে টাকার দুর্বল অবস্থান, এয়ারলাইনসগুলোর পরিচালন ও জ্বালানি ব্যয় বাড়ার ঘটনাও এই সংকটকে উস্কে দিচ্ছে।

বাংলাদেশে ব্যবসা করা অন্তত ছয়টি প্রথম সারির বিদেশি এয়ারলাইনসের একটি জেনারেল সেলস এজেন্ট এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) নাম না প্রকাশের শর্তে টিবিএসকে বলেন, 'বিভিন্ন কারণেই আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাস ভ্রমণের পিক মওসুম। কিন্তু, উচ্চ এই চাহিদার বিপরীতে ফ্লাইটের সংখ্যা যথেষ্ট নয়। উচ্চ বিমানভাড়ার যা মূল কারণ।

প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনার খরচ বেশি একথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এয়ারলাইনসগুলোকে বাংলাদেশে জেট ফুয়েলের জন্য বেশি দাম দিতে হয়, কারণ বৈশ্বিকভাবে কমলেও পদ্মা অয়েল এ জ্বালানির দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমায় না। তাছাড়া, এখানে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং কস্ট-সহ বিভিন্ন ট্যাক্সের পরিমাণও বেশি।'

'প্রতিযোগিতা বেশি থাকলে বিমানভাড়া কমে। বাংলাদেশ বিমান-সহ স্থানীয় এয়ারলাইনগুলো যদি টিকেটের দাম কমায়, তাহলে বাধ্য হয়ে বিদেশি এয়ারলাইনগুলোও টিকেটের দাম নিয়ন্ত্রণে বাধ্য হবে'- যোগ করেন তিনি।

তবে তারা প্রতিযোগিতামূলক দামে টিকেট বিক্রি করছেন না এমনটা মনে করেন না বাংলাদেশ বিমানের কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশ বিমানের মহাব্যবস্থাপক (মার্কেটিং) মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন টিবিএসকে বলেন, 'প্রতিটি এয়ারলাইনের নিজস্ব বিজনেস পলিসি আছে। তারা নিজেদের পরিচালন ব্যয়, রুট এবং পিক সিজন, লিন সিজন ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে টিকেটের দাম নির্ধারণ করে। এই প্রক্রিয়া ম্যানুপুলেট করে বিমান বেশি ভাড়া নিচ্ছে তা বলা যাবে না।'

যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে কানাডা ও যুক্তরাজ্য বাংলাদেশি ছাত্রদের কাছে জনপ্রিয় দুটি গন্তব্য।

বর্তমানে সপ্তাহে দুইবার ঢাকা-টরেন্টো রুটে ২৯০ আসনের ফ্লাইট পরিচালনা করছে বাংলাদেশ-বিমান। আর সিলেট-লন্ডন রুটে সপ্তাহে চারদিন ২৭০ আসনের ফ্লাইট পরিচালনা করছে।

বিমানের মহাব্যবস্থাপক (মার্কেটিং) মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন বলেন, 'এখন চাহিদা এতই যে আমরা সিট দিতে পারছি না। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে নতুন শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও নতুন সেশনের শুরুর সময় হওয়ায় ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ দু'টি রুটে আমরা টিকেটের বিপুল চাহিদা লক্ষ করছি।'

অন্যান্য এয়ারলাইনের মতো বাংলাদেশ বিমান যাত্রীদের থেকে অতিরিক্ত ভাড়া নেয় না বলেও দাবি করেন তিনি।

কিন্তু, এই প্রতিবেদক অনলাইনে বাংলাদেশ বিমানের ওয়েবসাইটে খোঁজ নিয়ে দেখেন, আগামী ২১ সেপ্টেম্বরের জন্য ঢাকা-টরেন্টো রুটে টিকেটের দাম ৩ লাখ টাকার বেশি নির্ধারণ করা হয়েছে।

সালাহউদ্দিন বলেন, বিপুল চাহিদা থাকায় বিমান ঢাকা-টরেন্টো রুটে ফ্লাইটের সংখ্যা বাড়াতে আগ্রহী। কিন্তু, কানাডার কর্তৃপক্ষ তার অনুমতি দিচ্ছে না।

সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনসের (এসআইএ) জেনারেল ম্যানেজার বাংলাদেশ- টিমোথি কুয়াং টিবিএসকে বলেন, 'সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনস বাজার-ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণের কৌশল অনুসরণ করে। আমাদের বিমানভাড়া চাহিদা ও সরবরাহের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। যার ফলে এটি গতিশীল এবং পরিবর্তনযোগ্য।'

'সম্প্রতি আমরা ২০২৪ সালের ৩১ মার্চ থেকে উত্তর গোলার্ধের অপারেটিং সিজনের জন্য আমাদের নেটওয়ার্কজুড়ে সেবা বাড়ানোর পরিকল্পনা ঘোষণা করেছি। ফলে তখন থেকে ঢাকা থেকে সিঙ্গাপুরের মধ্যে এসআইএ'র (ফ্লাইট) সেবা সপ্তাহে ৯ বার পাওয়া যাবে, যা এখন সপ্তাহে ৭ বার পাওয়া যাচ্ছে'- যোগ করেন তিনি।

স্থানীয় এয়ারলাইনগুলো যা বলছে

মধ্যপ্রাচ্যে বেশি শ্রমিক যায় এমন চারটি গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনা করছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন।

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনের মহাব্যবস্থাপক মো. কামরুল ইসলাম বলেন, 'কোনো যাত্রী যদি শেষমুহূর্তে এসে টিকেট কাটেন, তাহলে টিকেটের দাম খুব বেশি বলেই তার মনে হবে। কিন্তু, একমাস আগে টিকেট কিনলে এতোটা চাপ অনুভব করবেন না।'

জেট ফুয়েলের দামের বিষয়ে তিনি বলেন, 'জ্বালানির দাম কমেছে। কিন্তু, আসলেই কতোটা কমেছে আমাদের সেই অনুপাত বিবেচনা করতে হবে। আগের প্রতি ইউনিট ১৩০ টাকা থেকে কমে এখন ১০০ টাকায় নেমেছে।

কতজন ছাত্র ও অভিবাসী শ্রমিক বিদেশে যাচ্ছেন

বিশেষ করে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়ায় আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধা ও বৃত্তির কারণে বাংলাদেশী ছাত্রদের মধ্যে বেশ দ্রুতগতিতে বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যাওয়ার আগ্রহ বাড়ছে।

গত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা তিনগুণ বেড়েছে। ২০২২ সালের ওপেন ডোরস রিপোর্ট অন ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশনাল এক্সচেঞ্জ অনুসারে, ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে তা ৩ হাজার ৩১৪ জন হলেও, ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে তা পৌঁছেছে ১০ হাজার ৫৯৭ জনে।

ইউনেস্কোর তথ্য-উপাত্তের বরাত দিয়ে এটি জানিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে শিক্ষার্থী অভিবাসনে একটি নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে। ২০১৫ সালে মোট ২৪ হাজার ১১২ জন শিক্ষার্থী দেশ থেকে বিদেশে পাড়ি জমান। ২০২০ সাল নাগাদ এ সংখ্যা চারগুণ হয়।

ইউনেস্কোর তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর ৭০ থেকে ৯০ হাজার বাংলাদেশি শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যান। এসব শিক্ষার্থীদের পছন্দের গন্তব্যের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, ভারত, চীন, মালয়েশিয়া, জাপান, জার্মানি, যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ।

ফরেন অ্যাডমিশন অ্যান্ড ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট কনসালটেশন অ্যাসোসিয়েশন অভ বাংলাদেশ (এফএসিডি-ক্যাব)-এর কর্মকর্তাদের তথ্যমতে, প্রতি বছর প্রায় ৮০ থেকে ৯০ হাজার শিক্ষার্থী বিদেশে উচ্চশিক্ষা বিষয়ে পরামর্শ চান।

পছন্দের গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের কাছে কানাডার আবেদন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে দেশটিতে উচ্চশিক্ষার আবেদনের সংখ্যা আশ্চর্যজনকভাবে ২১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কানাডায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের আবেদন ৩০০ শতাংশ বেড়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির সরকারি সংস্থা ইমিগ্রেশন, রিফিউজিস অ্যান্ড সিটিজেনশিপ কানাডা (আইআরসিসি)।

একইভাবে, গত চার মাস ধরে বিদেশগামী কর্মীদের সংখ্যাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)-এর তথ্য অনুযায়ী, জুলাই মাসে প্রায় এক লাখ ২৫ হাজার ৮৫০ জন বাংলাদেশি বিদেশে চাকরি পেয়েছেন। এর আগে জুনে এক লাখ ১৪ হাজার ১৭৫ জন, মে মাসে এক লাখ এক হাজার ৫৫৮ জন এবং এপ্রিলে ৭৮ হাজার ৮৩৩ জন বাংলাদেশির বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে। চাকরির গন্তব্যের দেশগুলোর তালিকায় শীর্ষে রয়েছে সৌদি আরব। মোট বাইরে যাওয়া কর্মীদের ৩৬ শতাংশই গিয়েছেন মধ্যপ্রাচ্যের এ দেশটিতে। অন্যদিকে মালয়েশিয়া ও ওমানে যথাক্রমে ২৯ শতাংশ ও ১২ শতাংশ কর্মী চাকরি পেয়েছেন।

কালোবাজারে গ্রুপ টিকিট বিক্রির অভিযোগ

এয়ারলাইন এবং ট্রাভেল এজেন্টদের একটি সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে টিকিটের কৃত্রিম সংকট তৈরি, দাম বাড়িয়ে তোলা ইত্যাদি অভিযোগ উঠেছে বলে এ খাত সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। মূলত যারা ট্রাভেল এজেন্ট ও জনশক্তি এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন, তারাই এসব সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত বলে জানান তারা।

রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো সাধারণত দল হিসেবে কর্মীদের বিদেশে পাঠায়। এর জন্য এগুলো 'গ্রুপ ফেয়ার' পায়। অ্যাসোসিয়েশন অভ ট্রাভেল এজেন্টস বাংলাদেশ (আটব)-এর সাধারণ সম্পাদক আবদুল সালাম আরেফ এয়ারলাইনগুলোর টিকিট বিক্রি ও বিপণন পর্যবেক্ষণের ওপর জোর দিয়েছেন।

দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে আরেফ বলেন, 'কিছু এয়ারলাইনস আছে যেগুলো যাত্রীর নাম উল্লেখ না করে টিকিট বিক্রি করে। আর এভাবে তারা টিকিটের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে, বিশেষ করে কম দামি টিকিটগুলোর ক্ষেত্রে।'

তিনি আরও বলেন, এয়ারলাইনগুলো তাদের ইচ্ছামতো টিকিটের দাম বাড়ায় এবং এসবের কোনো মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা নেই। যদিও টিকিটের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দামের ক্ষেত্রে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেওয়ার কথা রয়েছে।

তিনি বলেন, বাজারে আরও এয়ারলাইনকে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দেওয়া উচিত।

বেবিচক চেয়ারম্যান যা বলছেন

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)-এর চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মফিদুর রহমান বলেন, বিশ্বব্যাপী বিমানভাড়া বেশি।

'আমরা টিকিটের দাম সম্পর্কে এয়ারলাইনগুলোর কাছে জানতে চেয়েছি। তারা এর জন্য জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধি, ডলার সংকট এবং পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধিকে দায়ী করছে,' তিনি বলেন।

তিনি আরও বলেন, ভ্রমণকারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়লেও সক্ষমতা বাড়েনি।

বাংলাদেশের তুলনায় ভারতে টিকিটের কম দাম নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মফিদুর রহমান বলেন, ভারত সরকার ভর্তুকি দেয় বলে বাংলাদেশের তুলনায় ভারতে জ্বালানি খরচ কম।

পৃথিবীতে কোন দেশের মেয়েরা সবচেয়ে বেশি সুন্দরী

৬০ পৃষ্ঠার পর

তেমনই একটি দেশ ইউক্রেন।

রাশিয়ার পর ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ ইউক্রেন। ১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর, এটি এখন একটি পৃথক দেশ। এখানে কৃষি থেকে প্রচুর আয় হয়। কৃষি উৎপাদনের দিক থেকে ইউক্রেন বিশ্বে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এখানে শিক্ষিতরাও আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন।

জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ গ্রামে বাস করে। এর পূর্বে রাশিয়া, উত্তরে বেলারুশ, পোল্যান্ড, স্লোভাকিয়া, পশ্চিমে হাঙ্গেরি, দক্ষিণ-পশ্চিমে রোমানিয়া ও মলদোভা এবং দক্ষিণে কৃষ্ণ সাগর ও আজভ সাগর রয়েছে। ইউক্রেনের জীবনযাত্রা বেশ ভালো। সোভিয়েত ইউনিয়নের থেকে আলাদা হওয়ার পরে এটি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

তবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরেও এর উন্নতি আরো ভালো হয়েছে। ইউক্রেনের শহরগুলো সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন থাকে। কিয়েভ ইউক্রেনের রাজধানী। ইউক্রেন বিমান তৈরির জন্যও বিখ্যাত। বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিমানও তৈরি করেছে ইউক্রেন। এখানকার জনসংখ্যার অধিকাংশই খ্রিস্টান, যারা ইউক্রেনীয় ভাষায় কথা বলেন। ক্রিমিয়া নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে এই দেশের বিরোধ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে।

এখানকার মেয়েদের পৃথিবীর সব থেকে সুন্দরী হিসেবে গণ্য করা হয়। তারা বন্ধুত্বপূর্ণ এবং ভালোবাসার যোগ্য। এখানে ডেটিং বেশি হয়, তবে ইউক্রেনের মেয়েরা খুবই আবেগপ্রবণ এবং মেজাজপূর্ণ। তারা স্মার্ট এবং শান্ত স্বভাবের। এখানে মেয়েরা তাদের নিজস্ব ইচ্ছে অনুযায়ী জীবন কাটানোর স্বাধীনতা পায়।

ইউক্রেনের আবহাওয়া একেক জায়গায় একেকরকম। ইউক্রেন আয়তনে এত বড় যে এর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে বিভিন্ন ধরনের আবহাওয়া রয়েছে। এখানে উত্তরে গড় তাপমাত্রা ৫.৫ ডিগ্রি থেকে ৭ ডিগ্রি, দক্ষিণে ১১ থেকে ১৩ ডিগ্রি থাকে। গ্রীষ্মকাল খুব গরম হয় না। তাপমাত্রা ১৭ থেকে ২৫ ডিগ্রির মধ্যে থাকে। তবে এখানকার শীত রুক্ষ এবং প্রচুর বরফ পড়ে।

ইউক্রেনের ঐতিহ্যবাহী খাবার খুবই সুস্বাদু। মুরগির মাংস, শুয়োরের মাংস, গরুর মাংস, ডিম, মাছ এবং মাশরুম এখানে বেশ জনপ্রিয়। ইউক্রেনের লোকেরা আলু, শস্য এবং তাজা শাকসবজি এবং ফল পছন্দ করেন।

এসব খাবার ছাড়াও ওয়াইন এবং বিয়ার খুব পছন্দ করেন। এখানকার খাবারে বৈচিত্র্য বেশি। ইউক্রেন বিভিন্ন ধরণের রুটির জন্য বিশেষভাবে বিখ্যাত। এখানকার মানুষ রুটি খেতে ভালোবাসে। খাবার এবং স্ন্যাকসেও পনির প্রচুর ব্যবহার করা হয়। এখানে প্রতি ১০০ মিটারে একটি ক্যাফে অবশ্যই পাওয়া যায়।

শুদ্ধ করে বাংলা লিখুন

নিউইয়র্কে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বাংলা বানান ও বাক্য বিকৃতভাবে ব্যবহার হচ্ছে। শুদ্ধভাবে বাংলা লেখার আহ্বান জানিয়ে ৩দিন ব্যাপী

গ ণ স্বা ক্ষ র

- ২৬ আগষ্ট : সন্ধ্যে ৬টায় গণস্বাক্ষর কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। স্থান: জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টের সামনে।
- ২৭ আগষ্ট : সন্ধ্যে ৬টায় গণস্বাক্ষর কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। স্থান: ১৬৮ হিলসাইড এভিনিউ, জ্যামাইকা।
- ২৮ আগষ্ট : সন্ধ্যে ৬টা থেকে গণস্বাক্ষর। রাত ৮টায় গণস্বাক্ষরের চিঠি আনুষ্ঠানিক ভাবে কনসাল জেনারেলের কাছে হস্তান্তর। স্থান: জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টের সামনে।

আহ্বানে-

দীলিপ মোদক
আহ্বায়ক

ফাহমিদা চৌধুরী লুনা
সদস্য সচিব

গণস্বাক্ষর বাস্তবায়ন উপ-পরিষদ

আউয়াল দুলাল
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি

রেজা রহমান
সাধারণ সম্পাদক

গাইবান্ধা সোসাইটি ইউএসএ ইনক

আয়োজনে : গাইবান্ধা সোসাইটি ইউএসএ ইনক

সহযোগিতায় : SHAH FOUNDATION
Share your love with us

পার্টিহল বুকিং চলছে

১০ রকমের খাবারসহ মাত্র

$25 জনপ্রতি

(কমপক্ষে ১০০ জনের জন্য)

১. চটপটি
২. পাকুরা
৩. প্লেইন পোলাউ
৪. শামী কাবাব (চিকেন)
৫. রোস্ট (চিকেন)
৬. বিফ কারি অথবা রেজালা
৭. মিক্স ভেজিটেবল
৮. ফিস দোপেয়াজা
৯. পায়েস
১০. সালাদ

Aasha Home Care
CDPAP and Home Care Services

Salim Biryani & Kabab

যৌথ উদ্যোগে

সোমবার থেকে রবিবার (৭ দিন)

যোগাযোগ

M A Hossain Salim : 646-519 9996
Aakash Rahman : 646-744 5934
Parking Available on Request

LUNCH SPECIAL

$7.99

চিকেন / ফিশ কারি
মাছ/ধনিয়া পাতার ভর্তা
সাদা ভাত
সালাদ
ডাল

Salim Biryani & Kabab
সেলিম বিরিয়ানি
SERA FOOD INC.

646-591-9996, 646-744-5934

89-14 168th Street, Jamaica, NY 11432

রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি: বাংলাদেশ ব্যাংকের আয় ৬ হাজার কোটি টাকা

১০ পৃষ্ঠার পর

বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, সরকারকে দেয়া প্রায় এক লাখ কোটি টাকা ঋণ এবং বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভে বিনিয়োগ থেকে আয় বাড়ায় গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক রেকর্ড ১৫ হাজার কোটি টাকার বেশি আয় করেছে, যা আগের অর্থবছরের চেয়ে ১৪৮ শতাংশ বেশি।

বিপুল এ আয় থেকে ব্যয় ও কর দেয়ার পর গত অর্থবছরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিট মুনাফা হয় ১০ হাজার ৭৪৮ কোটি টাকা। এর আগের ২০২১-২২ অর্থবছরে আয় ছিল ৬ হাজার ২৯ কোটি টাকা এবং মুনাফা ছিল ৫ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকা। এর আগে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বোচ্চ ৮ হাজার ৬০৮ কোটি টাকা আয় হয়েছিল ২০১৯-২০ অর্থবছরে। তার আগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যা ছিল ৭ হাজার ৫৬৫ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী গত অর্থবছরে সরকারকে দেয়া ঋণের সুদ থেকে সাত হাজার কোটি টাকা এবং বাণিজ্যিক ব্যাংককে দেয়া ঋণের সুদ হিসেবে দুই হাজার কোটি টাকা আয় করেছে। অপরদিকে রিজার্ভ থেকে বিদেশি মুদ্রা বিনিয়োগ থেকে আয় হয়েছে ছয় হাজার কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকার ব্যাংক থেকে মোট ঋণ নেয় ১ লাখ ২৪ হাজার কোটি টাকা, এর মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নিয়েছিল ৯৭ হাজার ৬৮৪ কোটি টাকা। এর আগের ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকার ও বাণিজ্যিক ব্যাংককে দেয়া ঋণ থেকে সুদের আয় ছিল ৩ হাজার ১০ কোটি টাকা এবং বিদেশি মুদ্রা খাতে বিনিয়োগ থেকে ২ হাজার ৮৮৯ কোটি টাকা। আগের অর্থবছরের থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে আয়ে যেমন উল্লম্ফন হয়েছে (১৪৮ শতাংশ বেড়েছে), তেমনি মুনাফাতেও। এর আগের ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিট মুনাফা ছিল ৩ হাজার ১৭১ কোটি টাকা। সে হিসাবে আগের অর্থবছরের চেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিট মুনাফা বেড়েছে সাত হাজার ৫৭৭ কোটি টাকা বা ২৩৯ শতাংশ।

মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্ষদের বৈঠকে অর্থ পাচার প্রতিরোধে আমদানিতে বৈশ্বিকভাবে পণ্যের প্রকৃত মূল্য জানতে বাংলাদেশ ব্যাংকে ব্লুমবার্গের একটি টার্মিনাল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বৈঠকে রিজার্ভ থেকে সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে বিমান বাংলাদেশকে দেয়া অর্থের সুদহার লাইবর রেটের বদলে বাংলাদেশ ব্যাংক র্নিধারিত 'বেঞ্চমার্ক পদ্ধতি' অনুসরণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ ছাড়া ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স পাওয়া নগদ ফাইন্যান্সের 'লাইসেন্স সমপর্ণ' বৈঠকে গ্রহণ করা হয়।

গত ১৭ মে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে চূড়ান্ত লাইসেন্স পাওয়ার পর ব্যবসা শুরুর আগেই কোম্পানিটি লাইসেন্স সমপর্ণ করেছে। নতুন এ লাইসেন্স পাওয়া নগদ ফাইন্যান্সে মোবাইলে আর্থিক সেবাদাতা কোম্পানি নগদ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভির আহমেদ মিশুক একজন পরিচালক হিসেবে আছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, বাজারে ডলারের জোগান ঠিক রাখতে ২০২১-২২ অর্থবছরে রিজার্ভ থেকে ৭ দশমিক ৬২ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক।

তারই ধারাবাহিকতায় গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিক্রি করা হয় প্রায় দ্বিগুণ, ১৩ দশমিক ৬০ বিলিয়ন ডলার। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরেও রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করে চলেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। দেড় মাসে (১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট) দেড় বিলিয়ন ডলারের মতো বিক্রি ককরা হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয় বাড়ায় বাজারে ডলারের সরবরাহ বেড়ে যাওয়ায় ২০২০-২১ অর্থবছরে অবশ্য বাজার থেকে প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলার কিনেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক।

২টি স্মার্ট সিটি গড়তে ১ লাখ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব চীনা কোম্পানির

১০ পৃষ্ঠার পর

চীনা কোম্পানিটি এরই মধ্যে চট্টগ্রামের আনোয়ারায় চাইনিজ ইকোনমিক জোন নির্মাণের চুক্তি পেয়েছে। কোম্পানিটি যদি কেরানীগঞ্জ ও তুরাগে মেগা প্রকল্পের চুক্তিও পায়, তাহলে প্রকল্পটি বিলম্বিত হতে পারে।

বিনিয়োগকারী সংস্থার নিজেই প্রকল্পগুলোর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও তারা প্রশ্ন তুলেছেন।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেন, সিআরবিসির নিজের করা সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ভিত্তিতে তাদের অর্থায়নেই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পরবর্তীতে পুরো দায়ভার সরকারের ওপর বর্তাবে, যা সরকারের জন্য সুবিধাজনক হবে না।

তিনি আরও বলেন, স্বচ্ছ টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাছাই করা কোম্পানিকে দিয়ে এ ধরনের মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা উচিত। সম্ভাব্যতা সমীক্ষাও করা উচিত স্বাধীনভাবে। এ পদ্ধতি আরও যুক্তিসংগত মূল্যায়ন নিশ্চিত করবে।

ওযে পক্ষ অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন দুটোই করবে, তারাই যদি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে, সেখক্ষেত্রে সমীক্ষায় প্রকল্পটিকে আর্থিকভাবে লাভজনকভাবে দেখানো না হলে প্রকল্পটি নিয়ে আর অগ্রসর না হওয়ার ঝুঁকি থাকে। এরকম পরিস্থিতিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে কর্মসংস্থান তৈরি না-ও হতে পারে। এই পরিস্থিতির ফলে এমন এক সম্ভাব্যতা যাচাই করা হতে পারে, যা ভবিষ্যৎ চুক্তি বিবেচনার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে২ বলেন তিনি।

প্রকল্পের বিস্তারিত

কর্মকর্তারা জানান, রাজউকের ঝিলমিল প্রকল্পের কাছে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের পাশে অবস্থিত কেরানীগঞ্জ ওয়াটারফ্রন্ট স্মার্ট সিটি প্রকল্পের আয়তন হবে প্রায় ৫ হাজার ১৯ একর।

আর তুরাগ প্রকল্পটি তুরাগ নদীর ক্যাচমেন্ট এলাকায় অবস্থিত, যার আয়তন ৯ হাজার ৫১৯ একর।

প্রকল্প দুটি চার ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে।

১৫ বছর মেয়াদে কেরানীগঞ্জ প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫২ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ভূমি অধিগ্রহণে ৭ হাজার কোটি টাকা এবং ভূমি উন্নয়নে ১৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। কেরানীগঞ্জের প্রস্তাবিত স্মার্ট সিটিতে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য ছোট ছোট অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ করা হবে।

অন্যদিকে, তুরাগ প্রকল্পটি মূলত বন্যা প্রবাহ অঞ্চল সংরক্ষণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যার মধ্যে ৬২ শতাংশ এলাকা জলাশয়ের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বাকি ৩৮ শতাংশ এলাকা নিয়ে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ গড়ে তুলবে রাজউক, যার মধ্যে ৮ শতাংশ এলাকায় সবুজায়ন করা হবে।

বাকি ৩০ শতাংশ এলাকায় আবাসিক, বাণিজ্যিক ভবনসহ অন্যান্য বিনোদন সুবিধা সৃষ্টি করা হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৭ হাজার কোটি টাকা।

আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা

এ বিষয়ে গত ২৫ জুলাই অর্থ বিভাগ, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মকর্তা এবং চীনা কোম্পানিটির প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রস্তাবিত প্রকল্প দুটি বাস্তবায়নে সিআরবিসি একটি ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি করার প্রস্তাব দিয়েছে।

ওই প্রস্তাবে বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী সরকার-টু-সরকার (জিটুজি), সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব (পিপিপি), যৌথ উদ্যোগসহ ছয়টি মডেলের প্রস্তাব তুলে ধরা হয় বলে জানিয়েছে সূত্র।

সিআরবিসির ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির প্রস্তাব পর্যালোচনা করতে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন-১) সৈয়দ মামুনুল আলমের নেতৃত্বে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ড্রাফটিং অনুবিভাগ, পূর্ত মন্ত্রণালয় ও রাউজকের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটিও গঠন করা হয়েছে। ওই কমিটি সিআরবিসির বিনিয়োগ কাঠামো চুক্তি পর্যালোচনা করে আগামী এক মাসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেবে।

সৈয়দ মামুনুল আলমবলেন, কমিটির একটি সভা হয়েছে। আরও কয়েকটি সভা করতে হবেওতবে এই দুই প্রকল্প নিয়ে এখনও বলার মতো কোনো অগ্রগতি হয়নি২

তিনি আরও বলেনওরাজউক এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে২

এই দুটি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে ২০১৯ সালে রাউজক ও চীনা কোম্পানিটির মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই হয়। তার আলোকেই প্রকল্প দুটির সম্ভাব্যতা ও পরিবেশগত সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

চলতি বছরের ১০ জুলাই পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে একটি প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়, যা পরিবেশ অধিদপ্তর অনুমোদন করেছে।

পরিবেশগত উদ্বেগ

২০১৯ সালে যখন এই দুই প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য সিআরবিসির সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করে রাজউক, তখন পরিবেশবাদীদের বিভিন্ন সংগঠন এর বিরোধিতা করেছিল।

পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো বলেছিল, এই প্রকল্প দুটি নেওয়া হলে জলাধার ভরাট হবে এবং উন্মুক্ত জায়গা কমে যাবে, যা পরিবেশের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

২০২২ সালের ২৫ মে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে প্রস্তাবিত প্রকল্প দুটির ওপর প্রেজেন্টেশন দেয় গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং রাজউক।

সেখানে প্রকল্প দুটির স্থাপত্য-নকশার উপস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করে জলাধার সংরক্ষণ, পর্যাপ্ত সবুজ এলাকা রাখা ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা রেখে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। - আবুল কাশেম, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

ব্রিকস কি ডলারের আধিপত্য কমাতে পারবে

৫ পৃষ্ঠার পর

রিজার্ভের জন্য ডলারের বিকল্প খুঁজছে। এমনকি লেনদেনে সুইফটের বিকল্প আন্তর্জাতিক মাধ্যম খোঁজা হচ্ছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিভার্সিটি অব প্রিটোরিয়ার অধ্যাপক ড্যানি ব্র্যাডলোর মতে, ডলারের বিকল্প মুদ্রা কী হবে, সেটা ঠিক করা কঠিন। কেননা ব্রিকসের একেক সদস্যদেশ একেক মুদ্রা ব্যবহার করে। আর ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করাও নিরাপদ নয়। এ অবস্থায় ব্রিকসের দেশগুলোর স্বতন্ত্র মুদ্রা চালু করাটাও কঠিন বলে মনে করেন শিরলে জে উ। তিনি বলেন, ব্রিকসের মুদ্রা চালু করতে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান, মানদণ্ড প্রয়োজন হবে। এটা অর্জন করা কঠিন।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ম্যাক্রো-অ্যাডভাইজরির বিনিয়োগ বিশ্লেষক ক্রিস ওয়েফার বলেন, ব্রিকসের সদস্যদেশগুলোর সরকারও জানে, স্বতন্ত্র মুদ্রা চালু করা কার্যত অসম্ভব। দীর্ঘ সময় পরও এটা কার্যকর হবে না। তিনি বলেন, ব্রিকসের অভিন্ন মুদ্রা চালুর ধারণাই অবাস্তব। কেননা, আধিপত্যের শিকার হওয়ার ভয়ে চীনের সঙ্গে অন্য দেশগুলো তাদের আর্থিক নীতি মেলাতে চাইবে না।

তাই ডলারের বিকল্প হিসেবে ব্রিকসের দেশগুলো বড় পরিসরে নিজেদের মুদ্রায় লেনদেন শুরু করতে পারে, এমনটাই মত ক্রিস ওয়েফারের। তিনি বলেন, চীন-রাশিয়ার মধ্যে ৮০ শতাংশ বাণিজ্য রুবল (রাশিয়ার মুদ্রা) কিংবা ইউয়ানে (চীনের মুদ্রা) হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া অন্য দেশগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। ব্রিকস মুদ্রা চালুর চেয়ে এটা হবে সবচেয়ে কার্যকর কৌশল।

এমনকি ব্রিকসের বাইরে গত মাসে ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাত রুপিতে লেনদেন শুরুর চুক্তি করেছে। এসব উদ্যোগ এগিয়ে নিতে হবে বলে মন্তব্য করেন ক্রিস ওয়েফার। তাঁর মতে, আর এভাবেই ডলারকে চাপে রাখা যাবে।-আল-জাজিরার বিশ্লেষণ

ব্রিকসের সম্প্রসারণ পশ্চিমাদের জন্য কতটা উদ্বেগের

পরিচয় ডেস্ক: বিকাশমান পাঁচ অর্থনীতির দেশের জোট ব্রিকসের সদস্যসংখ্যা বাড়ানোর চুক্তি নিয়ে গতকাল বুধবার আলোচনার এক পর্যায়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল। তবে গত বৃহস্পতিবার (২৪ আগষ্ট) ব্রিকসের সদস্য হওয়ার জন্য ছয়টি দেশকে আমন্ত্রণ জানানোর ঘোষণা দিয়েছে জোটটি।

আমন্ত্রণ পাওয়া দেশ ছয়টি হলো আর্জেন্টিনা, মিসর, ইথিওপিয়া, ইরান, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। ব্রিকসে দেশ ছয়টির সদস্যপদ ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি কার্যকর হবে বলে আজ জানানো হয়।

ব্রিকসের বর্তমান সদস্য ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা। গত মঙ্গলবার দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে ১৫তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন শুরু হয়। পাঁচ সদস্য ছাড়াও এই জোটে যুক্ত হতে আগ্রহী দেশগুলোর প্রতিনিধিরা জোহানেসবার্গ সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কর্মকর্তাদের ভাষ্যমতে, ৪০টির বেশি দেশ ব্রিকসে যোগ দেওয়ার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে ২২টি দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিকসে যোগ দেওয়ার কথা বলেছে।

এবারের ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের শুরু থেকেই মূল আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে জোটের সম্প্রসারণ। ব্রিকসের সব সদস্যই প্রকাশ্যে এই জোটের সদস্যসংখ্যা বাড়ানোর পক্ষে মত দেয়। তবে কীভাবে, কতটা, কত দ্রুত জোটের সম্প্রসারণ হবেড়এসব বিষয় নিয়ে ব্রিকস নেতাদের মধ্যে বিভক্তি লক্ষ করা যায়।

বিশেষ করে চীন ও রাশিয়ার চাওয়া হলো, যত দ্রুত সম্ভব এই জোটে সদস্যদেশের সংখ্যা বাড়ানো হোক। তারা ব্রিকসকে পশ্চিমা আধিপত্যের বিপরীতে একটি কার্যকর বিকল্প জোট হিসেবে গড়ে তোলার পক্ষে।

এবারের শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী নালেদি প্যান্ডর গতকাল বুধবার বলেন, নতুন সদস্য নেওয়ার জন্য একটি পদ্ধতির বিষয়ে ব্রিকস নেতারা একমত হয়েছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিচালিত রেডিও স্টেশনকে নালেদি বলেন, 'আমরা (ব্রিকসের) সম্প্রসারণের বিষয়ে একমত হয়েছি।'

নালেদি আরও বলেন, 'আমাদের কাছে একটি নথি রয়েছে, যা আমরা গ্রহণ করেছি। এতে ব্রিকসের সদস্য হতে চায়, এমন দেশগুলোকে বিবেচনায় নেওয়ার জন্য নির্দেশিকা, নীতিমালা ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা আছে।...বিষয়টি খুবই ইতিবাচক।'

ব্রিকসের সম্প্রসারণের বিষয়ে গতকালই একটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পর একটি চুক্তি গৃহীত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু চুক্তি গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়।

জোটের সম্প্রসারণ-সংক্রান্ত আলোচনা সম্পর্কে অবগত এক ভারতীয় কর্মকর্তা চুক্তি গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্বের বিষয়টি স্বীকার করেন। তিনি গতকাল রাতে রয়টার্সকে বলেছিলেন, আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

সূত্র জানায়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই জোটে সদস্য নেওয়ার বিষয়ে নতুন মানদণ্ড সামনে আনলে চুক্তি গৃহীত হওয়ার বিষয়টি পিছিয়ে যায়। ফলে বৈশ্বিক বিষয়ে কথিত তৃতীয় বিশ্ব তথা গ্লোবাল সাউথকে আরও শক্তিশালী করতে ব্রিকসের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তার খবর দেয় রয়টার্স।

ব্রিকস দেশগুলোর অর্থনীতির মাত্রা-প্রকৃতি অনেকটাই ভিন্ন। জোটের সদস্য সরকারগুলোর বিদেশনীতির লক্ষ্যও পরস্পর থেকে ভিন্ন। কোনো ইস্যুতে ঐকমত্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো জোটের জন্য জটিল কারণ হিসেবে কাজ করে বলে রয়টার্সের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

জোটের প্রভাবশালী সদস্য চীন। তারা পশ্চিমা আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য একটি বহুমুখী বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার উপায় হিসেবে ব্রিকস সম্প্রসারণের বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে আহ্বান জানিয়ে আসছে।

গতকাল চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং বলেছিলেন, অস্থিরতা ও রূপান্তরের একটি নতুন যুগে প্রবেশ করেছে বিশ্ব। ঐক্যের মাধ্যমে নিজেদের শক্তিশালী করার বিষয়ে জোটের প্রতিষ্ঠাকালীন উদ্দেশ্যের কথা ব্রিকস দেশগুলোর সব সময় মনে রাখা দরকার।

ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে। এ কারণে তিনি এই শীর্ষ সম্মেলনে ভার্চ্যুয়ালি অংশ নিচ্ছেন। তিনি পশ্চিমা শক্তিগুলোকে এই বিষয়টি দেখাতে আগ্রহী যে এখনো বিশ্বে তাঁর বন্ধু রয়েছে।

অন্যদিকে ব্রাজিল ও ভারত উভয়ই পশ্চিমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইস ইনাসিও লুলা দা সিলভা গত মঙ্গলবার বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ধনী অর্থনীতির দেশগুলোর জোট জি-৭-এর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চায় না ব্রিকস।

হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান গত মঙ্গলবার বলেন, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্রিকস দেশগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা রয়েছে। এ কারণে জোটটি যুক্তরাষ্ট্রের ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হতে যাচ্ছে বলে মনে করেন না তিনি। তবে জোটের সম্প্রসারণসহ বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত বহুপক্ষীয় ঋণদাতাদের বিকল্প হিসেবে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংককে (ব্রিকস ব্যাংক) এগিয়ে নেওয়ার পদক্ষেপ পশ্চিমের কিছু লোকজনের মধ্যে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।-রয়টার্স জোহানেসবার্গ

নিষেধাজ্ঞায় পড়তে পারে এমন দেশকে ব্রিকস জোটে চান না মোদি

পরিচয় ডেস্ক: বিকাশমান অর্থনীতির জোট ব্রিকসের সম্প্রসারণের একটি চুক্তি নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনে শেষ মুহূর্তের আলোচনায় আটকে গেছে। সম্মেলনে ভারত ও ব্রাজিলের আপত্তিতে চুক্তি অনুযায়ী নতুন অনেক সদস্যের অন্তর্ভুক্তি আটকে গেল। জোটে নতুন সদস্যের যোগদানের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রস্তাব হলো, নতুন যেসব সদস্য ব্রিকসে নেওয়া হবে তারা যেন আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার লক্ষ্যবস্তু না হয়। অন্যদিকে ব্রিকস সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিশ্বে চীন তার প্রভাব আরও বাড়াতে চাইছে। তবে ব্রিকস সম্প্রসারণে ভারতের পাশাপাশি চীনের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা ডা সিলভা।

ব্রিকস দেশের এক কর্মকর্তা বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রস্তাবিত নতুন সদস্যের যোগদানের মানদণ্ডের মধ্যে রয়েছেড়সেসব দেশ আন্তর্জাতিক কোনো নিষেধাজ্ঞার লক্ষ্যবস্তু হওয়া থেকে মুক্ত হতে হবে। এজন্য সম্ভাব্য সদস্যপদ প্রার্থী ইরান ও ভেনিজুয়েলাকে এখনই জোটে নেওয়া হচ্ছে না। এ ছাড়া নরেন্দ্র মোদি সেসব দেশের নির্ধারিত ন্যূনতম জিডিপি প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দিয়েছিলেন। এসব কারণে এবারের ১৫তম ব্রিকস সম্মেলনে শেষ মুহূর্তে বিভক্তি দেখা দেয় নেতাদের মধ্যে। এ নিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। 'ব্রিকস এক্সপ্যানসন ফেসেস ইলেভেনথ আওয়ার হার্ডল অ্যাজ ডিভিশন্স পারসিস্ট' শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, বৈশ্বিক বিষয়ে 'গ্লোবাল সাউথ'কে আরও প্রভাবশালী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী করার যে বাসনা তার প্রতি এ ঘটনাকে হুমকি হিসেবে দেখা হচ্ছে। ব্রিকসের বর্তমান সদস্য ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা। এই জোটে কয়েক ডজন দেশ যোগ দেওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছে।

অন্যদিকে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে একটি পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ব্রিকসকে গড়ে তুলতে জোর দিচ্ছে চীন ও রাশিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে তিন দিনের এই সম্মেলনে ব্রিকসকে সম্প্রসারণ নিয়ে বিতর্ক হয়ে ওঠে শীর্ষ এজেন্ডা। যখন এর সব সদস্য প্রকাশ্যে ব্রিকস সম্প্রসারণে সমর্থন প্রকাশ করে, তখন কতসংখ্যক সদস্য নেওয়া হবে এবং কত তাড়াতাড়ি নেওয়া হবে, তা নিয়ে নেতাদের মধ্যে বিভক্তি দেখা দেয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী নালেদি প্যান্ডোর বুধবার (২৩ আগস্ট) তার বক্তব্যে বলেন, নতুন সদস্য নেওয়ার বিষয় বিবেচনা করতে একমত হয়েছেন ব্রিকস নেতারা। তার মন্ত্রণালয় পরিচালিত রেডিও স্টেশনে তিনি এ বার্তা দেন। ব্রিকসের সদস্য হতে চায় এমন দেশগুলোর জন্য আমরা কিছু গাইডলাইন, নীতি গ্রহণ করেছি। এসব দেশকে নেওয়ার বিষয় বিবেচনায় নিয়েছি। তবে ব্রিকসের সদস্য একটি দেশের একজন কর্মকর্তা তখন বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানান, তখন পর্যন্ত অনুমোদন কাঠামো অনুমোদন দেওয়ার চূড়ান্ত ঘোষণায় নেতারা স্বাক্ষর করেননি। বুধবারের অধিবেশনের পরই একটি চুক্তি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সূত্রগুলোর উদ্ধৃতি দিয়ে রয়টার্স বলছে, নতুন সদস্য নেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু মানদণ্ড উত্থাপন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। এতেই ব্রিকস সম্প্রসারণ চুক্তি আটকে যায়।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ব্রিকসভুক্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক শক্তি ও সরকারগুলো প্রায়শই ভিন্ন বিদেশিনীতির লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে ব্যাপকভাবে ভিন্ন। যে সংগঠন বা ব্লকের প্রতিটি সদস্যের সমান ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা আছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, সেখানে এটি একটি জটিল ফ্যাক্টর। এই ব্লকে সবচেয়ে হেভিওয়েট চীন। তারা ব্রিকসকে সম্প্রসারণের জন্য দীর্ঘদিন ধরে আহ্বান জানিয়ে আসছে। পশ্চিমাদের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে বহুমুখী বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার উপায় হিসেবে এমনটা দেখছে চীন।

বুধবারের অধিবেশনে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেছেন, অস্থিরতা ও পরিবর্তনের নতুন এক যুগে প্রবেশ করেছে বিশ্ব। ব্রিকসভুক্ত দেশ হিসেবে আমাদের সব সময় আমাদের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য মনে রাখতে হবে। তা হলোড়একতার ভিত্তিতে আমাদের নিজেদের শক্তিশালী করা।

এদিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আছে। এ কারণে সম্মেলনে তিনি সশরীরে যোগ দিতে পারেননি। তবে তিনি ভার্চুয়ালমাধ্যমে যোগ দেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি পশ্চিমা শক্তিগুলোকে দেখাতে চেয়েছেন যে এখনও তার বন্ধু আছে।

অন্যদিকে পশ্চিমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে ব্রাজিল ও ভারত। যুক্তরাষ্ট্র ও সম্পদশালী অর্থনীতির দেশগুলোর গ্রুপ অব সেভেন বা জি৭-এর প্রতিপক্ষ হয়ে উঠবে ব্রিকসড়এমন ধারণাকে মঙ্গলবার প্রত্যাখ্যান করেছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইস ইনাসিও লুলা ডা সিলভা।

রয়টার্সের খবরে আরও বলা হয়, দক্ষিণ আফ্রিকার কর্মকর্তারা বলেছেনড়কমপক্ষে ৪০টি দেশ ব্রিকসে যোগ দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তার মধ্যে ২২টি দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার অনুরোধ করেছে। সম্ভাব্য এসব প্রার্থীর মধ্যে ইরান থেকে আর্জেন্টিনা পর্যন্ত আছে। বিশ্ব শৃঙ্খলার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ব্রিকসের প্রতিশ্রুতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে তারা।

মাইকেল জ্যাকসনের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের মামলা আবার চালু

৬ পৃষ্ঠার পর

শিশুদের সব ধরনের সুরক্ষার দেবে।'

২০০৯ সালে মারা যাওয়া জ্যাকসন কোম্পানিগুলোর একমাত্র মালিক এবং একমাত্র শেয়ারহোল্ডার ছিলেন।

উচ্চ আদালতের বিচারকরা এই মতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন।

তাদের প্রতিবেদনে উচ্চ আদালতের বিচারকরা লিখেছেন: 'শিশুদের যৌন নির্যাতনকারী একজন কর্মচারীকে সুবিধা দেয় একটি প্রতিষ্ঠান এবং তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয় না। কারণ যৌন নির্যাতনকারী নিজেই ওই প্রতিষ্ঠানের মালিক।'

তারা আরও বলেছে, 'শুধু প্রতিষ্ঠানের শেয়ারহোল্ডার হওয়ার কারণে অপরাধীর কিছুই হবে না, এটা এক ধরনের বিকৃতি। তাই আমরা করপোরেশনগুলো জন্য দেওয়া রায় বাতিল করি।"

অন্যদিকে, জ্যাকসন এস্টেটের অ্যাটর্নি জোনাথন স্টেইনসাপির জানিয়েছেন তারা 'হতাশ'

স্টেইনসাপির অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে (এপি) একটি ইমেলে বলেছেন, 'দুইজন বিশিষ্ট বিচারক গত এক দশকে বারবার এই মামলাগুলো বহুবার খারিজ করেছেন।'

তিনি বলেন, 'আমরা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি যে মাইকেল এই অভিযোগগুলো থেকে নির্দোষ প্রমাণিত হবে। শুধুমাত্র অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে মাইকেলের মৃত্যুর কয়েক বছর পরে এসব মামলা করা হয়েছে।'

শুক্রবার স্টেইনসাপির বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি আবারও মাইকেল ন্যায়বিচার পাবেন এবং আমরা জয়লাভ করব।'

রবসন ও সেফচাকের একজন অ্যাটর্নি ভিন্স ফিনাল্ডি একটি ইমেলে বলেছেন, তারা 'সন্তুষ্ট এবং বিস্মিত নন' যে আদালত পূর্ববর্তী বিচারকের 'এই মামলাগুলোতে দেওয়া ভুল রায়গুলো বাতিল করেছেন।'

তিনি বলেন, ক্যালিফোর্নিয়ায় এ ধরনের অপরাধে শাস্তির জন্য কোনো আইন ছিল না। তাই রাজ্য ও দেশজুড়ে শিশুরা বিপন্ন ছিল। আমরা ন্যায়বিচারের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। ৪০ বছর বয়সী রবসন একজন কোরিওগ্রাফার। তিনি ৫ বছর বয়সে জ্যাকসনের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি তিনটি জ্যাকসন মিউজিক ভিডিওতে কাজ করেছেন। মামলায় তিনি অভিযোগ করেছেন, জ্যাকসন তাকে সাত বছর ধরে শ্লীলতাহানি করেছেন।

৪৫ বছর বয়সী সেফচাক বলেন, 'পেপসির একটি বিজ্ঞাপনের চিত্রগ্রহণের সময় তিনি জ্যাকসনের সঙ্গে দেখা করেন। সেসময় তার বয়স ছিল ৯ বছর। জ্যাকসন তাকে প্রায়ই ডাকতেন এবং নির্যাতন করার আগে তাকে উপহার দিতেন।'

এপি সাধারণত যৌন নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করে না। কিন্তু রবসন ও সেফচাক তাদের পরিচয় ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে ইচ্ছুক ভারতীয় বংশোদ্ভূত রামাস্বামী যেভাবে ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে চান

৭ পৃষ্ঠার পর

করা সামরিক জোট থেকে রাশিয়াকে বের করে আনব।'

রামাস্বামী মনে করেন, ইউক্রেনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততার কারণে রাশিয়া চীনের দিকে ঝুঁকছে।

রামাস্বামী বলেন, 'আমাদের জন্য বর্তমানে রাশিয়া-চীন সামরিক জোটটি সবচেয়ে বড়, একক সামরিক হুমকি। হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা, পারমাণবিক সক্ষমতায় যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের তুলনায় রাশিয়া অনেকখানি এগিয়ে। আবার চীনের নৌবাহিনীর সক্ষমতা আমাদের চেয়ে বেশি।

আধুনিক জীবনধারার জন্য আমরা যে ধরনের অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল, সে ধরনের অর্থনীতির সংমিশ্রণে দেশ দুটি একে অপরের সঙ্গে সামরিক জোট গড়েছে। অন্য কোনো রাজনৈতিক দল এ নিয়ে কথা বলছে না। সবচেয়ে বাজে বিষয় হলো, ইউক্রেনের সঙ্গে আমাদের সম্পৃক্ততার কারণে রাশিয়া ক্রমাগত চীনের দিকে ঝুঁকছে।'

এই রিপাবলিকান নেতা বলেন, তিনি নির্বাচনে জয়ী হলে তাঁর পররাষ্ট্রনীতির মূল জায়গা হবে সামরিক জোটটিকে দুর্বল করে দেওয়া। তিনি মনে করেন, পুতিনকে হারানোর ওপর জোর না দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের জয় নিশ্চিত করাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

৩৭ বছর বয়সী রামাস্বামীর জন্ম ১৯৮৫ সালের ৯ আগস্ট। ওহাইও অঙ্গরাজ্যের সিনসিনাটি শহরে তিনি বেড়ে উঠেছেন। তাঁর মা-বাবা ভারতের কেরালা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসী হন।

রামাস্বামীসহ এখন পর্যন্ত তিন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টি থেকে প্রার্থিতা পাওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা দিয়েছেন। অপর দুজন হলেন নিকি হ্যালি ও হর্ষ বর্ধন সিং।এএনআই

রিপাবলিকান ডিবেটে কে জিতলো আর কে হারলো?

৭ পৃষ্ঠার পর

রামাস্বামী সরাসরি জানিয়ে দিলেন যে, এই স্টেজে থাকা একমাত্র প্রার্থী হচ্ছেন তিনি, যে এখনও বিক্রি হয়নি। রামাস্বামী ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ নিয়ে ছিলেন বেশ সরব।

তিনি মনে করেন, ইউক্রেনের উচিৎ কয়েকটি অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করা। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তের সুরক্ষার জন্য মিলিটারি মোতায়েনের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন তিনি। চীনের সঙ্গে ব্যবসা বন্ধে মার্কিন কোম্পানিগুলোর জন্য বিশেষ আইন করার কথা বলেন রামাস্বামী। তার এই পয়েন্টের সঙ্গে বেশিরভাগ রিপাবলিকান সমর্থকও হয়ত একমত হবেন না।

তবে রামাস্বামী শেষ পর্যন্ত ডনাল্ড ট্রাম্পকে ছাড়াতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন না বিশ্লেষকরা। তিনি নিজেও হয়ত সেটা চান না। তবে প্রথম ডিবেটে তিনি যেভাবে সবার নজর কেড়েছেন তাতে এটি নিশ্চিত যে সামনের মাসগুলোতে তিনি একটি বড় ফ্যাক্টর হতে চলেছেন।

সবথেকে খারাপ করেছেন ডিস্যান্টিস

এ বছরের শুরুতে ধারণা করা হচ্ছিল, রিপাবলিকান দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কে হবেন তা একটি দুই ঘোড়ার দৌড় হতে যাচ্ছে। কেউ যদি ট্রাম্পকে হারাতে পারেন তাহলে সেটা হচ্ছেন শুধু রন ডিস্যান্টিস। তবে এরপর থেকে ক্রমাগত নিচেই নামছেন ফ্লোরিডার গভর্নর। জরিপগুলোতেও তিনি ট্রাম্পের থেকে অনেক বেশি পিছিয়ে আছেন। তারমধ্যে ডিবেটে খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি তিনি। ধারণা করা হচ্ছে, এর মধ্য দিয়েই তিনি প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে হেরে গেলেন।

নিজের সামরিক বাহিনীকে কাজ করার অভিজ্ঞতার মুহূর্ত ছাড়া পুরো সময়ে ডিস্যান্টিস খুব একটা নজর কাড়তে পারেননি। তিনি মাদকের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সরকারি নীতি প্রণয়নের প্রস্তাব দিয়েছেন। তবে ট্রাম্পের মতো প্রতিযোগীর সঙ্গে ব্যবধান কমানোর জন্য এমন গড়পড়তা পারফরমেন্স কোনো কাজে দেবে না। যাকে কয়েক দিন আগেই রিপাবলিকান দলের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ভাবা হতো, সেই ডিস্যান্টিস প্রথম বিতর্কেই অগুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেলেন।

ট্রাম্পকে গ্রেপ্তারের সময় কী করছিলেন বাইডেন

৭ পৃষ্ঠার পর

বলেছে, জেলেনস্কির সঙ্গে ফোনালাপে বাইডেন ইউক্রেনে এফ ১৬ যুদ্ধবিমান পরিচালনার জন্য পাইলটদের প্রশিক্ষণ নিয়ে কথা বলেছেন। সেই সঙ্গে ইউক্রেনে এফ ১৬ যুদ্ধ বিমান দিতে অন্যান্য দেশগুলোর দ্রুত অনুমোদন নিয়ে কথা বলেছেন।

বাংলাদেশে বাইরের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে চীন : শেখ হাসিনা-শি জিনপিং বৈঠক

৯ পৃষ্ঠার পর

উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 'আপনি ব্রিকসে যোগ দিতে পারলে আমি আপনাকে (শেখ হাসিনা) সবসময় সমর্থন করবো।

চীনা প্রেসিডেন্ট বলেন, 'রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বাংলাদেশকে সহায়তা করবে চীন। আমরা এই অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা চাই না।

মোমেন জানান, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তার সরকার রোহিঙ্গাদের তাদের মাতৃভূমিতে প্রত্যাবাসন করতে চায়। কারণ, তারা এই অঞ্চলের শান্তির জন্য হুমকি হয়ে উঠছে। তাদের মধ্যে অনেকেই অবৈধ মাদক ও অস্ত্র ব্যবসায় জড়িয়ে গেছে। তিনি বলেন, 'উন্নয়নের জন্য শান্তি অপরিহার্য।'

চীনের প্রেসিডেন্ট রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে বাংলাদেশকে সবসময় সমর্থন দিয়ে যাবে এবং বাংলাদেশের জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করতে তার দেশের আগ্রহের কথা জানান।

শি জিনপিং বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলায় পরিণত করতে সহযোগিতারও আশ্বাস দেন। তিনি আরও বলেন: 'একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্নকে সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়িত করতে চীন আপনাকে সাহায্য করবে।'

প্রধানমন্ত্রী চীনা অর্থায়নে পরিচালিত কিছু প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নে শি জিনপিংয়ের সহায়তা চেয়েছেন যা এখন তহবিল সংকটের জন্য আটকে রয়েছে। চীনা প্রেসিডেন্ট বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন।

আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় দুই হাজার কোটি ডলারের চীনা পণ্য আমদানি করেছে, যেখানে চীন মাত্র ৭০ কোটি মার্কিন ডলারের বাংলাদেশি পণ্য আমদানি করেছে।

চীনের প্রেসিডেন্ট আশ্বস্ত করেছেন চীন-বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ঘাটতি হ্রাস করার উদ্যোগ নেবেন। তিনি জানান, চীনের বাজারে ৯৮ শতাংশ বাংলাদেশি পণ্যে শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার দেয়া হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশে কিছু চীনা বিনিয়োগ এলে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য ব্যবধান কমবে। তিনি দুই দেশের মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

উত্তরে, চীনা প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'আমরা দেশগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেবো।'

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আগামী অক্টোবরে পদ্মা রেল সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতে চীনের প্রেসিডেন্টকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। জবাবে চীনা প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আমি অবশ্যই আপনার দেশে আসবো। তবে দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সফরের সময় নির্ধারণ করা হবে।'

মোমেন জানান, শি জিনপিং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকেও চীন সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

জবাবে শেখ হাসিনা বলেছেন, তিনি চীন সফর করবেন, তবে সময় লাগতে পারে। কারণ, জাতীয় নির্বাচন দরজায় কড়া নাড়ছে। তিনি নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত থাকবেন। এদিকে শেখ হাসিনা চীনের প্রেসিডেন্টকে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের চীনে পড়াশোনার সুযোগ বাড়ানোর আহ্বান জানান এবং শি জিনপিং বিষয়টি দেখবেন বলে আশ্বাস দেন।

ওদিকে সিনহুয়ার খবরে বলা হয়, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চীনা প্রেসিডেন্টের বৈঠকে শি জিনপিং বলেন, জাতীয় সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় বাংলাদেশকে সমর্থন করে চীন। যাতে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও স্থিতিশীলতা ধরে রাখতে পারে, অর্জন করতে পারে উন্নয়ন ও পুনরুজ্জীবন। জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, দৃঢ়ভাবে 'এক চীন নীতি' মেনে চলে বাংলাদেশ। আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বাড়াতে চীনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করে। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করতে প্রস্তুত বাংলাদেশ। এ ছাড়া ব্রিকসের মতো বহুপক্ষীয় ব্যবস্থায় সহযোগিতা জোরদার করতেও প্রস্তুত রয়েছে বাংলাদেশ। ব্রিকসের কার্যপদ্ধতি উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য নতুন উন্নয়নের সুযোগ নিয়ে আসবে বলে বিশ্বাস করে বাংলাদেশ।

এই সাক্ষাতে অন্যান্য খাতের মধ্যে অবকাঠামো, তথ্যপ্রযুক্তি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও কৃষি সহযোগিতা বৃদ্ধির আহ্বান জানান চীনা প্রেসিডেন্ট। শি জিনপিং বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে প্রচলিত বন্ধুত্বের কথা তুলে ধরেন। বলেন, ২০১৬ সালে উভয় পক্ষ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে কৌশলগত সহযোগিতামূলক অংশীদারিত্বে উন্নীত করেছে। এতে উভয় পক্ষের সহযোগিতা আরও গভীর হয়েছে। চীন ও বাংলাদেশ এখন নিজস্ব উন্নয়ন ও নবশক্তি সঞ্চারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে রয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশলে সমন্বয়ে আগ্রহী চীন।

শি জিনপিং আরও বলেন, প্রত্যেকের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে একে অন্যকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে এমন কাজ অব্যাহতভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে চালিয়ে যেতে চায় চীন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, উভয় পক্ষের উচিত হবে কৌশলগত যোগাযোগ শক্তিশালী করা। বিভিন্ন বিভাগ ও বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বিনিময় জোরদার করা।

পাশাপাশি তিনি ব্যক্তি পর্যায়ে যোগাযোগ শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। দুই দেশের জনগণের মধ্যে বন্ধন ও সাংস্কৃতিক বিনিময় জোরদার করার কথা বলেন। বাংলাদেশ নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে যোগ দেয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তিনি অভিনন্দন জানান। বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে বহুপক্ষীয় বিষয়ে সমন্বয় ও সহযোগিতা জোরদার করতে চায় চীন। আন্তর্জাতিক সমতা ও ন্যায়বিচারের পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষায় চীন আগ্রহী।

সিনহুয়া আরও বলেছে, ২০১৬ সালে বাংলাদেশ সফর করেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। এ বিষয়টি উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেছেন, তার ওই সফর দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাইলফলক হয়ে আছে। কোভিড-১৯ মহামারির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের লড়াইয়ে চীন যে অমূল্য সমর্থন দিয়েছে তা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহায়তার প্রশংসা করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। চীনের এই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহায়তা বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং জনগণের জীবনমানের উন্নতিতে সহায়ক হয়েছে বলে তিনি তুলে ধরেন।

শেখ হাসিনা বলেন, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ-চীন সুসম্পর্ক। একই সঙ্গে একে অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না- এর ওপর ভিত্তি করে এই সম্পর্ক। এ সময় বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের ১০ম বার্ষিকী উপলক্ষে শি জিনপিংকে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী হাসিনা। বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য নতুন দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছে বেল্ট অ্যান্ড রোড সহযোগিতা। এ সময় তিনি চীনের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করতে প্রস্তুত বলে জানান।

ব্রিকসকে বিশ্বশান্তি ও স্থিতিশীলতার দায়িত্ব নিতে হবে -জোহানেসবার্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৯ পৃষ্ঠার পর

স্নেহ ও আশীর্বাদ উপভোগ করার জন্য আমি দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ব্যক্তিগত সংযুক্তি অনুভব করছি। আমি ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ২৫তম বার্ষিকীতে আমাদের উদযাপনে তার যোগদানের কথা স্মরণ করছি।'

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসাও এ সংলাপে বক্তব্য রাখেন। ব্রিকস প্লাস ডায়ালগের ফাঁকে ইরানের প্রেসিডেন্ট ইবরাহিম রাইসি ও ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। এছাড়া জাতিসংঘ মহাসচিব এন্তোনিও গুতেরেস, উগান্ডার ভাইস প্রেসিডেন্ট, দক্ষিণ আফ্রিকার উপপ্রধানমন্ত্রী, রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কুশল বিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রী ১৫তম ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে জোহানেসবার্গে আসা রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের সঙ্গে একটি ফটোসেশনেও যোগ দেন। এদিন ব্রিকসের বর্তমান চেয়ারম্যান ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা ১৫তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে জোহানেসবার্গে আসা রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের সম্মানে এ মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন। কর্মসূচিতে এ অঞ্চলের নারীদের পরিবর্তনের কারিগর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি গ্লোবাল সাউথ নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শেখ হাসিনা।

পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, 'প্রথমত, আমাদের নারী ও মেয়েদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ওপর চলমান খাদ্য, জ্বালানি ও আর্থিক সংকটের বিরূপ প্রভাব প্রশমিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, মেয়েদের স্কুলে রাখতে অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করুন, সাইবার অপরাধ থেকে তাদের সুরক্ষিত রাখুন এবং তাদের মধ্যে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল বিভাজন হ্রাস করুন। তৃতীয়ত, নারীদের লাভজনক কর্মসংস্থান, উপযুক্ত কাজ, মজুরি সমতা ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সুযোগ প্রসারিত করুন। চতুর্থত, ক্রমবর্ধমান জলবায়ু প্রভাবের কারণে নারীদের সুরক্ষা ও স্থিতিস্থাপকতার প্রয়োজনীয়তার দিকে গভীরভাবে নজর দিন। পঞ্চমত, সক্রিয় ও দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক ক্যারিয়ার গড়তে নারীদের জন্য সুষম প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্র গড়ে তুলুন।'

বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮(২) অনুচ্ছেদের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। রাষ্ট্র ও জনজীবনের সব ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে নারীর সমান অধিকার থাকবে। আমাদের জাতীয় সংসদে একটি অনন্য ঘটনা রয়েছে। যেখানে আমাদের স্পিকার, সংসদ নেতা, বিরোধীদলীয় নেতা ও সংসদের উপনেতা সবাই নারী।'

বাংলাদেশের নির্বাচনে 'ভারত ফ্যাক্টর': যা বলছে আ'লীগ-বিএনপি-জাপা

৮ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশিত হবার পরে আপত্তি দেখা যাচ্ছে বিএনপিতে। কারণ হিসেবে দিল্লীর সবশেষ তৎপরতা এবং অতীতের ভূমিকা সামনে আনেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়।

এ প্রসেঙ্গে রায় ২০14 সালের নির্বাচনের আগে ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং-এর ঢাকা সফর এবং জাতীয় পার্টির তৎকালীন নেতা এইচ এম এরশাদের সাথে বৈঠকের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। 'সুজাতা সিং বলে নাই এরশাদরে যে আপনি যদি নির্বাচনে না যান বিএনপি ক্ষমতায় আসবে,' বলেন রায়। 'এ সপ্তাহেই তো একটা প্রেসনোট দিরো পররাষ্ট্র দফতর ভারতের যে যথাসময়ে সংবিধান মতো বাংলাদেশে নির্বাচন হবে। উনি এ কথা বলে কেন? একথা এদেশের সরকারই বলতেছে, ওনার বলার দরকার কী? এরপরেও কী আর বলতে হবে কিছু?' গয়েশ্বর চন্দ্র রায় মনে করেন, বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারত ভারসাম্য রক্ষা করছে না।

'গণতান্ত্রিক দেশের সাথে সারা বিশ্বের সাথে ভারত একই সুরে কথা বলবে। এটাই আমার ধারণা ছিল। তাইলে হয়তো বা আমাদের দেশের মানুষ ভোটাধিকার ফেরত পাইতে সহজ হইতো।' তিনি অভিযোগ করেন, ভারত বাংলাদেশের বন্ধু না হয়ে শুধু একটি দলের বন্ধু হয়েছে। 'তারা একটা দলের বন্ধু। একজন ব্যক্তির বন্ধু। এ অবস্থানটা কোনোভাবেই জনগণের জন্য কাম্য না। ভারত তো চায় আজীবন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকুক, যেভাবে খুশি, এটা তো সুস্পষ্ট,' বলেন রায়।

ভারত গণতন্ত্রের বাইরে কথা বলে নাই

অন্যদিকে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানকে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে এক ধরনের হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখে আওয়ামী লীগ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তবে নির্বাচনকে সামনে রেখে ভারতের অবস্থান সরকারি দলের জন্য অনেকটা স্বস্তির বলেই মনে হচ্ছে।

সংসদ উপনেতা ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মতিয়া চৌধুরী বিবিসিকে বলেন, আমেরিকা বৃহৎ শক্তির অংশ এবং ভারতও এখন কারো চাইতে কম যায় না।

'ভারত তো গণতন্ত্রের বাইরে কথা বলে নাই, কাজেই এইটা নিয়ে আলাদাভাবে চিন্তিত হওয়ার কী আছে? যারা নির্বাচন ছাড়া অন্য খেলা খেলে, তাদের কথা আমরা বরং সন্দেহের চোখে দেখব,' বলেন মতিয়া চৌধুরী।

মতিয়া চৌধুরী বলছেন, ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ঐতিহাসিক। ভারত নিয়ে এই মুহূর্তে সন্দেহের কোনো কারণ দেখছি না।

'অনর্থক উদ্বিগ্ন হওয়ার বা বিচলিত হওয়ারও কোনো কারণ দেখি না। বা এতে **বাড়তি উৎফুল্ল হবারও কোনো কারণ দেখি না'**

'বাংলাদেশ একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। এই বাস্তবতা কেউ অস্বীকার করবে না ভারতও অস্বীকার করবে না এবং আমরাও এটা মাথায় রাখবো যে আমরা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। কোনো কিছুই দেশের স্বার্থের বাইরে না বা উর্দ্ধে না এবং দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে না,' বলেন মতিয়া চৌধুরী।

ভারত ছাড়া সম্ভব নয়

নিকটতম প্রতিবেশী এবং নানা স্বার্থের কারণে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় কারা আছে সেটি ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা, এ অঞ্চলে স্থিতিশীলতা এবং ভূরাজনৈতিক স্বার্থে বাংলাদেশকে ঘিরে ভারতের চিন্তা ভাবনা ও কৌশল থাকা স্বাভাবিক বলেও মনে করা হয়।

জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বিবিসি বাংলাকে বলেন, নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবে নানা কারণে ভারতের জন্য বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ।

'এটা বাস্তব যে বাংলাদেশের রাজনীতির বিষয়ে ভারতের একটা স্বার্থ থাকতেই পারে। কারণ তারা নিকটতম প্রতিবেশী এবং তিন দিকেই ভারত বেষ্টিত। সেখানে ভারত চাইবেই যে বাংলাদেশে যে সরকারে থাকুক তাদের সাথে একটা সুসম্পর্ক থাকুক,' বলেন হক।

তিনি বলেন, সীমান্তের বিষয় আছে, আইনশৃঙ্খলার বিষয় আছে এবং কৌশলগত বিষয় আছে। এসব বিষয় নিয়ে ভারতের যেমন স্বার্থ আছে, বাংলাদেশেরও স্বার্থ আছে। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভারত তার নিজস্ব রাজনৈতিক কারণে এবং কৌশলগত কারণে বাংলাদেশের বিষয়ে চিন্তা করতে পারে বলেন মনে করে জাতীয় পার্টি মহাসচিব।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ভারতের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগের বিষয়টি গোপন কিছু নয়। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধি পর্যায়ে কিংবা দ্বিপক্ষীয় উচ্চ পর্যায়ের সফরগুলোতেও দলীয় প্রধানদের সাথে বৈঠক আলোচনাও হয়ে থাকে। এবার নির্বাচনের আগে সম্প্রতি আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের ভারত সফর করেছেন।

জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু মনে করেন, বাংলাদেশে রাজনীতি করতে গেলে ভারতকে শত্রু ভেবে এখানে রাজনীতি করা বা ক্ষমতা চালানো সম্ভব নয়। এর রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক - দুটো কারণ রয়েছে বলে মনে করেন হক।

'গত কয়েকদিন আগে ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় একটা সিদ্ধান্ত নিল যে তারা পেঁয়াজের ওপর ট্যাক্স বসাবে এর মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশে পেয়াজের দাম বেড়ে গেছে। এমনকিছু বিষয় আছে যেটা আমরা প্রতিবেশী দেশের কাছে নির্ভরশীল হয়ে যাই,' বলেন মি. হক।

বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে পাল্টাপাল্টি অবস্থানে প্রধান দুই রাজনৈতিক দল। অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান করার তাগাদা আছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকেও। তবে শেষ পর্যন্ত ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কী ভূমিকা নেয়- সেদিকেই দৃষ্টি সব রাজনৈতিক দলের। সূত্র : বিবিসি

আটলান্টার জেলে ঐতিহাসিক 'মাগশটের' পর ট্রাম্পের জামিন

৭ পৃষ্ঠার পর

মনে হতেই পারে। এটি কোনো ক্রিমিনাল অপরাধ নয়' এরপর নিজের সমাজ মাধ্যমের পেজে তিনি জেলে তোলা তার মাগ শটের ছবি প্রকাশ করেন। জানিয়ে দেন, 'কোনো অপরাধ ছাড়াই আমায় গ্রেপ্তার করা হলো' সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচনী প্রচারের পেজে এই মন্তব্য করেছেন তিনি।

বস্তুত, এদিন আটলান্টা জেলের বাইরেও বেশ কিছু ট্রাম্প সমর্থক জড়ো হয়েছিলেন। তাদের অভিযোগ, মাগ শট তোলা বাধ্যতামূলক নয়। ট্রাম্পের মাগ শট তোলার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সাবেক প্রেসিডেন্টকে অপমান করার জন্যই একাজ করা হয়েছে।

২০২১ সালের জানুয়ারি পর প্রথমবার মাইক্রো ব্লগিং প্লাটফর্ম এক্সে দেয়া পোস্টে নিজের ওয়েবসাইটের ঠিকানা ও মাগশটের ছবি শেয়ার করে ট্রাম্প লেখেন, 'নির্বাচনে হস্তক্ষেপ। কখনো আত্মসমর্পণ করব না!'

এর আগে এলভিস প্রিসলি, ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা, আল ক্যাপোন ও ড. মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রসহ বেশ কয়েকজন পাবলিক ফিগারের ছবি পুলিশ এভাবে তুলেছিল। এবার তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ট্রাম্পের যুক্তি হলো, তার বিরুদ্ধে আনা মামলাগুলো রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কারণ আগামী বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

কারাগারের ওয়েবসাইটে পোস্ট করা রেকর্ডে ট্রাম্পকে স্বর্ণকেশী বা স্ট্রবেরি চুল এবং নীল চোখসহ একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ বলে উল্লেখ করা হয়। আরো জানানো হয়, তিনি ছয় ফুট তিন ইঞ্চি ও ওজন ২১৫ পাউন্ড। তার বন্দি নম্বর পি০১১৩৫৮০৯। প্রকাশিত ছবিতে তাকে গাঢ় নীল স্যুট, সাদা শার্ট ও লাল টাই পরে ক্যামেরার দিকে তাকাতে দেখা গিয়েছে। চোখে-মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ।

নিউ জার্সি ফেরার আগে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, নির্বাচনী ফলাফল চ্যালেঞ্জ করার অধিকার তার রয়েছে।

২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জর্জিয়ায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে জো বাইডেনের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। ফল প্রকাশের পর দেখা যায়, ১২ হাজার ভোটে জিতেছেন বাইডেন। ট্রাম্প দাবি করছিলেন, গণনায় কারচুপি করা হয়েছিল। এরপর তার বিরুদ্ধেই পাল্টা কারচুপির অভিযোগ আনা হয়। জর্জিয়া প্রদেশের ফলাফল পাল্টে দেওয়ার চেষ্টায় অভিযুক্ত করা হয় তাকে।

জর্জিয়ার আদালতে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মোট ১৩টি অভিযোগ আনা হয়েছিল। তার মধ্যে রয়েছে সহিংসতা বিরোধী আইন লঙ্ঘন করা, সরকারি কর্মকর্তার শপথ লঙ্ঘন ও জালিয়াতির ষড়যন্ত্র। এ মামলায় ট্রাম্পসহ মোট ১৮ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। - রয়টার্স, এপি, এএফপি, বিবিস ও ওয়াশিংটন পোস্ট

'আ'লীগের চাইতে বড় জঙ্গী, সন্ত্রাসী দল বিশ্বের কোথাও নেই' -বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী

৮ পৃষ্ঠার পর

প্রত্যাখ্যান করবে।

কালো পতাকা মিছিলে আসার নেতাকর্মীদের উদ্দেশে আমীর খসরু বলেন, একটি ছবি দেখবেন প্রধানমন্ত্রী গেছেন। কিন্তু ব্রিকস একটি অফিসিয়ালি ছবি প্রকাশ করেছে। সেখানে আমাদের এই অবৈধ প্রধানমন্ত্রী নেই। ব্রিকসের এখানে সদস্য হোক আর না হোক সবাই ছবি তুলেছেন। প্রবল মিথ্যাচারের রাজনীতি আর বাংলাদেশে চলবে না।

তিনি বলেন, নতুন নাটক করছে জঙ্গী নাটক। আরে জঙ্গী নাটক তো অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। ওই জঙ্গী খেলা চলবে না। ওই জঙ্গী খেলা বিশ্ববাসী কেউ বিশ্বাস করে না। আবার নাকি জঙ্গী সংগঠন বেড়েছে। আরে আওয়ামী লীগের চেয়ে আর বড় জঙ্গী দল আছে? নেই। আওয়ামী লীগের চেয়ে আর বড় কোনো সন্ত্রাসী দল আছে? নেই। আওয়ামী লীগের চাইতে বড় জঙ্গী সন্ত্রাসী দল বিশ্বের কোথাও নেই। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান ডা: এজেডএম জাহিদ হোসেন, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমান উল্লাহ আমান, জয়নুল আবেদীন ফারুক, যুগ্ম মহাসচিব হাবিবুন নবী খান সোহেল, সহ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, কৃষিবিদ শামীমুর রহমান শামীম, চেয়ারপারসনের প্রেস উইং কর্মকর্তা শামসুদ্দিন দিদার। সুত্র নয়াদিগন্ত

কোনো লুটেরা যাতে আবার ক্ষমতায় আসতে না পারে, প্রবাসীদের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা

৮ পৃষ্ঠার পর

‘আমরা জনগণের কল্যাণের জন্য রাজনীতি করছি, তাদের দুঃসময়ে পাশে থাকি এবং তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করছি।’ ‘উল্টো বিএনপি-জামায়াত জোট মানুষকে পুড়িয়ে মারার রাজনীতি করছে, টাকা কামাচ্ছে। দুর্নীতি, আগ্নেয়াস্ত্র চোরাচালান, অর্থপাচার, লুটপাট ও সারাদেশে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে,’ বলেন তিনি।

তিনি বলেন, সরকার ইতোমধ্যে কিছু টাকা ফেরত এনেছে যা খালেদা জিয়ার দুই ছেলে চুরি করে বিদেশে পাচার করেছিল এবং অবশিষ্ট টাকাও জব্দ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি জানেন না কোথা থেকে তারা অর্থ পাচ্ছেন যা ব্যবহার করে আবার পুলিশের গাড়ি ও যাত্রীবাহী বাসে আগুন দিয়ে তারা ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করেছে। শেখ হাসিনা বলেন, ‘এবার বাড়াবাড়ি করলে দেশের মানুষ তাদের রেহাই দেবে না।’ তিনি বলেন, বিএনপি-জামায়াত চক্র ২০১৩-২০১৫ সাল পর্যন্ত অগ্নিসন্ত্রাস চালিয়ে ৫০০ জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল। কিন্তু জনগণের প্রতিবাদের মুখে তারা অগ্নিসন্ত্রাস বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এতিমের টাকা আত্মসাতের কারণে খালেদা জিয়াকে সাজা দেয়া হয়েছে, তার ছেলে তারেক রহমান ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা, ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলা এবং দুর্নীতির মামলায় সাজাপ্রাপ্ত এবং তারেকের স্ত্রী দুর্নীতি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত।

তিনি বলেন, দণ্ডপ্রাপ্তরা বিএনপি’র শীর্ষ নেতা এবং তাদের সামনে রেখে রাজনীতি করছেন। শেখ হাসিনা বলেন, ‘জনগণ তাদের ভোট দেবে না। জনগণ বিএনপিকে ক্ষমতায় আসার জন্য ভোট দেবে না। জনগণ অগ্নিসন্ত্রাসীদের আর ক্ষমতায় আনবে না।’ প্রধানমন্ত্রী বলেন, এক সময় বাংলাদেশকে দরিদ্র ও প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হলেও এখন তার সরকারের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিশ্ব বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশকে ডিজিটাল দেশে রূপান্তরিত করেছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে তার সরকারের পদক্ষেপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, তারা বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে একটি উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী দেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান।

তিনি জাল সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরির জন্য বিদেশে না যাওয়ার অনুরোধের পাশাপাশি ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানোর জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান, যা চাকরি প্রার্থী ও সরকার উভয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। সরকারপ্রধান বলেন, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে কোনো গ্যারান্টি ছাড়াই ঋণ নিয়ে দেশে ফিরে প্রবাসীরা বাংলাদেশে ব্যবসা করতে পারবেন। তিনি আরো বলেন, এই ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে চাকরির জন্য বিদেশেও যেতে পারেন। এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন প্রধানমন্ত্রীর সাথে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা শাখা আওয়ামী লীগের সভাপতি ডা: লুৎফর রহমান রূপকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল তানসেন। সূত্র : বাসস

ভাগ্য নির্ধারণী ১২৫ দিন, কী ঘটবে রাজনীতিতে

৮ পৃষ্ঠার পর

এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনে এ সরকারের আবার ক্ষমতায় ফিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু বিগত কয়েক মাস বা এক বছর ধরে এ সরকারের মধ্যে একটি আশঙ্কার ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছে।’ গেল কয়েক মাসে মাঠে বিরোধীদের কিছুটা ছাড় দেয়া হলেও সামনের দিনগুলোতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং আওয়ামী লীগ আরও কঠোর অবস্থান নিতে পারে। তবে মাঠ সামলালেই সরকারের হচ্ছে না। বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা দুনিয়ার কার্যক্রমের ওপর বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে। সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই মন্তব্য করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ যদি কখনো আলগা হয়ে যায় শাসক দল কী করবে? তখন কি ছাড় দেয়ার ঘটনা ঘটবে? শাসন পদ্ধতি পরিবর্তন, জরুরি অবস্থা নানা গুজবই রয়েছে।

মোটাদাগে দেখলে মনে হয় বাংলাদেশের রাজনীতি কেবল সংঘাতের। এখানে সমঝোতার কোনো সম্ভাবনা বা সুযোগ নেই। তবে বিষয়টি পুরো সত্য নয়। ১৯৯০ সালে রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করতে সক্ষম হয়েছিল। সে সমঝোতার বলেই তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হয়েছিলেন। পরে তিনি আবার প্রধান বিচারপতির পদে ফিরে আসেন। ১৯৯৬ সালেও তীব্র আন্দোলনের মুখে পর্দার আড়ালে এক ধরনের সমঝোতা হয়েছিল। যার আলোকে ত্রয়োদশ সংশোধনী সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এবার কি সে ধরনের সমঝোতার কোনো সম্ভাবনা আছে। বিএনপি’র চাওয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার। আওয়ামী লীগের চাওয়া সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের ভারতের সংবাদপত্রকে বলেছেন, এর বাইরেও তার কাছে একটি ফর্মুলা আছে। তিনি তার ফর্মুলার ব্যাপারে খোলাসা করে কিছু বলেননি। তবে এটা বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যখন সংলাপ হবে তখন তিনি তা উপস্থাপন করবেন। জিএম কাদের সম্প্রতি ভারত সফর করে এসেছেন। তবে সে সফরের ব্যাপারে মিডিয়ায় খুব বেশি কিছু তিনি বলেননি।

ভাইয়ের মতো তাকেও ‘হাসপাতালে চিকিৎসা’ নিতে হয় কিনা সে আলোচনাও রয়েছে। কারণ তার ভারত সফরের সময়ই জাপায় চেয়ারম্যান পদ নিয়ে কয়েক ঘণ্টার নাটক হয়ে গেছে। অনেকে অবশ্য বলেন, এটা পরীমনির সংসারের মতো। এমন নাটক হতেই পারে। সে যাই হোক, জাতীয় পার্টির জনপ্রিয়তা হ্রাস পেলেও জিএম কাদের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আলোচনায় রয়েছেন। মার্কিন দূতাবাস তার সঙ্গে গেল কয়েক মাসে দফায় দফায় বৈঠক করেছে। আলোচনায় রয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে রাজনৈতিক সমঝোতার ভিত্তিতে এক ধরনের নির্বাচনকালীন সরকারেরও। এ ছাড়া, আইনবিদরা এটাও বলছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার মামলাটির রিভিউ এখনো ফাইল করা হয়নি। রাজনৈতিক সমঝোতা হলে আপিল বিভাগে এ ব্যাপারে রিভিউ দায়ের করা যেতে পারে। তারা স্মরণ করছেন, ওই মামলার সংক্ষিপ্ত আদেশে সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু উল্লেখ করেছিল, দুই মেয়াদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে বিচার বিভাগকে এর বাইরে রাখার পরামর্শ দিয়েছিল। এর বাইরে আরেকটি দিকও কোনো কোনো আইনবিদ উল্লেখ করেছেন। রাজনৈতিক দলগুলো চাইলে নিরপেক্ষ ব্যক্তিদেরও নির্বাচিত করে নিয়ে আসতে পারে। এর সব ক্ষেত্রেই প্রথমত প্রয়োজন রাজনৈতিক সমঝোতা।

আপাতত রাজনৈতিক সমঝোতার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছে বিএনপি। মিছিল আর সমাবেশের মতো কর্মসূচিই পালন করছে দলটি। অবশ্য সম্প্রতি ঢাকার প্রবেশমুখে অবস্থান কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে কঠোর পুলিশি অ্যাকশনের মুখে পড়ে বিএনপি। দলটির কিছু অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাও নতুন করে সামনে আসে। যার জের ধরে পদ হারাতে হয় ছাত্রদল সভাপতিকে। বিএনপি’র বর্তমান কর্মসূচি কি সরকারের ওপর তেমন কোনো চাপ তৈরি করেছে। সামনের দিনগুলোতে কেমন কর্মসূচি আসছে? আন্দোলনে সফলতার সম্ভাবনাই বা কতোটুকু? বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত এক নেতার কাছে সম্প্রতি এ ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলাম।

তিনি জানালেন, সহসাই আরও জোরালো কর্মসূচি আসছে। বিশেষত সেপ্টেম্বর মাসকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে। গত দুই নির্বাচনের আগে বিএনপি’র শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে এক ধরনের সংশয় ছিল। এবার সফলতার ব্যাপারে শীর্ষ নেতা আত্মবিশ্বাসী। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, শাসক দল এবং প্রশাসন হার্ডলাইনে গেলে বিএনপি কতোটা শক্ত অবস্থানে থাকবে তা নিয়ে নানা আলোচনা রয়েছে।

জামায়াত, হেফাজত এবং ইসলামী আন্দোলনের মতো ইসলামপন্থি দল বা সংগঠনগুলোর এবার নড়াচড়া কম। সরকার এবং বিরোধী দুই শিবিরের সঙ্গেই তাদের এক ধরনের যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। জামায়াতের নেতারা বলছেন, সরকারের সঙ্গে সমঝোতার কোনো সম্ভাবনা নেই। বিএনপি’র যুগপৎ আন্দোলনেও অবশ্য জামায়াত নেই। হেফাজত সরাসরি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে কখনো অংশ নেয়নি। ইসলামী আন্দোলন বিএনপি’র দাবির প্রতি সমর্থন জানালেও যুগপৎ আন্দোলনে যোগ দেয়নি। তবে সম্প্রতি ভারতের একাধিক পত্রিকার রিপোর্টে এটা স্পষ্ট হয় যে, ইসলামী দলগুলোর ব্যাপারে ভারতের এস্টাবলিসমেন্টের এক ধরনের আপত্তি রয়েছে।

বাংলাদেশের নির্বাচন অবশ্য এবার অনেকটাই আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। চীন ও রাশিয়ার অবস্থান স্পষ্ট। নির্বাচনকে তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় মনে করে। চীনের প্রেসিডেন্টও বলেছেন, চীন বাংলাদেশে বাইরের হস্তক্ষেপের বিরোধী। যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের পশ্চিমামিত্ররা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যাপারে তাদের অবস্থান বার বার ব্যক্ত করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এরইমধ্যে বাংলাদেশের ব্যাপারে ভিসানীতি ঘোষণা করেছে। দেশটির পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে তা নিয়ে নানা গুজব ছড়াচ্ছে প্রতিদিনই। ভারতের অবস্থান নিয়ে ভারতীয় পত্রিকায় নানামুখী ভাষ্য প্রকাশিত হচ্ছে। তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের সময় আগামী মাসে অনেক কিছু স্পষ্ট হতে পারে।

২০১৪ সালের মতো একতরফা নির্বাচন। বিএনপি’র ভগ্নাংশকে নিয়ে নির্বাচন। বিলম্বিত নির্বাচন। নাটকীয় সমঝোতা। অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। দৃশ্যপটে নানা ছবি। রাজনীতি তো আর জ্যোতিষশাস্ত্র নয়। এখানে হলফ করে বলা কঠিন কী হবে। তবে এটি নিশ্চিত সামনের দিনগুলো হবে শ্বাসরুদ্ধকর। - দৈনিক মানবজমিন

আধিপত্যবাদ চীনের ডিএনএতে নেই

১২ পৃষ্ঠার পর

কেন বিজনেস ফোরামের বৈঠকে যোগ দেননি সে বিষয়টি এখনো স্পষ্ট নয়। তবে শি জিনপিং যোগ না দিলেও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দ্য সিলভা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যোগ দিয়েছিলেন। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছেই দেশটির প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সি। সেখানে সি বলেন, তাদের দেশ ইতিহাসের এক নতুন অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে।

ভারত কিছু বললে এই অঞ্চলের উপকারে

৯ পৃষ্ঠার পর

(খালেদা) দেওয়া হচ্ছে। কোনো দেশ বন্দীকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে থাকে, এমন নজির থাকলে তখন সরকার খালেদার বিদেশে চিকিৎসার বিষয়টিকে স্বাগত জানাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম ও পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন।

১-৩ সেপ্টেম্বর কানাডার অলিম্পিক নগরী মন্ট্রয়লে অনুষ্ঠিত হবে ৩৭তম ফোবানা সম্মেলন

৬০ পৃষ্ঠার পর

দেশের ও প্রবাসের বরণ্য রাজনীতিবিদ শিক্ষাবীদসহ গুণীজনরা অংশগ্রহণ করবেন। ৩৭তম ফোবানাকে ঘিরে মন্ট্রিয়েলসহ কানাডার বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণদের মাঝে উদ্দীপনা কাজ করছে। তরুণদের নিয়ে সাজানো হয়েছে নানা আয়োজন। এছাড়া অন্যান্যবারের মতো এবারও একঝাঁক দেশি ও প্রবসি তারকা শিল্পী এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন। এ তথ্য জানিয়েছেন ৩৭তম ফোবানা সম্মেলনের কনভেনার দেওয়ান মনিরুজ্জামান এবং সদস্য সচিব হাফিজুর রহমান। আমন্ত্রিত শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন সাবিনা ইয়াসমিন, মমতাজ, তপন চৌধুরী, ইমরান, বালাম, মীর সাব্বির, নায়িকা রাশিদা জাহান, লাভলী দেব, মুজা সহ আরও অনেকে। ফোবানা সম্মেলন নিয়ে ফোবানার চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান বলেন, ফোবানার এই সম্মেলন এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে, উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশি সংস্কৃতি ধরে রাখা এবং নতুন প্রজন্মের কাছে এর প্রচার ও প্রসারে সাহায্য করা। একই সঙ্গে উত্তর আমেরিকায় বসবাসকারী বাংলাদেশিদের মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তোলা। ফোবানার এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী ড. রফিক খান বলেন, এবারের সম্মেলনটিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ওপর বিশেষ সেমিনার ও প্রদর্শনী করা হবে। আরও থাকবে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শ, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশি সংস্কৃতিকে ধরে রাখা এবং নুতন প্রজন্মের কাছে তার প্রচার ও প্রসারে সাহায্য করাই ফোবানার মূল লক্ষ্য। সেইসঙ্গে বাংলাদেশ ও উত্তর আমেরিকায় বসবাসকারী বাংলাদেশিদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায়িক সেতুবন্ধন তৈরি করা।

টরেন্টোর শেরাটনে অনুষ্ঠিতব্য সফল ফোবানা কনভেনশনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন

৬০ পৃষ্ঠার পর

বুধবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের গোল্ডেন এজ লাক্সারী পার্টি হলে ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটি ২০২৩ ও টরেন্টো কনভেনশন কমিটি ২০২৩ কর্তৃক আয়োজিত যৌথ সংবাদ সম্মেলনে উপরোক্ত মন্তব্য করেছেনফোবানার এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি শাহ নেওয়াজ।

তিনি আরো বলেন,ফোবানা সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই টরন্টো নগরীতে উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে ফোবানা সম্মেলনের প্রস্তুতির ওপর বক্তব্য রাখেন কমিটির চেয়ারম্যান আলী ইমাম সিকদার,এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি শাহ নেওয়াজ, ভাইস চেয়ারম্যান কাজী আজম, স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য জিল্লুর রহমান জিল্লু, টরেন্টো ফোবানা কনভেনশন কমিটি’র ২০২৩ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া, কনভেনর আবুল আজাদ, মেম্বার সেক্রেটারি রিমন ইসলাম ও কো চেয়ারম্যান আহাদ খোন্দকার।

কানাডার টরেন্টো থেকে আগত নেতৃবৃন্দ টরেন্টোর ফোবানা কনভেনশনের প্রস্তুতি তুলে ধরেন। এরপর সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফোবানার এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি শাহ নেওয়াজ।

লিখিত বক্তব্য শুরুর আগে জনাব শাহ নেওয়াজ বলেন, ফোবানা ও ফোবানা কনভেনশনের আইনগত বৈধতা একমাত্র আমাদের হাতে। তিনি বলেন গত ৪টি বছর ধরে আমরা স্টেট ও ফেডারেলের নিয়ম মেনে ট্যাক্সও প্রদান করছি। ফোবানার ট্রেড মার্কের জন্য আবেদনও করা হয়েছে। শীঘ্রই আমরা তা পেয়ে যাব।

লিখিত বক্তব্যে জানানো হয়, আগামি ১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকেলে টরেন্টোর সাবেক ডেপুটি মেয়র ও বর্তমান কাউন্সিলর মাইকেল থমাস আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলন উদ্বোধন করবেন। ফোবানার মূল অনুষ্ঠানগুলো শুরু হবে ২ সেপ্টেম্বর শনিবার থেকে, চলবে রোববার ৩ সেপ্টেম্বর রবিবার পর্যন্ত। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সম্মতি প্রদান করেছেন কানাডার প্রতিরক্ষামন্ত্রী বিল ব্লেয়ার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সালমা জাহিদ এমপি।

অনুষ্ঠানে দেশি-বিদেশি অতিথিরা বক্তব্য রাখবেন। ২রাসেপ্টেম্বর শনিবার ও ৩রা সেপ্টেম্বর রবিবার বাংলাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে পৃথক পৃথক কয়েকটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।

‘প্রবীণের অহংকার তারুন্যের জয়গান’ শ্লোগান নিয়ে ফোবানা কনভেনশনের প্রস্তুতি এগিয়ে চলেছে।

৩৭তমফোবানা কনভেনশনকে সফল করতে গঠিত হয়েছে ফোবানা কনভেনশন ২০২৩ পরিচালনা পরিষদ। যাদের মধ্যে রয়েছেন চেয়ারম্যান: মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া, কনভেনর: আব্দুল আজাদ ও মেম্বার সেক্রেটারি: রিমন ইসলাম, প্রধান পৃষ্ঠপোষক: ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ রেজাউর রহমান , চীফ কনসালটেন্ট : মাহবুব রব চৌধুরী , চীফ এডভাইজার : নজরুল ইসলাম মিন্টু ও চীফ কো অর্ডিনেটর : আহমেদ হোসেন। পুরো কনভেনশনের দেখভাল করছেন ফোবানার এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান আলী ইমাম, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি শাহ নেওয়াজ ও ভাইস চেয়ারম্যান কাজী আজমসহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

কনভেনশনে অংশগ্রহনকারী শিল্পীরা হলেন এস আই টুটুল, বালাম, রিজিয়া পারভিন, রানো নেওয়াজ, মোস্তফা অনিক রাজ, লাবনী, একে আজাদ, খোন্দকার ইসমাইল ও ফরহাদ আদনান প্রমুখ। এছাড়াও নিউইয়র্কের নৃত্যশিল্পীরাও বিশেষ নৃত্যনাট্য পরিবেশন করবেন।

নৃত্যানুষ্ঠানের বিশেষ আর্কষন “চন্দ্রা ব্যানার্জি ট্রুপ”। টরেন্টোসহ কানাডার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের সম্মেলনে অংশগ্রহনকারী শিল্পীরাও সাংস্কৃতিক পর্বে অংশ নেবেন।

বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালন ও তা নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ায়ই ফোবানার মূল লক্ষ্য। আর এ কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান রাখতে পারেন সাংবাদিকরাই। এ মহতি কাজকে এগিয়ে নেবার লক্ষ্যে ফোবানার এ সম্মেলনে যোগদান করে স্বচ্ছ ও বাস্তবভিত্তিক কর্মকান্ড পরিচালনা ও নেতৃত্ব প্রদানে যারা ভূমিকা রাখছেন তাদেরকে আপনাদের লেখনী ও প্রচারের মাধ্যমে সহযোগিতার অনুরোধ জানিয়েছেন আয়োজকরা।

আগত সম্মেলনের সকল সংবাদ বহুল প্রচারিত সংবাদ মাধ্যমে প্রচার ও প্রকাশ করে সহযোগিতা করার আহবান জানানো হয়।

সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অপর এক বক্তব্যে জনাব শাহনেওয়াজ আরো বলেন,ফোবানার ঐক্য অক্ষুন্ন রাখতে এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি হিসেবে তিনি আপ্রাণচেষ্ঠা করেছেন। কিন্তু পুর্নাঙ্গফোবানা কমিটি গঠনে গত মন্ট্রিয়ল কনভেনশনে প্রস্তাবিতচেয়ারম্য ান গিয়াস আহমেদ এর অনড় ও অগঠনতান্ত্রিক অবস্থানের জন্য তা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশকে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করার স্বপ্ন দেখি - শেখ হাসিনা

১০ পৃষ্ঠার পর

করে চলেছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এ প্রচেষ্টা শুধুমাত্র আমাদের জন্য সুবিধাই দেবে না বরং যারা আমাদের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করতে পছন্দ করে তাদের জন্যও লাভজনক প্রমাণিত হবে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগের অনেক সম্ভাবনা খুঁজে নিতে তারা বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকার বিনিয়োগকারীদের স্বাগত জানিয়েছেন। কারণ, এটি বাংলাদেশের প্রস্তাবগুলোর সাথে নিজেকে পরিচিত করার উপযুক্ত সময়। এটিই সময় বাংলাদেশকে আরও ভালোভাবে জানার এবং এর ভবিষ্যতে এখানে বিনিয়োগ করার আমরা আইসিটি, ইলেকট্রনিক্স, অবকাঠামো, টেক্সটাইল, পর্যটন, ভারী শিল্প এবং ছোট শিল্পের মতো খাতগুলোতে নানা সুযোগ সুবিধার প্রস্তাব করেছি। বর্তমান সরকার সুন্দরভাবে ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ দেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাংলাদেশ সম্ভাব্য দক্ষিণ আফ্রিকার বিনিয়োগকারীদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ যেমন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন সর্বোত্তম আয়ের জন্য বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সব ধরনের সহযোগিতা দেবে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা চাই আপনারা আমাদের উন্নয়ন যাত্রায় অংশ নিন। বাংলাদেশে বিনিয়োগ করুন; আমরা আস্থাশীল যে আপনাদের বিনিয়োগ সাফল্যের জন্য প্রাধান্য পাবে এবং আমরা একটি টেকসই অংশীদারিত্বের জন্য সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত।

দক্ষিণ আফ্রিকায় উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশি নাগরিক একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের অর্থনীতিতে অবদান রাখার জন্য প্রবাসীদের ধন্যবাদ। আমরা আপনাকে আমাদের প্রবৃদ্ধিতে আরও বিনিয়োগ করার আহ্বান জানাই।

বাংলাদেশে বিনিয়োগের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আসলে, আমাদের দেশে আপনার বিনিয়োগ সুরক্ষিত রয়েছে অব্যাহত হাই রিটার্ন্স ইনভেস্টমেন্টের (আরওআই) কারণে। এছাড়া, আমাদের সরকার ব্যবসাবান্ধব এবং স্থিতিশীল পরিবেশ নিশ্চিত করে যা আপনার বিনিয়োগের সফলতার নিশ্চয়তা দেয়। বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি নিরাপদ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দেয় এবং বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের রয়েছে সবচেয়ে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ নীতি। এর মধ্যে রয়েছে একটি উদারীকৃত শিল্প নীতি, ওয়ান-স্টপ সার্ভিস, ১০০% বিদেশি মালিকানার ভাতা, একটি সহজ প্রস্থান নীতি, ১৫-বছরের কর ছাড় নীতি, আমদানি করা যন্ত্রপাতির জন্য ভ্যাট ছাড়, সুবিন্যস্ত পরিষেবা এবং আরও অনেক কিছু।

তিনি আরও বলেন, 'আমাদের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিতে, আমরা টেকসই দীর্ঘ-মেয়াদী অর্থায়নের জন্য প্রস্তুত আছি। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, এআই ও ভেঞ্চার ক্যাপিটালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী 'আর্থিক সংযোগ' অনুসরণ করছে। বাংলাদেশ ট্রেডিশনাল কাস্টমার ব্যাংকিংয়ের চেয়ে বিনিয়োগ ব্যাংকিংকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।'

বাংলাদেশ কেন 'লুক আফ্রিকা পলিসি' গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে শেখ হাসিনা বলেন, আফ্রিকার জনসংখ্যা ১.৫ বিলিয়ন ছাড়িয়েছে এবং বর্তমানে দ্রুত নগরায়ণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্মুখীন হচ্ছে- যা বাংলাদেশের জন্য, বিশেষত টেক্সটাইল ও তৈরি পোশাক, ফার্মাসিউটিক্যালস ও কৃষি পণ্যের মতো খাতে রফতানি সম্প্রসারণের জন্য অনুকূল সুযোগ প্রদান করছে। গত এক দশকে বাংলাদেশ আফ্রিকার নতুন বাজারের দিকে মনোযোগ দিয়েছে।

'বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী নেতা উভয়েই আফ্রিকার অর্থনীতির সম্ভাবনা ও শক্তিশালী বাণিজ্যিক সম্পর্কের সুবিধার কথা স্বীকার করে। আফ্রিকায় ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি, দ্রুত বর্ধিত জনসংখ্যা ও ভোক্তা চাহিদার কারণে অঞ্চলটি বাংলাদেশি পণ্য রফতানির একটি আকর্ষণীয় বাজারে পরিণত হয়েছে। একই সাথে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে আফ্রিকান দেশগুলো থেকে প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামাল সংগ্রহের উপায় খুঁজছে। এই অন্বেষণের মধ্যে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান শিল্প, খনিজ, পেট্রোলিয়াম পণ্য, তুলা, কৃষিপণ্য ও আরো অনেক কিছুর জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

গত পাঁচ দশকে, বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, অভিন্ন মূল্যবোধ ও বিশ্বাস এবং সংস্কৃতিক বন্ধনের ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, এই বন্ধন ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক সংযোগের মাধ্যমে আরও সুদৃঢ় হয়েছে। উভয় দেশই উন্নয়নের একই পথে আছে- যা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়নকে সম্ভবপর করে তোলে। উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও গত বছর বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩১৬.৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার- যা উভয় দেশের রফতানি ও আমদানির পূর্ণ সম্ভাবনার তুলনায় কম। উভয় দেশের জন্য আমদানি-রফতানির আরো সম্ভাবনা রয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা এ ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী যে-উভয় দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও বাণিজ্য সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্টদের জন্য পর্যাপ্ত সহযোগিতার সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে। বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় প্রক্রিয়ার বাইরে আমরা 'বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত একটি যৌথ কমিটি' প্রতিষ্ঠা ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে দ্বৈত কর এড়ানোর চুক্তি নিয়ে আলোচনার ব্যাপারে আগ্রহী। ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এফবিসিসিআই ও দক্ষিণ আফ্রিকার চেম্বারের মধ্যে একটি যৌথ ব্যবসায়িক ফোরামও গঠনেরও বাংলাদেশের পরিকল্পনায় রয়েছে।

তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবসায়ীদের সাথে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এবং প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি বিনিয়োগ ও শিল্প বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমানসহ অন্যান্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে দক্ষিণ আফ্রিকার গণপূর্ত ও অবকাঠামো মন্ত্রী সিহলে জিকালালা বক্তৃতা করেন। বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) লোকমান হোসেন মিয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিএসইসির চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) অধ্যাপক শিবলী রুবায়াত-উল-ইসলাম বাংলাদেশে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারের প্রচেষ্টা ও বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। বাংলাদেশে দক্ষিণ আফ্রিকার বৃহত্তর বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষে দেশটির সবচেয়ে বড় নগরী জোহানেসবার্গে এটি হচ্ছে ৭ম রোড শো। বিডা ও বিএসইসি বাংলাদেশে বৈশ্বিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার পদক্ষেপের অংশ হিসাবে দুবাই, যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, কাতার ও জাপানে এই ধরণের রোড শো আয়োজন করে। জার্মানি, কানাডা, রাশিয়া, হংকং, মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য দেশেও একই ধরনের রোড শো করার পরিকল্পনা করছে বাংলাদেশ।

শেখ হাসিনা বলেন, এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে এসেও বাংলাদেশ এখন অর্থনৈতিক ও জাতীয় অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্বতন্ত্র একটি দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। আমাদের পাঁচ দশকের অবিচল দৃঢ় সংকল্প, নিরলস প্রচেষ্টা এবং আমাদের নাগরিকদের আপসহীন প্রতিশ্রুতির কারণে সম্ভব হয়েছে। সম্প্রতি, অনেকগুলো বৈশ্বিক গবেষণা, সমীক্ষা ও ব্যাপক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের সাফল্যের যাত্রা বিশ্ব সম্প্রদায়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র উন্নয়নমূলক নজির হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। দারিদ্র্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠার পাশাপাশি এর জনগণের দুর্ভোগ লাঘব করার সক্ষমতা প্রদর্শন করছে। সে কারণেই বাংলাদেশকে প্রায়শই উন্নয়নমূলক বিবরণে প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন ও কল্যাণের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং প্রায়শই অদম্য চেতনার মানুষের দেশ হিসাবেও দেখা হয়।

তিনি বলেন, 'গত এক দশকে, বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে ৬ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশ পর্যন্ত গড় প্রবৃদ্ধির হার বজায় রেখেছে। সাম্প্রতিক সময়ে মহামারী এবং অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখেও এ স্থিতিস্থাপকতা সুস্পষ্ট রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রকৃতপক্ষে, ২০২১ সালে বাংলাদেশের একটিস্বল্পোন্নত দেশ থেকেউন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি এ অসাধারণ পথচলাকে সুস্পষ্ট করেছে। তিনি বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনের জন্য আমাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি, একটি অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথ তৈরিতে আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছি।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাণিজ্য ও শিল্পায়নের সুবিধার্থে বাংলাদেশ সারাদেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ১০৯টি হাই-টেক অ্যান্ড সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক এবং আইটি প্রশিক্ষণ ও ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করছে।

তিনি বলেন, সম্প্রতি পদ্মা সেতু এবং মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দরের উদ্বোধন বহিঃসংযোগ ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উভয় ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করবে এবং তা প্রবৃদ্ধির অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে।

তিনি বলেন, 'আমাদের দৃঢ় ও শক্তিশালী বেসরকারি খাত ভবিষ্যতে যারা আমাদের অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করবে তাদের জন্য প্রচুর সুযোগ প্রদান করবে। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে, আমরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের পথে সম্পূর্ণ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছি।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের শক্তির কেন্দ্রবিন্দু বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে নিহিত রয়েছে। প্রয়োজনীয় দক্ষতা সম্পন্ন আমাদের প্রায় ৫৫ মিলিয়ন তরুণ-তরুণী ভবিষ্যতে আমাদের প্রয়োজনীয় কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তিনি আরো বলেন, 'আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে সংযোগের মাধ্যমে আমাদেরকে সৌভাগ্যের অবস্থানে উন্নীত করেছে। উপরন্তু, একটি ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ বাজার এবং একটি সম্প্রসারিত ভোক্তা শ্রেণি এই জনসংখ্যাগত সুবিধাকে আরও শক্তিশালী করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) প্রয়োজনীয় দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের জন্য তার পুঁজিবাজারকে উন্নত করছে। ২০২০ সালে, দেশের স্টক মার্কেট আঞ্চলিক মার্কেটগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে। বর্তমানে বাজার মূলধন প্রায় ৬১ বিলিয়ন ডলার যা জিডিপির ১৬ দশমিক ৮ শতাংশ। আর্থিক অগ্রগতির জন্য, আমরা আমাদের বন্ড মার্কেটকে প্রসারিত করেছি। বিনিয়োগের সুযোগ বৈচিত্রময় করতে আমরা সুকুক, গ্রিন বন্ড, ইটিএফ, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল, প্রাইভেট ইক্যুইটি এবং ইমপ্যাক্ট ফান্ড প্রবর্তন করেছি। শিগগিরই, আমরা আমাদের পুঁজিবাজারে ডেরিভেটিভ পণ্য অন্তর্ভুক্ত করতে যাচ্ছি, যা বেড়াজালের মাধ্যমে বিনিয়োগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করবে। সূত্র বাসস

বাংলাদেশকে ৫০ মিলিয়ন ডলার শোধ, শ্রীলংকা কীভাবে দেড় বছরে ঘুরে দাঁড়ালো

৫ পৃষ্ঠার পর

বিশ্লেষকরা। কলম্বোর সাংবাদিক শিহার আনিজ বলছেন, দোকানে পণ্য নেই কিংবা কিছু থাকলেও অনেক দাম, অথচ মানুষের দীর্ঘ লাইন- বিপর্যয়কর সেই অবস্থা এখন আর নেই শ্রীলংকায়। বরং দাম বেশি থাকলেও নিত্য দরকারি সব কিছুর সরবরাহ এখন বাজারে স্বাভাবিক হয়েছে।

বিবিসি বাংলাকে তিনি বলছিলেন, "পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে এ অর্থে যে কোথাও এখন আর লম্বা লাইন দেখা যায় না। দাম বেশি হলেও বাজারে প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র পাওয়া যাচ্ছে। জীবনযাত্রাও সে সময়ের তুলনায় অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে।" যদিও তিনি মনে করেন সংকট থেকে এখনো পুরোপুরি বের হয়ে আসতে পারেনি দেশটি। বরং প্রকৃত অবস্থা কী হয় সেটা বোঝা যাবে, যখন দেশটি বিদেশি ঋণ পরিশোধ করা শুরু করবে। কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক প্রিয়াংঙ্গা দুনুসিংহে বলছেন সরকারি নীতি আর কিছু 'অটোমেটিক' বিষয়ের সমন্বয়েই পরিস্থিতি সামাল দিতে পেরেছে শ্রীলংকা।

কী নীতির কারণে ঘুরে দাড়াচ্ছে শ্রীলংকা

মাত্র দেড় বছরের মধ্যে ধ্বংসস্তূপ থেকে দেশটি যে ঘুরে দাঁড়াতে পারলো তার কারণ হিসেবে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক প্রিয়াংঙ্গা দুনুসিংহে। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেছেন, "সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কিছু নীতি পরিস্থিতির উন্নতিতে ভূমিকা রেখেছে। এর ফলে রেমিট্যান্স ও পর্যটনের মতো কিছু ক্ষেত্রে অটোমেটিক রিকাভারি হয়েছে। এ দুটোর সমন্বয়েই পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। তবে আরও অনেক দূর যেতে হবে।" সরকার ব্যয় কমিয়ে রাজস্ব বাড়িয়েছে, এবং সংস্কার কার্যক্রম জোরদার করে করজাল বিস্তৃত করেছে - এর ফলও অর্থনীতিতে দেখা যাচ্ছে বলে মনে করেন অধ্যাপক দুনুসিংহে।

"বিভিন্ন ঋণদাতা দেশ এবং আইএমএফ এর মতো সংস্থার সাথে সরকার আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে রপ্তানি বাড়তে শুরু করেছে। রেমিট্যান্স অনেকগুণ বেড়েছে। আবার পর্যটনের মতো খাত ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। পাশাপাশি গত বছর বিপুল পরিমাণ দক্ষ ও আধা দক্ষ শ্রমিক বিদেশে গেছে," বলেন অধ্যাপক দুনুসিংহে।

আগের বছরের তুলনায় এ বছর পর্যটন খাত থেকে শ্রীলংকার আয় বেড়েছে ২৫ শতাংশের বেশি। আর রেমিট্যান্স বেড়েছে প্রায় ৭৬ শতাংশ।

অন্যদিকে, সাংবাদিক ও বিশ্লেষক শিহার আনিজ বলছেন সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ হলো মুদ্রার অবমূল্যায়ন আর ভর্তুকি কমিয়ে করজাল বিস্তৃত করে রাজস্ব আয় বাড়ানো। শ্রীলংকার সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত থেকে দেখা যাচ্ছে, চলতি বছর জুলাই মাসে দেশটিতে মূল্যস্ফীতি ছিলো ছয় দশমিক তিন শতাংশ। এ সময়ে কমেছে খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি।

অথচ বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী গত বছর অর্থাৎ ২০২২ সালের সংকটকালে মূল্যস্ফীতি হয়েছিলো ৪৯ শতাংশের বেশি।

তবে গত দশ মাস ধরে ধারাবাহিকভাবে মূল্যস্ফীতি কমলেও এখনো বিপুল পরিমাণ দেশী বিদেশী ঋণের ভারে জর্জরিত দেশটি।

মূলত কোভিড মহামারির ধাক্কায় দেশটির পর্যটন খাত ধ্বসে পড়ায় এবং একই সাথে প্রবাসী শ্রীলংকানদের রেমিট্যান্স পাঠানোর পরিমাণ ব্যাপকভাবে হ্রাস পেলে ২০২২ সালের শুরুতে ভয়ংকর সমস্যায় পড়ে দেশটি।

সাথে যোগ হয় ইউক্রেন যুদ্ধ। এ যুদ্ধের কারণে পণ্য আমদানির ব্যয় ব্যাপক ভাবে বেড়ে যায় যা আর দেশটি সামাল দিতে পারেনি।

এ সংকটের জের ধরে নজিরবিহীন গণবিক্ষোভের মুখে ২০২২ সালের ১৩ই জুলাই ক্ষমতা ছেড়ে পালিয়ে যান প্রেসিডেন্ট গোটাভায়া রাজাপাকশা।

এরপর নানা ঘটনার ধারাবাহিকতায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহে দেশটির দায়িত্ব নেন। অধ্যাপক প্রিয়াংঙ্গা দুনুসিংহে মনে করেন, শ্রীলংকা আপাতত পরিস্থিতিকে সামাল দিতে সক্ষম হয়েছে।

যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিলো

ক্ষমতা গ্রহণের পর কিছু কিছু খাতে সংস্কারের পাশাপাশি আইএমএফের সাথে প্রায় তিন বিলিয়ন ডলারের একটি 'বেইল আউট প্যাকেজ' নিয়ে আলোচনা শুরু করেন রনিল বিক্রমাসিংহে। চলতি বছরের মার্চে আইএমএফ বোর্ড সেটি অনুমোদন করে। এরপর খাদ্য মূল্য, বিদ্যুতের দাম সামান্য কমানোর চেষ্টা করে জনজীবন সহজ করার চেষ্টা করে সরকার। এবং এর অংশ হিসেবে ২৩ লাখ অতি দরিদ্র পরিবারকে নগদ অর্থ সহায়তা দেয়া হয়। সাংবাদিক শিহার আনিজ এবং অধ্যাপক প্রিয়াঙ্গা দুনুসিংহে- দুজনেই বলেছেন যে পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার শুরু থেকেই ব্যয় কমানোর চেষ্টা করেছে ও রাজস্ব আয় বাড়ানোর পদক্ষেপ নিয়েছে।

আবার গত বছর বিদেশে কর্মী পাঠানো অতীতে সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে।

গত বছর অর্থাৎ ২০২২ সালে দেশটির তিন লাখ ১১ হাজারের বেশি মানুষ কাজের জন্য বিদেশে গেছে, যাদের অনেকেই ডাক্তার, প্যারামেডিকেল কিংবা আইটি প্রফেশনাল। অবশ্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০২৩ সালেও জিডিপি হ্রাসের প্রবণতায় থাকবে শ্রীলংকা। তবে ২০২৪ সাল থেকে ধীরে ধীরে এটি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করবে। দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসেবে ২০২৩ সালের দ্বিতীয় অর্ধে এসে অর্থনীতির ক্ষেত্রে বড় অগ্রগতি হবে।

"সময়মত আমদানি বিষয়ক নীতি পরিবর্তন ছাড়াও অর্থনীতিকে সঠিক ধারায় ফিরিয়ে আনতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেকগুলো সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলো। বিশেষ করে আইএমএফ সমর্থিত সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে শক্ত পদক্ষেপ নিতে দেখা যাচ্ছে," বলছিলেন অধ্যাপক দুনুসিংহে।

তবে এই এক বছরে সবচেয়ে বড় অগ্রগতি হয়েছে শ্রীলংকার ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি বা শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে। চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে উৎপাদন বেড়েছে প্রায় সাত শতাংশ। কৃষি খাতও ভালো করতে শুরু করেছে। বিশেষ চা ও রাবার রপ্তানি বেড়েছে। তবে এর মধ্যেও সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে কোন কোন খাতে কর বাড়ানো আবার কোন খাতে ভর্তুকি কমানোর মতো অজনপ্রিয় পদক্ষেপও নিতে হয়েছে রনিল বিক্রমাসিংহের সরকারকে। পাশাপাশি সংকট এড়াতে এগিয়ে এসেছিলো বিশ্বব্যাংকও। চলমান থাকা প্রকল্পগুলো থেকে প্রায় ৩২৫ মিলিয়ন ডলার তারা জরুরি প্রয়োজনের খাতে সরিয়ে নেয়, বিশেষ করে ঔষধ, লিকুইড পেট্রলিয়াম গ্যাস এলপিজি, সার এর মতো পণ্যগুলো যাতে মানুষ সহজে পেতে পারে সেজন্য এমন পদক্ষেপ নেয় সংস্থাটি। এছাড়া বাজেট সহায়তার অংশ হিসেবেও বৈশ্বিক সংস্থাটি ৭০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা দিয়েছে শ্রীলংকার সরকারকে।

এখনো যেসব চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে

অভ্যন্তরীণ ও দেশের বাইরে থেকে শ্রীলংকার এখন মোট ঋণের পরিমাণ ৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি। কোন কোন সংস্থার হিসেবে এই ঋণের পরিমাণ প্রায় ৮০ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ১১ বিলিয়ন ডলারের বেশি শোধ করতে হবে চীন, জাপান এবং ভারতকে। আবার মোট ঋণের মধ্যে ২৮ বিলিয়ন ডলার ঋণ শোধ করতে হবে ২০২৭ সালের মধ্যে। সরকার ঋণ পুনর্বিন্যাসের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশ ও সংস্থাগুলোর সাথে আলোচনা করছে। আলোচনা সফল হলে ঋণ ভার কিছুটা হলেও লাঘব হবে দেশটির। শিহার আনিজ বলছেন, কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও বিদেশী ঋণ পরিশোধ কার্যক্রম কিন্তু এখনো শুরু হয়নি। "সেটি যখন শুরু হবে তখন আসলে বোঝা যাবে আমাদের অর্থনীতি কতটা ঘুরে দাঁড়াতে পারলো," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। এর বাইরে পর্যটনকে আরও চাঙ্গা করা আর রেমিট্যান্স আরও বাড়িয়ে নেয়ার পদক্ষেপ নেয়ার কোনো বিকল্প নেই দেশটির হাতে।

তবে দেশটিতে সংস্কার কার্যক্রমের বিরোধিতা করে ইতোমধ্যেই ট্রেড ইউনিয়নগুলো সরকারের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। খরচ কমাতে শ্রীলংকান এয়ারলাইন্স, শ্রীলংকা টেলিকম এবং শ্রীলংকান ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশনের মতো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোকে বেসরকারিকরণের যে পরিকল্পনা সরকার নিয়েছে, তার বিরোধিতা কাটিয়ে বাস্তবায়ন করাও হবে বিক্রমাসিংহে সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে, ভর্তুকি কমানো বা বাদ দেয়ার কারণে বিদ্যুৎসহ কিছু ক্ষেত্রে মানুষের ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে। যেমন শুধু বিদ্যুৎ খাতেই ব্যয় বেড়েছে ৬৫ ভাগ, যার ফলে ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে।

আবার কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন ভাতা দিয়ে প্রশাসনিক কার্যক্রম সচল রাখাটাও সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। পরিস্থিতি সামাল দিতে চলতি বছরেও সব মন্ত্রণালয়ের বাজেট ছয় শতাংশ করে কমানো হয়েছে। এছাড়া দেশটির সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যাও কমিয়ে অর্ধেকে আনার পরিকল্পনা করেছে সরকার।

এসব পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত কতটা বাস্তবায়ন করতে পারবে শ্রীলংকা এবং কত দ্রুত অর্থনীতিকে আবার স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারে দেশটি সেটাই এখন দেখার বিষয় ।-রাকিব হাসনাত, বিবিসি বাংলা, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথকে 'অশিক্ষিত' বললেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য

৫ পৃষ্ঠার পর

অন্যটি বিকল্প শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথের সামাজিক ভাবনাচিন্তা আজও প্রাসঙ্গিক। যে শিক্ষা মানুষকে মানুষ তৈরি করে, সেই শিক্ষায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। এখন বিশ্বভারতীতে বিকল্প ভাবনা চিন্তায় আঁধার তৈরি হয়েছে। আগেও শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক, প্রাক্তনী থেকে রাবীন্দ্রিকদের ভোগবাদী বলেছিলেন বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। অর্ধশিক্ষিত বলেও কটাক্ষ করেছিলেন। ছাত্রছাত্রী থেকে অধ্যাপকদের সাসপেন্ড করে তিনি বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তার কথায়, শান্তিনিকেতনের জমি দখল করে রাখলেই রাবীন্দ্রিক। অন্যায় করলেই রাবীন্দ্রিক। বিশ্বভারতীকে অপমান করতে পারলে সেই ব্যক্তিও রাবীন্দ্রিক। সম্প্রতি জমি বিতর্কে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের সঙ্গে সংঘাত চরমে উঠেছে। মামলা পর্যন্ত হয়েছে। একাধিকবার বিতর্কে নাম জড়িয়েছে উপাচার্যের। একাধিক মামলাও হয়েছে।

বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর নামে অভিযোগ জমা পড়েছে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয় এবং রাজ্যপালের কাছে।

২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে উপাচার্যের মেয়াদ শেষ হচ্ছে বলে খবর। তার আগেও তিনি বিতর্কে জড়ালেন। হাতে আছে আর তিন মাস। সূত্রঃ হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা

RANGPUR ZILLA SAMITY INC.
UNITY IS THE STRENGTH
রংপুর জেলা সমিতি ইন্‌ক, ইউএসএ
Rangpur Zilla Samity Inc, USA
বনভোজনে থাকছে আকর্ষনীয় র‍্যাফেল ড্র, খেলাধুলা, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও লাইভ খাসী রান্না
বার্ষিক বনভোজন ও মিলন মেলা ২০২৩
EISENHOWER PARK
Eisenhower Park
1899 Park Blvd
Parking Lot 1A, 6, 6A
East Meadow, NY 11554
তারিখ ঃ ২৭ অগাষ্ট, ২০২৩
রবিবার
সকাল ৯:০০ মিনিট
সঙ্গীত পরিবেশনা: রায়ান তাজ ও প্রমি তাজ
আস্‌সালামু আলাইকুম/ আদাব,
সম্মানিত সুধী, আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, রংপুর জেলা সমিতির ইউ,এস,এ ইনক্ এর বার্ষিক বনভোজন আগামী ২৭ আগষ্ট ২০২৩ রোজ রবিবার নয়নাভিরাম সবুজের সমারহ বিশাল আইজান আওয়ার পার্কের (সাউথ ম্যাপেল পিকনিক এরিয়ায়) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আপনি / আপনারা স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।
আমন্ত্রণে
আহবায়ক
বাকী বিল্লাহ ফরিদী (শিপন)
(৩৪৭) ৪৪১-৯৫১৬
যুগ্ম আহবায়ক
রাকিবুজ্জামান লিখন
(৬৪৬) ৭১৩-২৭৪৩
সদস্য সচিব
মেজবানুর রহমান নিক্সন
(৭১৮) ৮৬৪-৬৬৫৯
যুগ্ম সদস্য সচিব
মোজহারুল হোসেন খোকন
অর্থ বিভাগ:
সচিবঃ ফরিদ আহমদ লাভলু
(৬৪৬) ২৫৫-৩৪৪৯
যুগ্ম সচিব:
মোকাররম হোসেন
রাকিবুজ্জামান লিখন।
মোহাম্মদ হক মিন্টু
আমিনুল ইসলাম রাংগা
আরিফুল ইসলাম।
TRANSPORTATION
যোগাযোগ
৯১৭-৯০৭-২৯৪৮
৩৪৭-৬৫৬-১৭০৭
খেলাধুলা ও সংস্কৃতি বিভাগ:
সচিব: আব্দুস সালাম
(৬৪৬) ৫৭৮-২৯৪৫
আপ্যায়ন বিভাগ
নূর -ই আলম সিদ্দিকী
ফারিদুল ইসলাম
মোঃ নুরুন্নবী শিমুল
আনোয়ারুল ইসলাম আনু, আবদুল্লাহ আরিফ,আরিফ হোসেন মিথুন, সৈয়দ মুজতবা আলী শুভ, আব্দুর রাজ্জাক, রাজা দিদার, মাসুদ আলম ।
সার্বিক সহযোগিতায়:
নুরুলন্নবী, ডা: মোরছালিম, সাজেদুর রহমান মণ্ডল,হেলাল উদ্দীন, জেসমিন, লিটন,মোহাম্মদ হক মিন্টু, সাইফুন নাহার সুইটি,হাছান, মারুফা বেগম, রিবন, ফরিদা উদ্দীন, আবু সুফিয়ান অনীক, প্রভাত বোস, জুয়েল তালুকদার,মোহসিনীন বেগম, মোহাম্মদ স্বপন,আব্দুল মান্নান, সাফিন আহমেদ জুয়েল, মিতু হোসেন, মনিরুজ্জামান তুহিন, রবিন সরকার।
সার্বিক তত্বাবধানে :
মো: মশিউর রহমান, প্রিন্স রায়হান, এ আর এম রাকিব উদ্দীন টিপু, মেহেরুজ্জামান জেপলিন।
আকর্ষনীয় র‍্যাফেল ড্র পুরস্কার
মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
আসেফ বারী টুটুল
সভাপতি
১ (৬৩১) ৪২৮-১৯০১
এম, এ মোতালেব
সাধারণ সম্পাদক
৯১৭-৯০৭-২৯৪৮
পৃষ্ঠপোষকতায় / Sponsors
ARM RAKIB UDDIN (TIPU)
President & CEO
STOP & CARRY CON. INC.
Tel: 718-651-0366
BARI HOME CARE
বারী হোম কেয়ার
718-898-7100, 631-428-1901
এটর্নী মঈন চৌধুরী
(917) 282-9256
New Fashion and Tailor
(646) 578-2945
Parkchester Family Pharmacy
347-398-9006
মো: মেহেরুজ্জামান জেপলিন হোসেন
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক
IMMIGRANT ELDER HOME CARE LLC.
347-786-8351
Prince Rayhan
Businessman & Social Activist
Sunnyside, NY. (917) 407-6099
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
917-396-4140, 917-592-7828
ARIC MOTORS
7112 Marshall Road
Upper Darby, PA 19082
631 933 3821
FAUMA INNOVATIVE
FAHAD R SOLAIMAN
PRESIDENT/CEO
347-393-8504
New York Bangladeshi American Lions Club
নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব
JFM RASEL
AGENT
NEW YORK LIFE INC. CO.
NEW YORK LIFE
starling SP pharmacy
718-684-6880

নিউইয়র্কে গ্রেটার খুলনা সোসাইটি অব ইউএসএ’র উৎসবমুখর বনভোজন

পরিচয় ডেস্ক: গত ২০ আগস্ট রোববার ছায়া সুনিবিড় শ্যামল মনোরম পরিবেশে লংআইল্যান্ডের হেকশেয়ার স্টেট পার্কে নিউইয়র্কে ব্যাপক আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রবাসের অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন গ্রেটার খুলনা সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক’র বার্ষিক বনভোজন। কে অনুষ্ঠিত হয় গ্রেটার খুলনাবাসীর জমজমাট এ মিলন মেলা। চমৎকার আবহাওয়ায় ভিন্ন আমেজে জমে উঠেছিল এ বনভোজন। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বৃহত্তর খুলনা সোসাইটি অব অব ইউএসএ’র সদস্য ও তাদের বন্ধু-স্বজনরা দিনব্যাপি পার্কের খোলা মাঠে খেলাধুলা, বনভোজনীয় খাবার-দাবার, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপভোগ করেন।

এদিন সকাল ১১ টায় সংগঠনের সভাপতি ওয়াহিদ কাজী এলিন সংগঠনের কর্মকর্তা ও অতিথিদের সাথে নিয়ে বনভোজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশন অব বাংলাদেশী অর্গানাইজেশন্স অব নর্থ আমেরিকা-ফোবানা’র স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা ডা. খন্দকার মাসুদুর রহমান। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সমাজ কল্যাণ সম্পাদক কাজী

তোফায়েল ইসলাম ও সাবেক প্রচার সম্পাদক মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি, জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মীর নিজাম, কেনেডি, আজমসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

পার্কের ডিয়ার রেঞ্জ প্যাভিলিয়নে বনভোজনের উদ্বোধনের পর পরই অতিথিদের সকালের নাস্তা পরিবেশন করা হয়।

এরপর সংগঠনের ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক মোহাম্মদ শাহিনুল হোসেন এবং বাংলাদেশ এ্যাথলেটিকস ফেডরেশনের সাবেক জাজ লায়ন আব্দুর রশিদের পরিচালনায় শুরু হয় খেলাধূলা। বিভিন্ন বয়সীরা এ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।

দুপুর দু’টায় সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোহাম্মদ আনোয়ারুল হকের পরিচালনায় শুরু হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এসময় একের পর এক সঙ্গীত পরিবেশন করে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী রায়ান তাজ, প্রমি তাজ, সেলিম ইব্রাহীম, ডা. শাহনাজ আলম লিপি, বাপ্পী, মিতা, ঈদ ই আমিন, আনোয়ারুল হক এবং সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা ডা. খন্দকার মাসুদুর রহমান।

বেলা আড়াই টায় অতিথিদের দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হয়। বনভোজন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক সরদার মুনির হোসেন ছিলেন আপ্যায়নের দায়িত্বে। অতিথিদের মিষ্টি ও পান-সুপারি দিয়েও আপ্যায়ন করা হয়। বৈকালিক নাস্তা ও চা পর্বও ছিল এ আয়োজনে।

মধ্যাহ্নভোজের পরে অনুষ্ঠিত হয় মহিলাদের আকর্ষণীয় বালিশ বদল খেলা। এ প্রতিযোগিতায় শতাধিক প্রতিযোগী অংশ নেন। এতে প্রথম হন রাসিদা বেগম, ২য় হন রাজিয়া সুলতানা এবং ৩য় স্থান অধিকার করেন হ্যাপি চৌধুরী।

চমৎকার আবহাওয়ায় অনুষ্ঠিত দিনব্যাপি বনভোজনে বিভিন্ন খেলা-ধূলা ছাড়াও বিশেষ আর্কষন ছিল র‌্যাফেল ড্র। র‌্যাফল ড্র বিজয়ীরা আর্কষণীয় পুরস্কার জিতে নেন। ডা. রিফাত জাফরিন রিফির সৌজন্যে রাফেল ড্রতে ১ম পুরস্কার ছিল নিউইয়র্ক-ঢাকা রিটার্ণ এয়ার টিকিট, ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল খালেকের সৌজন্যে ২য় পুরস্কার ছিল ৬৫ ইঞ্চি এলইডি স্মার্ট টিভি, এটর্নী মঈন চৌধুরীর সৌজন্যে ৩য় পুরস্কার ছিল স্বর্ণালংকার, মহিউদ্দিন দেওয়ানের সৌজন্যে ৪র্থ পুরস্কার ছিল ৫৫ ইঞ্চি এলইডি স্মার্ট টিভি। সংগঠনের উপদেষ্টা সৈয়দ এনায়েত আলীর পরিচালনায় রাফেল ড্রতে এছাড়াও ছিল আরও ২০টি আর্কর্ষণীয় পুরস্কার।

সভাপতি ওয়াহিদ কাজী এলিনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক শেখ আল আমিনের পরিচালনায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সংগঠনের কর্মকর্তা ও অতিথিরা বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সিনিয়র সহ সভাপতি শেখ মো. নওশাদ আক্তার, সহ সভাপতি শেখ হাসান আলী ও ইসমত জাহান পলি, সহ সাধারণ সম্পাদক শেখ কামাল হোসেন, কোষাধ্যক্ষ শেখ আনোয়ার হোসেন, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক শেখ সেকেন্দার আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক হাওলাদার শাহিনুল ইসলাম, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক মোহাম্মদ শাহিনুল হোসেন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ইসমত জাহান পপি, কার্যকরী সদস্য মুরারী মোহন দাস, শেখ ফারুকুল ইসলাম, সরদার মুনির হোসেন, বিলকিস ফাতিমা লাভলী, শেখ মোহাম্মদ সবুর এবং মোহাম্মদ ঈদ ই আমিন। পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে বনভোজনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ফোবানা’র স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ গ্রেটার খুলনা প্রবাসীদের এ সুন্দর মিলনমেলার প্রশংসা করেন।

প্রধান উপদেষ্টা ডা. খন্দকার মাসুদুর রহমান প্রাণের আমেজে চমৎকার এমন আয়েজনের জন্য আয়োজক কমিটি ও কার্যকরী কমিটিকে ধন্যবাদ জানান।

সংগঠনের সভাপতি ওয়াহিদ কাজী এলিন বনভোজনে যোগদানের জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এসময় সংগঠনের বিভিন্ন কর্মকান্ড তুলে ধরে তিনি বলেন, বৃহত্তর খুলনাবাসীর কল্যাণে সংগঠনটি নিবেদিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গ্রেটার খুলনা প্রবাসীরা সপরিবারে অংশ নিয়ে আজকের বনভোজনকে পরিণত করেন এক অন্য রকম মিলনমেলায়। পুরো দিন ভিন্ন এক উৎসবে মেতে ছিলেন সবাই।-ইউএসএনিউজ

LOVE TO CARE HOME CARE INC
[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]
সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট
WE CARE YOUR FAMILY LIKE OURS
NYS Department of Health CDPAP
মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP -এর আওতায় আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন
Mohammed Hasem, MBA
President and CEO
347-621-6640
Fax: 347-338-6799
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com
Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432
Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372
Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211
www.lovetocarehc.com

সাংবাদিক এস এম সোলায়মানের মাতৃবিয়োগ

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ঢাকার ইন্ডিপেনডেন্ট টেলিভিশন-এর যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি এস এম সোলায়মানের মা আয়েশা বেগম (৮৪) বাংলাদেশ সময় সোমবার রাত ১০ টায় কুমিল্লা সেন্ট্রাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। তিনি ব্রেন স্ট্রোক করে দীর্ঘদিন আইসিও-তে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ২ ছেলে, ২ মেয়ে, নাতিনাতনী, সংখ্য স্বজন রেখে গেছেন। খবর ইউএনএর। মরহুমার নামাজে জানাজা মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯ টায় কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের আমানন্ডা কেন্দ্রীয় কবরস্থান হাফেজী ও দাখিল মাদ্রাসা মাঠে জানাজা শেষে একই স্থানে দাফন করা হয়েছে। জানাজায় সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক মুসল্লী অংশ নেন।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের শোক

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম সোলায়মানের মা আয়েশা বেগমের মৃত্যুতে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি আবু তাহের ও সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম গভীর শোক প্রকাশ ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

এছাড়াও সাংবাদিক এস এম সোলায়মানের মায়ের ইন্তেকালে আরো গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন সাপ্তাহিক ঠিকানার সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি ও সাবেক এমপি এম এম শাহীন, সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক প্রথম আলো সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ প্রতিদিন (উত্তর আমেরিকা সংস্করণ) সম্পাদক লাবলু আনসার, সাপ্তাহিক হককথা সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দীন সাগর, সাপ্তাহিক সাপ্তাহিক মুক্তকন্ঠ সম্পাদক ফরিদ আলম, সপ্তাহিক নিউইয়র্ক বাংলা সম্পাদক আকবর হায়দার কিরণ, টাইম টেলিভিশন-এর অন্যতম পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, সাপ্তাহিক নিউইয়র্ক কাগজ সম্পাদক আফরোজা ইসলাম ও ইউএসএঅনলাইন নিউজ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম।

আরো শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, কমিউনিটি লীডার নাসির আলী খান পল, আব্দুর রহিম হাওলাদার, মোহাম্মদ আলী, আশা হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমান, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সেপ্টেম্বরে শুরু হচ্ছে খান'স টিউটোরিয়ালের ব্রুকলিন শাখা

পরিচয় ডেস্ক: কম্যুনিটির সবচেয়ে পুরনো ও সর্ববৃহৎ টিউটোরিয়াল প্রতিষ্ঠান খান'স টিউটোরিয়াল নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন বরোতে আরো শাখা খুলছে। তারই ধারাবাহিকতায় সেপ্টেম্বর মাসে ব্রুকলিনে উদ্বোধন করা হচ্ছে খান'স টিউটোরিয়ালের ষষ্ঠ শাখা। ব্রুকলিনের বাংলাদেশি অধ্যুষিত চার্চ এভেন্যুতে পূর্বের লোকেশনেই এই শাখাটি খুলছে বলে জানিয়েছেন খান'স টিউটোরিয়ালস এর সিইও ডা. ইভান খান। উল্লেখ্য, প্যান্ডামিকের আগে খান'স টিউটোরিয়ালের ব্রুকলিনের এই শাখাটি ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী এখানে টিউটোরিং এর সহায়তা গ্রহণ করেছে।

ডা. ইভান খান জানান, চার্চ এভেন্যু ও ডাহিল রোডের কোণায় অবস্থিত এই শাখাটি ব্রুকলিনের কেনসিংটনসহ কোনি আইল্যান্ড, ফ্লাটবুশ, বে রিজ, নিউ কার্ক, পার্ক স্লোপ প্রভৃতি এলাকার বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় সহায়তা দেবে।

তিনি আরো বলেন, এই শাখাতেও নিউইয়র্ক স্টেট পরীক্ষা, নিউইয়র্ক সিটির স্পেশালাইজড হাইস্কুল ভর্তি পরীক্ষা, এসএটি, কলেজে ভর্তিসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রস্তুতিতে টিউটোরিং সহায়তা দেওয়া হবে।

খান'স টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ব্রুকলিনে নতুন শাখা উদ্বোধন উপলক্ষে স্পেশালাইজড হাইস্কুল এডমিশন টেস্টসহ অন্যান্য কোর্সে বিশেষ ডিসকাউন্ট দেয়া হচ্ছে। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করা যেতে পারে নাঈমা খান ৯১৭-৯৭৩-৫৪০৭, ৭১৮-৯৩৮-৯৪৫১।

বিএনপি'র নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলার রায়ের প্রতিবাদে নিউ ইয়র্ক মহানগর বিএনপির দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিক্ষোভ সমাবেশ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে নিথ্যা মামলার রায়ের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সমাবেশ গত সোমবার, ২১ আগষ্ট নিউইয়র্কের জাকশন হাইট এর ডাইভারসিটি প্লাজায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সংগ্রামী সদস্য যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব জিল্লুর রহমান জিল্লু ,সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহ্বায়ক সাবেক ছাত্রনেতা হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা ও সঞ্চালনা করেন সদস্য সচিব মোঃ বদিউল আলম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সম্মানিত সদস্য সচিব জনাব সাইদুর রহমান সাঈদ ,এবং বিএনপির নিউইয়র্ক উত্তরের সদস্য সচিব জনাব ফয়েজ চৌধুরী, যুগ্ম আহবায়ক এমলাক হোসেন ফয়সাল , খলকুর রহমান নাসিরুদ্দিন ,মিসেস জোহরা বেগম ইয়ার মাহবুবুল হক আনোয়ার জাহিদ ,লিয়াকত আলী হুমায়ুন কবির, এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের আন্তর্জাতিক সম্পাদক জনাব মাকসুদুল হক চৌধুরী, যুগ্ম সদস্য সচিব সাইদুল খান ডিউক ,কামরুল হাসান , সদস্যবৃন্দ জনাব জামালুর রহমান চৌধুরী ,সুমন সরদার ,জামাল হোসেন ,মিজানুর রহমান মিজান ,মীর মীজান , মোঃ হাসান ,নুরুল আলম , যুবদল নেতা মনিরুল ইসলাম ,আল মামুন সবুজসহ অসংখ্য নেতা কর্মী।

মিথ্যা মামলার রায় প্রত্যাহারের দাবীতে পুরো এলাকা স্লোগানে স্লোগানে প্রকম্পিত করেন । প্রেস বিজ্ঞপ্তি

টরন্টোর নিকটবর্তী ওয়েন সাউন্ড শহরে দুর্বৃত্তদের হামলায় এক বাংলাদেশি নিহত

পরিচয় ডেস্ক: টরন্টো থেকে ১৯০ কিলোমিটার দূরে ওয়েন সাউন্ড নামক শহরে দুর্বৃত্তদের হামলায় শরীফ রহমান (৪৪) নামে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। তিনি ওয়েন সাউন্ড শহরের ডাউন টাউনে 'দ্য কারি হাউস' নামের একটি রেস্তোঁরার মালিক ছিলেন। নিহত শরীফ সিলেট নগরীর বটেশ্বর এলাকার বাসিন্দা। জানা যায়, গত ১৭ আগস্ট তিন ব্যক্তি তার রেস্তোঁরায় খেতে

আসেন। তারা খাবার খেয়ে বিল না দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। শরীফ বাইরে গিয়ে তাঁদের থামাতে চেষ্টা করলে ওই তিনজন তাঁর ওপর হামলা করে। হামলায় মারাত্মকভাবে আহত শরীফকে সাথে সাথে লন্ডন শহরের একটি হাসপাতালে নেওয়া হলে তাঁকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়। ২৪ আগস্ট গভীর রাতে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত শরীফ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের ৭ম ব্যাচের ছাত্র ছিলেন। স্নাতক সম্পন্ন করে লন্ডনের গ্লাসগো ইউনিভার্সিটি থেকে ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। পরে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমফিল সম্পন্ন করেন। এরপর কানাডায় পাড়ি দিয়ে ২০১৫ সালে এ ব্যবসা শুরু করেন। শরীফের স্ত্রীর নাম শায়লা। এ দম্পতির সাত বছরের একটি মেয়ে আছে।সুত্র নজরুল ইসলাম মিন্টু, দেশেবিদেশে

স্বতস্ফুর্ত উপস্থিতি ও উৎসাহের মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কে সেচ্ছাসেবক দলের ৪৩ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

পরিচয় ডেস্ক: গত ২১ আগস্ট সোমবার স্বতফুর্ত উপস্থিতি ও উৎসাহের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সেচ্ছাসেবক দলের ৪৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় । বিকাল ৬ টায় জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজা বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীদের উপস্থিতিতে ভরপুর হয়ে উঠে। শ্লোগানে শ্লোগানে পুরো জ্যাকসন হাইটস এলাকা প্রকম্পিত হতে থাকে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক (যুগ্ম সম্পাদক মর্যাদা) মাকসুদুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সাইফুর খান হারুন ও সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মো খোরশেদ আলমের যৌথ পরিচালনা এবং কেন্দ্রীয় সেচ্ছাসেবক দলের সদস্য নুর আলমের সার্বিক সহযোগিতায় অনুস্টিত এই সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য ও যুক্তরাস্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারন সম্পাদক জনাব জিল্লুর রহমান জিল্লু, প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য ও যুক্তরাস্ট বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি জনাব গিয়াস আহমেদ। বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির আরেক অন্যতম সদস্য ও যুক্তরাস্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক, যুক্তরাস্ট্র সেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সফল সভাপতি জনাব মিজানুর রহমান ভুঁইয়া মিল্টন উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও শারীরিক অসুস্থতার কারনে উপস্থিত হতে পারেননি বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন, অনুস্টানে আরো উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাস্ট্র বিএনপির সিনিয়র নেতা, যুক্তরাস্ট্র স্বাধীনতা সুবর্ন জয়ন্তী উদযাপন কমিটির যুগ্ম আহবায়ক আবদুস সবুর, যুক্তরাস্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ, যুক্তরাস্ট্র স্বাধীনতা সুবর্ন জয়ন্তী উদযাপন কমিটির যুগ্ম আহবায়ক জসিম উদ্দীন ভুঁইয়া, যুক্তরাস্ট্র বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি মন্‌জুর আহমেদ চৌধুরী, যুক্তরাস্টর বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি ও যুক্তরাস্ট্র মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবর উদ্দীন,

যুক্তরাস্ট্র যুবদলের সাবেক সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরী, যুক্তরাস্ট্র বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি সামশুল ইসলাম মজনু, নিউ ইয়র্ক মহানগর দক্ষিন বিএনপির আহবায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, নিউ ইয়র্ক স্টেট বিএনপির সদস্য সচিব সাইদুর রহমান সাঈদ, মহানগর দক্ষিন বিএনপির সদস্য সচিব বদিউল আলম, মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরী, বিএনপি নেতা ফারুক চৌধুরী, বিএনপি নেতা ফারুক হোসেন মজুমদার, যুক্তরাস্ট্র যুবদলের সাবেক সহ সভাপতি আতিকুল হক আহাদ, যুক্তরাস্ট্র যুবদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ কাসেম, নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক এ জেড এম জাহাঙ্গীর হোসাইন, মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক এ আর মাহবুবুল হক, মহানগর দক্ষিন বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক খলকুর রহমান, মহানগর দক্ষিন বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক রিপন মিয়া, নিউ ইয়র্ক স্টেট বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক নিরা রাব্বানী, মহানগর দক্ষিন বিএনপির যুগ্ম সদস্য সচিব সাইদুর খান ডিউক, যুবদল নেতা মীর মিজান, যুবদল মাসুদ রানা, যুবদল নেতা আল মামুন সবুজ, মাসুম আহমেদ, আলি আশরাফ, সেচ্ছাসেবক দল নেতা বাদল মির্জা, উত্তম বনিক, আনোয়ার হোসেন টিপু, শরিফ হোসাইন, তোফায়েল আহমেদ, জহির খান, তোফায়েল আহমেদ, এনামুল হক, মিলন আলী, রাহিমুল ইসলাম প্রিন্স, যুবদল নেতা, মনিরুল ইসলাম মনির, আনোয়ার হোসেন পলাশ, আল মামুন, শাহবাজ আহমেদ, সেচ্ছাসেবক দল নেতা মাহমুদুল হক, কে এম হাসান, শফি উল্লাহ,, আলমগীর হোসাইন, আবদুল হান্নান, রাজন চৌধুরী, কবির হোসেন, মাহবুব হোসেন, বেলায়েত হোসেন বেলাল, কায়সার নাসির নাইম,নাজিম উদ্দিন, আব্দুল মুকিত,বেলাল আহমেদ,লোকমান হোসেন, খায়রুল আনাম, এহতেশামুল হক ফুয়াদ, কয়েছ, আহাদ, ইমন, দিপু, রাহাত, ফারদিন, আলমগীর হাবীব প্রমুখ সহ বিএনপি, যুবদল, সেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের অসংখ্য নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন ।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরান থেকে তেলোয়াত করেন নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিনের সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরী, এরপর জাতীয় সংগীত ও দলীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়।

উদ্বোধক মিজানুর রহমান ভুঁইয়া মিল্টন উপস্থিত হতে না পারায় সভার প্রধান অতিথি জিল্লুর রহমান জিল্লু সকল নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে বেলুন উড়িয়ে এবং কেক কেঠে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্বোধন করেন।

সভার প্রধান অতিথি জিল্লুর রহমান জিল্লু বলেন সেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর ডাক হোক স্বৈরচার মুক্ত বাংলাদেশ, জাতীয়তাবাদী সেচ্ছাসেবক দল বাংলাদেশের আন্দোলন সংগ্রামের অগ্রনী ভুমিকা পালন করছে, ইনশাআল্লাহ অচিরেই আন্দোলনের মাধ্যমে বর্তমান স্বৈরচার সরকারের পতন হবে এবং বাংলাদেশে একটি গনতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হবে।

জনাব গিয়াস আহমেদ বলেন আজকের সেচ্ছাসেবক দলের প্রতিস্টা বার্ষিকীর শপথ হোক বাংলাদেশের মানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত, গনতন্ত্র পুনরুদ্ধার, অবৈধ সরকারের পতন।

সভাপতির বক্তব্যে মাকসুদুল হক চৌধুরী বলেন গৌরব ঐতিহ্য ও সাফল্যের ৪৩ বছর হচ্ছে সেচ্ছাসেবক দলের ইতিহাস। বাংলাদেশের আন্দোলন সংগ্রামের অপর নাম সেচ্ছাসেবক দল, সল্প সময়ের নোটিশে বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের নেতা কর্মীদের উপস্থিতি প্রমান করে বাংলাদেশের মানুষ স্বৈরচারের পতন চাই। আজকের অনুস্টানকে সফল করার পিছনে যারা কাজ করেছেন বিশেষ করে সেচ্ছাসেবক দলের দুইজন কেন্দ্রীয় সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক যথাক্রমে সাইফুর খান হারুন এবং মো খোরশেদ আলম ও কেন্দ্রীয় সদস্য নুর আলম এবং যুক্তরাস্ট্র সেচ্ছাসেবক দলের সকল নেতা কর্মীসহ উপস্থিত প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের প্রতি তিনি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি সবাইকে আগামীদিনের আন্দোলন সংগ্রামে অংশ গ্রহনের আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন । প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জননেতা মিজানুর রহমান ভুঁইয়া মিল্টন, সাংবাদিক শফিক রহমান ও আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে ফরমায়েসী রায়ের প্রতিবাদে জ্যাকসন হাইটসে তাৎক্ষনিক বিক্ষোভ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য, যুক্তরাস্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক জননেতা মিজানুর রহমান ভুঁইয়া মিল্টন, প্রতিথযশা সাংবাদিক শফিক রহমান ও আমারদেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে দেয়া ফরমায়েসী রায়ের প্রতিবাদে গত ২০ আগস্ট রবিবার বাদ মাগরিব (৮ টায়) জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় যুক্তরাস্ট্র জাতীয়তাবাদী পরিবারের উদ্দোগে এক প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুস্‌ঠিত হয়।যুক্তরাস্ট্র বিএনপির অন্যতম সিনিয়র নেতা, স্বাধীনতার সুবর্ন জয়ন্তী যুক্তরাস্টের যুগ্ম আহবায়ক সাবেক ছাত্রনেতা জনাব আবদুস সবুরের সভাপতিত্বে এবং সেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সাবেক ছাত্রনেতা মাকসুদুল হক চৌধুরীর সন্‌চালনায় উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন, যুক্তরাস্ট্র বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আলহ্বাজ সোলাইমান ভুঁইয়া, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক হেলাল উদ্দীন, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মো শাহ আলম, সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোশারফ হোসেন সবুজ, নিউ ইয়র্ক স্টেট বিএনপির আহবায়ক মওলানা অলি উল্লাহ আতিকুর রহমান, নিউ ইয়র্ক স্টেট বিএনপির সদস্য সচিব সাঈদুর রহমান সাঈদ, নিউ ইয়র্ক মহানগর দক্ষিন বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক এমলাক হোসেন ফয়সল, হালিশহর বিএনপির সহ সভাপতি মাঈনউদ্দিন মেহেদী, যুক্তরাস্ট্র যুবদলের সাবেক সহ সভাপতি আতিকুল হক আহাদ, সেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সদস্য নুর আলম, নিউ ইয়র্ক মহানগর বিএনপি উত্তরের যুগ্ম আহবায়ক এ আর মাহবুবুল হক,   বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান, যুক্তরাস্ট্র যুবদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ কাশেম, যুবদল নেতা আল মামুন সবুজ, নিউ ইয়র্ক স্টেট বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক দেওয়ান কাউসার, মহানগর দক্ষিন বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক শাহাদাত হোসেন রাজু, যুগ্ম আহবায়ক রিপন মিয়া, সাবেক ছাত্রনেতা মাজহারুল ইসলাম মিরন, সাবেক ছাত্রনেতা মন্‌জুর মোর্শেদ, নিউ ইয়র্ক মহানগর বিএনপি দক্ষিনের অনযতম সদস্য আবদুল মন্নান হোসেন, সাবেক ছাত্রনেতা ফারদিন রনি, যুবনেতা মীর মিজান, যুবনেতা আশরাফুজ্জামান আশরাফ, ব্রুকলীন যুবদলের সাধারন সম্পাদক পাশা মাওলা, সন্দ্বীপ পৌরসভা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এনায়েত উল্লাহ সুমন, সাবেক ছাত্র নেতা হুমায়ুন কবির, সাবেক ছাত্রনেতা মনির হোসেন, মহিলা নেত্রী মনি আক্তার, রুবি চৌধুরী, আইরিন পারভীন ও জাফরিন পারভীন প্রমুখ !

বিক্ষোভ সভায় বক্তারা সম্প্রতি বাংলাদেশের ক্যাঙ্গারু আদালত বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য ও যুক্তরাস্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক জননেতা মিজানুর রহমান ভুঁইয়া মিল্টন, প্রথিতযশা সাংবাদিক শফিক রহমান ও আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক জনাব মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে যে ফরমায়েসী রায় দিয়েছে তার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন শেখ হাসিনার ছেলে সজিব ওয়াজেদ জয়ের দুর্নীতি এবং টাকা পাচারের বিরুদ্ধে যুক্তরাস্টের এফ বি আই তদন্ত করতে গিয়ে যখন তলের বিড়াল বের হয়ে আসতেছিল তখন ঐ তদন্তের ঘটনাকে ভিন্নখাতে ঘুড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে সাংবাদিক শফিক রহমান ও মাহমুদুর রহমান এবং বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য জননেতা মিজানুর রহমান ভুঁইয়া মিল্টনের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা মুলক মিথ্যা বানোয়াট কাল্পনিক অপহরন মামলা দায়ের করে যার সাথে আসামীদের বিন্দু মাত্রও সম্পর্ক নেই । বাংলাদেশের নিশীরাতের ভোট ডাকাত সরকারের প্রধান শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ নির্দেশে এদের বিরুদ্ধে এই রায় দিয়েছে বাংলাদেশের ক্যাঙ্গারু আদালত। বাংলাদেশের সর্ব সাধারন জনগন আজ যখন একদফার দাবীতে সোচ্চার, রাজপথের এই আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের ব্যর্থ চেষ্টায় লিপ্ত।

বক্তারা আরো বলেন মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করে, ফরমায়েশী রায় দিয়ে সরকার পতন আন্দোলন ধমানো যাবে না। অচিরেই স্বৈরচারের পতনের মাধ্যমে বাংলাদেশে গনতান্ত্রিক সরকার প্রতিস্টার মাধ্যমে সকল মিথ্যা মামলা এবং ফরমায়েশী রায় বাদ দেয়া হবে।

সভার সভাপতি আবদুস সবুরের সমাপনি বক্তব্যের মাধ্যমে বিক্ষোভ সমাবেশের সমাপ্তি হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ফোবানা ও মূলধারার নেতা জশউদ্দিন এর পরকীয়া ফাঁসে আটলান্টায় তোলপাড়

৬০ পৃষ্ঠার পর

আটলান্টায় সাজ্জাদ হাসান এর বাসভবনে জশউদ্দিন এবং এমা তানজিমকে অন্তরঙ্গ অবস্থায় আবিস্কার করেন এমা তান জিমের স্বামী সাজ্জাদ হাসান। বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে বেশ কিছুদিন ধরেই এমা ও জশ এর অবৈধ সম্পর্কের বিষয়ে সন্দেহ হয়। এদের

দুজনকে হাতে নাতে ধরার জন্য একাধিক কৌশল অবলম্বন করেন সাজ্জাদ। ঘটনার দিন সাজ্জাদ তার গ্যারেজে লুকিয়ে থেকে রিমোট অবস্থান থেকে জশউদ্দিন আর এমার প্রণয়ের দৃশ্য ভিডিও চিত্র ধারণ করেন। কিছুক্ষণ পর দুজনকে হাতে নাতে ধরার আগে কয়েকজন বন্ধুকে ডেকে আনেন, পুলিশ এবং জশ এর স্ত্রী ফারজানা জাফরিনকে ফোন করেন। হাতেনাতে ধরার পর জশউদ্দিন দ্রুত সেখান থেকে পালাতে সক্ষম হলেও উপস্থিত সকলে পরকীয়ার বিশেষ রুপ প্রত্যক্ষ করেন।

পরে পুলিশের কাছে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এমা তানজিম তার অবৈধ প্রণয়ের কথা স্বীকার করেন এবং পুলিশ এমাকে তাদের হেফাজতে নিয়ে যায় বলে জানান ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী একজন। এব্যাপারে উভয় পরিবারের পারিবারিক বন্ধু আটলান্টা নিবাসী ফোবানার কর্মকর্তা ডিউক খানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, দুইজনে একসাথে নাশতা করছিলেন মাত্র। ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করা বলা হচ্ছে।

উভয় পরিবারের ঘনিষ্ঠেদর সুত্র জানা গেছে জশউদ্দিন ও সাজ্জাদ হাসান এর পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা অনেকদিনের। ধীরে ধীরে অবৈধ প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠে জশউদ্দিন ও এমা তানজিমের মধ্যে। রিয়েল এষ্টেট পেশায় সম্পৃক্ত হওয়ার পর জশ ও এমার ঘনিষ্ঠতা আরো বৃদ্ধি পায়। এদিকে জশউদ্দিন ও এমা তানজিমের পরকীয়ার ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর আচলান্টার বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে তোলপাড় শুরু হয়েছে।

লং আইল্যান্ডে বাংলাদেশীদের ১ম মেলায় প্রাণের উচ্ছ্বাস

৬০ পৃষ্ঠার পর

আইল্যান্ডে বাংলাদেশ কমিউনিটি ক্রমবর্ধমান। ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশিরা ধীরে ধীরে জায়গা করে নিচ্ছে। মূলধারার রাজনীতিতেও পিছিয়ে নেই বাংলাদেশিরা। কিন্তু সেই বাংলাদেশিদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং কৃষ্টি লং আইল্যান্ডের অন্যান্য অভিবাসীর কাছে প্রায় অপিরিচিত থেকে গেছে। তাই আমরা লং আইল্যান্ডে বসবাসরত বাংলাদেশিরা প্রথম বারের মতো আমাদের দেশের কৃষ্টি, কালচারকে তুলে ধরতে 'বাংলাদেশি আমেরিকান ফেস্টিভ্যাল ২০২৩' এর আয়োজন করেছি। আজ আপনাদের উপস্থিতি আমাদেরকে অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে। আমরা ভবিষ্যতেও এ ফেস্টিভ্যাল অব্যাহত রাখবো।

ঐদিন অপরাহ্নে ফিতা কেটে এবং বেলুন উড়িয়ে মেলার উদ্বোধন করেন বেবিলন টাউন হলের সুপারভাইজার রিড শেফার্ড, স্টেট সিনেটের মনিকা গঞ্জালেস এবং মেলার কনভেনর গিয়াস আহমেদ। এই সময় উপস্থিত ছিলেন মেলার সদস্য সচিব রিয়াজ মাহমুদ, চীফ কোঅর্ডিনেটর গোলাম ফারুক শাহীন, উপদেষ্টা ডা. ওয়াদুদ ভূইয়া, নাফিউল ইসলাম পান্না, নাসির আলী খান পল, কো-কনভেনর আসেফ বারী টুটুল, মোহাম্মদ মহসীন, মিয়া আলম পাখি, আসাদুল বারী আসাদ, কালচারাল

চেয়ারম্যান ইশতিয়াক রুমি। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির প্রতিনিধি জিম কারেন্ট, ডেপুটি স্পিকারের প্রতিনিধি ক্রিস্টান মার্গেজ, কাউন্সিলম্যান ডুয়েন গেগি, অ্যাসেম্বলিওম্যান ক্যাম্বেলি জিম প্যারির প্রতিনিধি জেনিফার এল মার্থিন, জন ওয়ার্ড, সাফোক কাউন্ট্রির ইলেকশন কমিশনার ক্যাভিন মারফি, নবযুগ পত্রিকার সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, এটর্নী মঈন চৌধুরী, শো টাইম মিউজিকের প্রেসিডেন্ট আলমগীর খান আলম, বিশিষ্ট বিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী নূরুল আজিম, জেবিবিএর সাবেক সভাপতি আবুল ফজল দিদারুল ইসলাম, ডা. মাসুদুর রহমান, বারী হোম কেয়ারের ভাইস চেয়ারম্যান মুনমুন হাসিনা বারী, ইমিগ্র্যান্ট এল্ডার হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট নুসরাত আহমেদ নিপা, আব্দুস সবুর, মিজানুর রহমান, মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, মাকসুদুল হক চৌধুরী, জাহাঙ্গীর সরোয়ার্দী, শাহাদাত হোসেন রাজু, মহিউদ্দিন আহমেদ, মজিব চৌধুরী রানা, নিপা আহমেদ, নাজমুন আলিম, জিয়াউল ইসলাম জুয়েল, আব্দুল্লাহ আল মামুন, জাহাঙ্গীর আলম জয় প্রমুখ।

গিয়াস আহমেদ মেলায় আগত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমরা প্রথমবারের মতো এই মেলার আয়োজন করেছি। আপনাদের সহযোগিতায় আজকে মেলা সফল হয়েছে। আগামী দিনে আমরা এই ধরনের মেলার আয়োজন করবো। এ সময় মেলায় সহযোগিতাকারীদের ধন্যবাদ জানান তিনি।

রিচ শেপার্ড বলেন, আমাদের এলাকায় বাংলাদেশিদের সংখ্যা বাড়ছে। আজকের অনুষ্ঠানে এসে আমার কাছে ভালো লাগছে। তিনি বাংলাদেশিদের মূলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। মনিকা মার্টিনেজও বাংলাদেশিদের মূলধারায় সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশিরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। আপনাদের জন্য আমার অফিসের দরজা সব সময় খোলা।

আসেফ বারী টুটুল বলেন, আমরা প্রথমবারের মতো এই মেলার আয়োজন করছি। আগামী দিনে আরো এই ধরনের মেলার আয়োজন করবো।

ডা. ওয়াদুদ ভুইয়া এই ধরনের সুন্দর আয়োজনের জন্য আয়োজক কমিটির সব সদস্যকে ধন্যবাদ জানান। রিয়াজ মাহমুদ মেলা সফল এবং সার্থক করার জন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

গোলাম ফারুক শাহীনও সবাইকে ধন্যবাদ জানান, তাদের প্রথম আয়োজনের সহযোগিতা করার জন্য। অনুষ্ঠানে কনভেনর গিয়াস আহমেদ এবং প্রধান সমন্বয়কারী গোলাম ফারুক শাহীনকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন জেনিফার এল মার্টিন। এছাড়া মেলায় সহযোগিতা করার মেলা কমিটির পক্ষ থেকে থেকেও সংশ্লিষ্টদের সম্মাননা স্মারক তুলে দেয়া হয়।

শামসুন নাহার নিম্মি, আশরাফুল হাসান বুলবুল ও শারমিন রেজা ইভার উপস্থাপনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী বেবী নাজনীন, রিজিয়া পারভীন, রবি চৌধুরী, প্রতীক হাসান, বিন্দু কনা, প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী নাভিন, কৃষ্ণা তিথি, রায়ান তাজ, প্রমি তাজ, শামীম সিদ্দিকী, ত্রিনিয়া হাসান, হীরা এবং মীম প্রমুখ।

মেলা উপলক্ষে গোলাম ফারুক শাহীনের সম্পাদনায় প্রকাশ করা হয় 'হৃদয়ে লংআইল্যান্ড' নামে একটি ম্যাগাজিন। মেলার আয়োজনে ছিল লং আইল্যান্ড বাংলাদেশ সোসাইটি।

মেলায় উপস্থাপন করা হয় বাংলাদেশকে, বাংলাদেশের সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচারকে। পুরো আয়োজনেই ছিল বাংলা সংস্কৃতির জয়গান। এই মেলায় সব বয়সী বাংলাদেশি বাঙালিয়ানায় অংশগ্রহণ করেন। ছিল স্টল, ছিল গান-বাজনা, ছিল আলোচনা, ছিল নাচ, ছিল প্রবাসে জন্ম নেওয়া এবং বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ। তাদের অংশগ্রহণে পুরো এলাকা যেন একখণ্ড বাংলাদেশে রূপ নেয়। নতুন প্রজন্মের জন্য ছিল খেলাধুলার বিশেষ আয়োজন। মেলায় সফল করতে অগ্রণী ভূমিকা রাখায় গিয়াস আহমেদ, গোলাম ফারুক শাহীন, রিয়াজ মাহমুদসহ সংশ্লিষ্টদের প্রশংসা করা হয়। ***সংবাদ সুত্র নবযুগ, ছবি নিহার সিদ্দিকী***

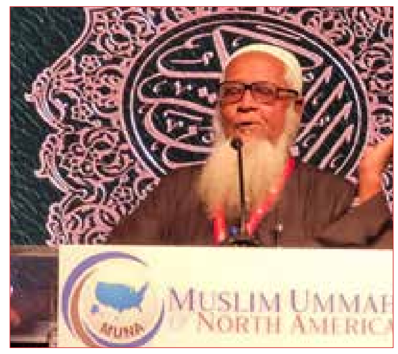

সারা বিশ্বের মানুষের জীবন চলার পাথেয় পবিত্র কোরান

৬০ পৃষ্ঠার পর

দেয়া ইত্যাদী।

মুনা কনভেনশনের কনভেনর আরমান চৌধুরী সিপিএ ও আনিসুর রহমানের যৌথ সঞ্চালনায় বিভিন্ন সময়ে আলোচনায় অংশ নেন ড. ওমর সুলাইমান, ড. আলতাফ হোসেন, মুনার ন্যাশনাল কমিটির প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশীদ, মুনার সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন, মুনার এসিস্টেন্ট এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ও মিডিয়া কালচারাল বিভাগের ডাইরেক্টর আনিসুর রহমান গাজী, মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মাওলানা লুৎফর রহমান, আব্দুস সালাম আজাদী, সাইখ আব্দুল নাসির জাঙ্গা, আহমেদ আবু ওবায়দা,ইমরান আনসারী প্রমূখ।

তিন দিনের এ সম্মেলনে প্রায় ২০ হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমান অংশ নিয়েছেন বলে রেজিষ্ট্রেশন সুত্রে জানিয়েছেন মুনা'র কর্তৃপক্ষ। অন্যান্যবারের মতো এবারও মুনা কনভেনশনে দেশিড়্বিদেশি অনেক গুণী ইসলামিক স্কলারগণ বক্তব্য রেখেছেন। সম্মেলনের দুইদিন আগে ড.মিজানুর রহমান আজহারির নাম যুক্ত হওয়ায় সম্মেলনে যোগ দিতে সাধারণ মানুষের মাঝে আগ্রহ বেড়ে যায়। তিনি বক্তব্য রেখেছেন দ্বিতীয় এবং শেষ দিন। দ্বিতীয় দিনে তিনি ছিলেন কিনোট স্পিকার এবং শেষদিনে ছিলেন প্রধান বক্তা। মাওলানা আজহারি দ্বিতীয় দিনের বক্তব্যের শুরুতেই মুনা কতৃপক্ষকে এমন সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আগতদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা ভালো ভালো বিষয়ে নিয়ে আলোচনা শুনেছেন। আমার বেশি বলার সুযোগ নেই। কোরআনে ৪টি বিষয় রয়েছে। প্রথমত. কোরআন সব কিছুর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে গাইডেন্স। তৃতীয়টি মার্সি এবং শেষটি বুশরা। আমি আজকে দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো। আর এই বিষয়টি হচ্ছে গাইডেন্স। আপনারা জানেন পবিত্র কোরআন নাজিল হয় পবিত্র রমজান মাসে। সবার গাইডেন্স হিসেবে, সারা বিশ্বের মানুষের গাইডেন্স হিসেবে। কোরআন মানুষকে সঠিক পথ দেখায়, জিনও স্বীকার করে কোরআন। ড. মিজানুর রহমান আজহারী বলেছেন, আলড়্কোরআন হচ্ছে আল্লাহর শিফা (আরোগ্য ও নিরাময়)। কোরআন হচ্ছে একটি টাইমলেস মিরাক্কেল। মহান রাব্বুল আল্লাহ তায়ালার যেমন লয় নাই ক্ষয় নাই, তেমনি কোরআনেরও কোনো লয় নাই ক্ষয় নাই। পাত্র ড. মিজানুর রহমান আজহারী আরো বলেন, কোরআন না থাকলে পৃথিবীতে আমাদের আসার উদ্দেশ্য কি তা জানতে পারতাম না। ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াতাম, খেতাম, কাজ করতাম কিন্তু পৃথিবীতে আমাদের আসার উদ্দেশ্য কি? তা কখনই জানতে পারতাম না। কোরআন আমাদের সেটা পরিষ্কার করেছে। ইসলামিক বিদ্বান আজহারী বলেন, কোরআন ব্যতীত সব ধর্মগ্রন্থই (তাওরাত, জবর, ইঞ্জিন) নবীদের ওপর একবারেই নাজিল হয়েছে। কিন্তু কোরআন নাজিল সম্পন্ন হতে সময় লেগেছে ২৩ বছর। কোরআন একটু একটু করে নাজিল হয়। মানবজাতির প্রয়োজন অনুযায়ীই কোরআন নাজিল হয়েছিল। প্রথম নাজিল হয় পবিত্র মক্কায় মসজিদুল হারামে, জাবালুল পাহাড়ে, তারপর নাজিল হয় মদিনায়, নাজিল হয় যুদ্ধে, নাজিল হয় ঘরে। আমাদের প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ (স.) যেখানে কোরআন সেখানে নাজিল হয়। নবীজি যখনই কোন সংকটে পড়েছেন, তখনই সমাধান বা উত্তর নিয়ে কোরআন নাজিল হয়, কোরআন হলো আলো। শুধু নিজেই আলো নয়, আমাদের আলোকিত করে, মহাসত্যের দিকে নিয়ে যায় কোরআন। একটি জাতির পুরো জীবন পাল্টে দেয় কোরআন, কোরআন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে দেয়। কোরআন চিরন্তন সত্য। মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়। তিনি বলেন, আমাদের নবীজির মৃত্যুর পরও কোরআন বিদায় নেয়নি। কোরআন কেয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে। কোরআন আমাদের আলোকিত জীবনের সন্ধান দেয়, উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। কোরআন না হলে জানতাম না, আমরা যে আল্লাহর দাসত্বের জন্য সৃষ্টি, তা জানতাম না, জন্ম এবং মৃত্যু নিয়ে জানতাম না। জান্নাত এবং জাহান্নাম কী জিনিস জানতাম না, মৃত্যুর পর কী হবে কোরআন আমাদের জানিয়ে দেয়। কোরআন মৃত্যুপরবর্তী জীবন আশ্বস্ত করে।

তিনি দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর নাম উল্লেখ না করে বলেন, কিছুদিন আগে আমরা প্রিয় আল্লামাকে হারিয়েছি। আমরা এই ভেবে বুকে আশা বেঁধে রাখি যে, এই দুনিয়ায় তাকে সাময়িকভাবে হারিয়েছি। কিন্তু কেয়ামতের দিনে জান্নাতে এই কোরআনের বুলবুলির কণ্ঠে আমরা আবার কোরআন শুনতে পাবো। একইভাবে বাবাড়্মা, বন্ধুকেও হারিয়েছি। এ বিচ্ছেদ সাময়িক। আমরা তাদের জান্নাতে একদিন পাবো।

কনভেনশনের তৃতীয় দিনেও তিনি বক্তব্য রাখেন রিজিক নিয়ে। তিনি বলেন, আমরা অনেকেই মনে করি খাদ্য এবং অর্থই আমাদের রিজিক। তিনি বলেন, খাদ্য এবং অর্থ আমাদের আসল রিজিক নয়। রিজিকের উঁচু স্তর হলো শারীরিক এবং মাসসিক সুস্থতা। আপনার শরীর ভাল না থাকলে কোনো কিছুই ভালো লাগবে না। রিজিকের আরো ওপরের স্তর হচ্ছে আপনার স্ত্রী যদি আল্লাহওয়ালা হয় এবং আপনার সন্তান যদি দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। আর রিজিকের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা। আমরা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাখ তরতে পারি তাহলে দুনিয়া এবং আখেরাত দুটোই পাবো। তিনি বলেন, আসুন, আমরা কোরআন এবং নবী করিম (স.) যে পথ আমাদের দেখিয়েছেন সেই পথে চলি।

কনভেনর আরমান চৌধুরী সিপিএ জানান,ইসলাম যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, মানবতাবাদী ধর্ম, মানব কল্যাণের ধর্মড় পবিত্র কোরআনের আলোকে তুলে ধরাই মুনা কনভেনশনের মূল উদ্দেশ্যে।

এর আগে কোভিড মহামারির কারণে তিন বছর বিরতির পর গত শুক্রবার, ১৮ আগষ্ট থেকে পেনসিলভানিয়া কনভেনশন সেন্টারে তিন দিনের মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা - মুনা সম্মেলন শুরু হয় । উদ্বোধনী দিনে ১৩ হাজারের বেশী মানুষ সম্মেলনে অংশ নিতে রেজিষ্ট্রেশন করেছেন। মুনার কনভেনশনই যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের বৃহত্তম বাত্সরিক সমাবেশ হিসেবে পরিচিত। শুক্রবার ১৮ আগষ্ট সম্মলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পুর্বে পেনসিলভানিয়া কনভেনশন সেন্ট্রে হাজার হাজার ধর্মপ্রান মুসলমানের একত্রে জুমার নামাজ আদায় করেন যাদের বেশিরভাগই ছিল বাংলাদেশি।

শুক্রবার ১৮ আগষ্ট বাদ আসর পবিত্র কোরান তেলাওয়াতের মাধ্যেম শুরু হওয়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেএবারের কনভেনশনের চেয়ারম্যান আরমান চৌধুরীর সঞ্চালনায় বক্তব্য প্রদান করেন মুনার ন্যাশনাল কমিটির সভাপতি হারুন অর রশীদ, মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মাওলানা লুৎফর রহমান, আব্দুস সালাম আজাদী ও আহমেদ আবু ওবায়দুল্লাহ প্রমুখ।

বক্তারা সকলে এবারের সম্মলেনের থিম পবিত্র কোরানের শিক্ষা ও প্রাত্যহিক জীবনে সেই শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন ও অনুসরনের উপর আলোকপাত করেন । বক্তারা আরো বলেন, পবিত্র কোরান কেবল একটি ধর্মগ্রর্থই নয়, এটি একটি আদর্শ জীবনের আলোকবর্তিকাও বটে।মানবজতাতির কল্যাণে পবিত্র কোরান সবচেয়ে বেশী ভরসার স্থল।

মুনা সম্মেলনে যোগ দিতে অন্যান্যদের মধ্যে মালয়েশিয়া থেকে ফিলাডেলফিয়ায় এসেছেন এ সময়ের আলোচিত ইসলামী চিন্তাবিদ ও মাওলানা ড. মিজানুর রহমান আজহারী।

সুশৃঙ্খল আয়োজনে এবারের সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রায় বিশ হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের পদকারণায় মুখর হয়ে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রের ৫ম বৃহত্তম ফিলাডেলফিয়া শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ফিলাডলফিয়া কনভেনশন সেন্টার ।

কনভেনশনের ২য় দিনে সাংবাদিকদদের সাথে মতবিনিময়:

গত ১৯ আগস্ট শনিবার সম্মেলন শেষে রাত সাড়ে ১১টার দিকে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেন মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকার (মুনা) কর্তৃপক্ষ।

এতে কনভেনশনের নানা বিষয়ে ক্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে সাংবাদিকদদের মতামত জানতে চান কর্তৃপক্ষ। ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার কর্মীরা, অত্যন্ত সুশৃংখল,চমৎকার ও বিশাল একটি সম্মেলনের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, আগামী কনভেনশনে সকল সাংবাদিকদের একই হোটেলে রুম বুকিং দেওয়ার এবং মিডিয়ার জন্য একটি আলাদা সেল করার আহবান জানান। পাশাপাশি প্রধান আলোচক বা অন্যান্য অতিথিদের সাথে আলাদা করে মিডিয়া কর্মীদের সাথে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টির জন্যও দাবি জানানো হয়। খাবার দাবারের সমস্যা, নিরাপদে হোটেলে যাতায়াত, পর্যাপ্ত পরিমান ইন্টারনেটের সুবিধাসহ ও নানাবিধ সম্ভাবনা এবং সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়। আগামীতে কর্তৃপক্ষ এসব বিষয়ে ভেবে-চিন্তে কাজ করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন। মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকদদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মুনা ন্যাশনাল কমিটির প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশীদ, কনভেনশনের চেয়ারম্যান আরমান চৌধুরী।

মুনা সোসাল সার্ভিস এর ডাইরেক্টর আব্দুল্লাহ আরিফের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন মুনার সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন, মুনার এসিসটেন্ট এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ও মিডিয়া কালচারাল বিভাগের ডাইরেক্টর আনিসুর রহমান গাজী, কনভেনশনের কো-চেয়ারম্যান ড: নকিবুর রহমান তারেক, জিয়াউল ইসলাম শামীম,ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট বিভাগের ডাইরেক্টর প্রফেসর রিয়াজুল ইসলাম ও মুনা কনভেনশনের পাবলিসিটি ও মিডিয়া বিভাগের সদস্য রশীদ আহমদ। মতবিনিময় সভায় ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ১৭ জন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
FREE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
WEEKLY THE PARICHOY
শেষের পাতা

ফিলাডেলফিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের বৃহত্তম সমাবেশ মুনা কনভেনশন সমাপ্ত

সারা বিশ্বের মানুষের জীবন চলার পাথেয় পবিত্র কোরান

পরিচয় ডেস্ক: গত ২০ আগষ্ট ২০ হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অংশ দিনব্যাপী 'মানবতার জন্য কোরআনের আমেরিকার (মুনা)'র ৬ষ্ঠ কনভেনশন কনভেনশন গত ১৮ আগস্ট শুক্রবার আসা হাজার হাজার মুসলিম নরনারীর সব অনুষ্ঠানমালায় কোথাও তেমন কোভিড প্যান্ডেমিক এর পর এই প্রথম ছিল, মানুষকে শান্তির ধর্ম ইসলাম আল কোরআন নিয়ে আলোচনা ও প্রজন্মকে আলোর দিশারির সন্ধান দেয়া, শিশু,কিশোরড়কিশোরীদের হাতে ক্রেস্ট ফিলাডেলফিয়া কনেভনশন সেন্টারে প্রায় গ্রহণে, অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় ৩ নির্দেশিকা' শীর্ষক মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ ২০২৩ সমাপ্ত হয়েছে। ৩ দিনের এই শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই মহামিলনের তিন দিনব্যাপী বিশাল ছন্দপতন চোখে পড়েনি।

মুনা কনভেনশনের ৩ দিনের কর্মসূচিতে সম্পর্কে জ্ঞাত করা, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ব্যাখ্যা,বিষয়ভিত্তিক সেমিনার, নতুন বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় বিজয়ী কৃতি ও সনদ তুলে বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়

বিমানভাড়া চড়ছে তো চড়ছেই

পরিচয় ডেস্ক: বিমানে যাতায়াতের টিকেটের দামের প্রবণতা লক্ষ করলে দেখা যায়, শেষমুহূর্তে কিনলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রিমিয়াম দিতে হচ্ছে। যেমন এমিরেটস এয়ারলাইনসের ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটের ৩০ আগস্টের বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

২০২৬ সালের মধ্যে ডেঙ্গুর টিকা আনবে ভারতীয় সংস্থা

পরিচয় ডেস্ক: কয়েক বছরের মধ্যে ডেঙ্গুর টিকা বাজারে আনার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক ইন্ডিয়ান ইমিউনোলজিক্যালস লিমিটেড (আইআইএল)। সংস্থার এক শীর্ষ কর্মকর্তা জানান, ২০২৬ সালের জানুয়ারির বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

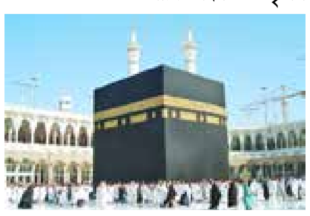

ভিজিট ভিসাতেও বাংলাদেশি-পাকিস্তানিদের ওমরাহ পালনের সুযোগ

পরিচয় ডেস্ক: পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য পবিত্র ওমরাহ পালনের সুবিধার্থে বিশেষ ব্যবস্থা চালু করেছে সৌদি আরব। এই সপ্তাহে বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

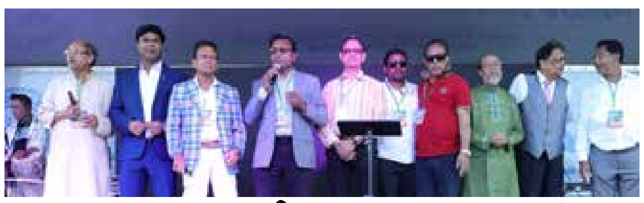

লং আইল্যান্ডে বাংলাদেশীদের ১ম মেলায় প্রাণের উচ্ছ্বাস

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৯ আগষ্ট শনিবার লং আইল্যান্ডে বেবিলন টাউন হল মাঠে প্রথম বারের মতো আয়োজিত বাংলাদেশি আমেরিকান ফেস্টিভ্যাল ২০২৩ এর কনেভনর ও মূলধারার রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ বলেছেন, লং বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়

ফোবানা ও মূলধারার নেতা জশউদ্দিন এর পরকীয়া ফাঁসে আটলান্টায় তোলপাড়

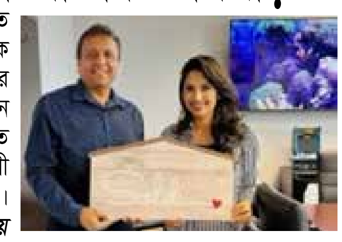

পরিচয় রিপোর্ট: পরকীয়ার ঘটনায় হাতে নাতে ধরা পড়েছেন ফোবানার সংগঠক ও সাবেক এক কনেভনার, যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতিবিদ জসিম উদ্দিন যিনি বর্তমানে জশউদ্দিন নামে পরিচিত এবং আটলান্টা নিবাসী প্রকৌশলী সাজ্জাদ হাসান এর স্ত্রী এমা তানজিম। গত ২২ আগষ্ট বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়

পৃথিবীতে কোন দেশের মেয়েরা সবচেয়ে বেশি সুন্দরী

পরিচয় ডেস্ক: নারীর সৌন্দর্য নিয়ে কবি, সাহিত্যিকরা কত কবিতা ও গল্পই না লিখেছেন। প্রত্যেক নারীর মধ্যে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য আছে। তবুও কয়েকটি দেশের নারীরা তাদের সৌন্দর্যের জন্য সারা বিশ্বে পরিচিত। বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

পাকিস্তানি মুদ্রার রেকর্ড দরপতন, প্রতি ডলার এখন ৩০০.২ রুপি

পরিচয় ডেস্ক: আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলারের দাম ছিল রেকর্ড ৩০০ দশমিক ২ পাকাস্তানি রুপি। খোলা বাজারে ডলারের দাম ছিল ৩১৪ রুপি। যুক্তরাষ্ট্রের বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

টরেন্টোর শেরাটনে অনুষ্ঠিতব্য সফল ফোবানা কনভেনশনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন
- এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি শাহ নেওয়াজ

পরিচয় ডেস্ক: আগামি ১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার থেকে ৩ সেপ্টেম্বর রবিবার পর্যন্ত কানাডার সবচেয়ে বড় নগরী টরেন্টো সিটির 'দ্যা শেরাটন সেন্টার টরেন্টো হোটেলে' অনুষ্ঠিতব্য ৩ দিনের ৩৭তম ফোবানা কনভেনশনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৩ আগস্ট বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়

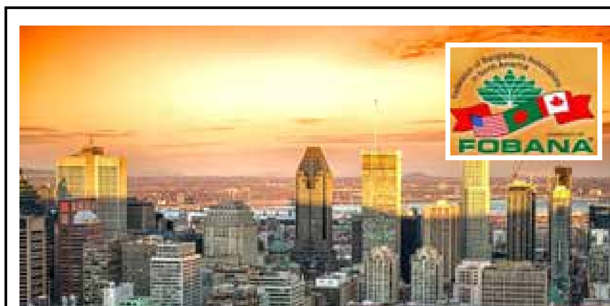

১-৩ সেপ্টেম্বর কানাডার অলিম্পিক নগরী মন্ট্রয়লে অনুষ্ঠিত হবে ৩৭তম ফোবানা সম্মেলন

পরিচয় ডেস্ক: কানাডার অলিম্পিক নগরী হিসেবে খ্যাত মন্ট্রিয়ালে আগামী ১লা থেক ৩রা সেপ্টম্বর উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশিদের সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা বা ফোবানার ৩৭তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। দেশের এবং প্রবাসের নানা সমস্যা ও সমাধান নিয়ে সেমিনার এবং সিম্ফোজিয়ামের আয়োজন করা হয়েছে। সেমিনার এবং সিম্ফোজিয়ামে বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়

মাথার পাশে ভুলেও মোবাইল চার্জে দিয়ে ঘুমাবেন না

পরিচয় ডেস্ক: গভীর রাত পর্যন্ত মোবাইল স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকা। আর তারপর তা চার্জে বসিয়ে ঠিক মাথার পাশে রেখে ঘুমিয়ে পড়া। এ স্বভাব অনেকেরই আছে। কিন্তু এই অভ্যাস অত্যন্ত ক্ষতিকর। ইউজারদের এবার এ নিয়েই সতর্ক বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

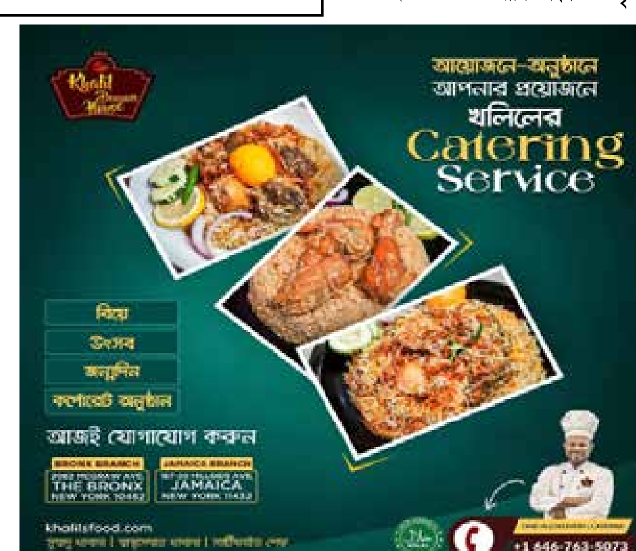

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন
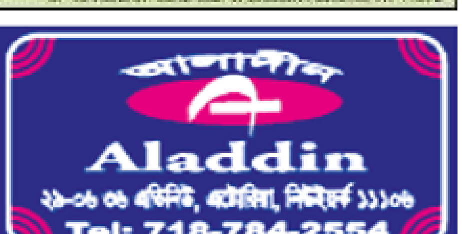

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯